নবিকাহিনী

দ্বিতীয় ভাগ

হজরত মোহাম্মদ মোস্তফা

সাল্লাল্লাহু-'আলায়হে-ওা-সাল্লাম্

জীবন কাহিনী

শীঘ্রই প্রকাশিত হইবে

কাজি ইম্‌দাদুল-হক্

প্রণীত

প্রথম ভাগ

প্রাচীন কাল হইতে

হজরত ঈসা 'আলায়হেস্-সালাম পর্য্যন্ত

ষ্টুডেণ্ট্‌স্ লাইব্রেরী

ঢাকা ও কলিকাতা

প্রস্তাবনা

প্রাচীন নবিগণের জীবনের মোটামুটি কথাগুলি কোমলমতি বালকবালিকা-দিগকে গল্পচ্ছলে শিখাইবার উদ্দেশ্যে এই গ্রন্থখানি রচিত হইল। কাহিনীগুলি হৃদয়গ্রাহী করিবার জন্য যথাসম্ভব সরল ভাষায় ও সরস ভঙ্গিতে বিবৃত করিবার চেষ্টা করা গিয়াছে। ইহা পাঠ করিয়া বালকবালিকাগণ কথঞ্চিৎ আনন্দলাভ করিলে রচয়িতার শ্রম সফল হইবে।

কাহিনীগুলিতে কোন ভ্রম-প্রমাদ লক্ষিত হইলে, কোন 'আলেম মহাত্মা যদি অনুগ্রহ করিয়া সংশোধন করিয়া দেন, তাহা হইলে তিনি রচয়িতার অশেষ কৃতজ্ঞতাভাজন হইবেন।

১

হজরত আদম

'আলায়হেস্‌-সালাম

সূচীপত্র

আমার

প্রিয় পুত্রগণের

হস্তে

* بسم الله الرحمن الرحيم *

আল্লাহ্-তা'লা পৃথিবীতে প্রথমে জলবায়ু, বৃক্ষলতা, কীটপতঙ্গ, জীবজন্তু প্রভৃতি সৃষ্টি করিয়াছিলেন। এই সকল সৃষ্টি শেষ হইয়া গেলে তাঁহার ইচ্ছা হইল যে, তিনি এমন এক প্রাণী সৃষ্টি করিবেন, যাহা সর্ব্বাপেক্ষা সুন্দর ও শ্রেষ্ঠ হইবে। তাই মানুষের সৃষ্টি হইল।

তখন এই নূতন সৃষ্টি দেখিবার জন্য যেখানে যত ফেরেশ্‌তা ছিলেন, সকলে ছুটিয়া আসিলেন। ফেরেশ্‌তাগণকে আল্লাহ্-তা'লা নূর হইতে সৃষ্টি করিয়াছেন। ইঁহারা সর্ব্বদা তাঁহার নিকটে থাকেন এবং তাঁহার আদেশ পালন করেন। ফেরেশ্‌তাগণ যখন আসিলেন, তখন তাঁহাদের সঙ্গে সঙ্গে অনেক জিন্‌ও আসিল। জিনেরা অগ্নি হইতে সৃষ্ট হইয়াছে।

আল্লাহ্-তা'লা সকলকে ডাকিয়া কহিলেন, "দেখ, আমি মাটি হইতে কি সুন্দর মনুষ্য সৃষ্টি করিয়াছি! ইহার নাম আদম।" ফেরেশ্‌তাগণ কহিলেন, "হে খোদা, আমরাও ত আপনার আজ্ঞাবহ দাস; তবে কেন আপনি আবার মনুষ্য সৃষ্টি করিলেন? হয়ত ইহারা পৃথিবীতে নানা উৎপাত ও অশান্তি ঘটাইবে।"

এই কথা শুনিয়া আল্লাহ্-তা'লা ফেরেশ্‌তাগণকে পৃথিবীর নানাপ্রকার বস্তু দেখাইয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, "ভাল, বল ত, এসকল কি?"

ফেরেশ্‌তাগণ কহিলেন "আমরা ত কেবল তোমার স্তুতিই করি, খোদা! তুমি যাহা জানাও, তাহা ছাড়া আর কিছুই ত জানি না!"

আল্লাহ্-তা'লা হজরত আদম 'আলায়হেস্-সালামকে সৃষ্টি করিয়া, বিশ্বজগতে যাহা কিছু আছে, সকল বিষয়েরই জ্ঞান তাঁহাকে দিয়া রাখিয়াছিলেন। ফেরেশ্‌তাগণ যখন কোন্ বস্তুটি কি তাহা বলিতে পারিলেন না, তখন তিনি হজরতকে কহিলেন, "ওহে আদম, তুমিই ইহাদিগকে বলিয়া দাও।" হজরত তদনুসারে ফেরেশ্‌তাগণকে সকল বিষয় বুঝাইয়া দিলেন।

তখন আল্লাহ্-তা'লা কহিলেন, "দেখ, আদম তোমাদিগের অপেক্ষা কত জ্ঞানবান। অতএব তোমরা ইহাকে সেজ্‌দা কর।" অমনি সকলে মাথা নোয়াইয়া হজরত আদম 'আলায়হেস্-সালামকে সেজ্‌দা করিলেন। দেখ দেখি, আল্লাহ্-তা'লা মানুষকে কত বড় করিয়া সৃষ্টি করিয়াছেন! নূরের ফেরেশ্‌তা, আগুনের জিন্, সকল অপেক্ষা মাটির মানুষই জ্ঞানে, বুদ্ধিতে ও মর্য্যাদায় শ্রেষ্ঠ হইল।

সকলেই সেজ্‌দা করিল, করিল না কেবল ইব্‌লিস্। সে ছিল এক জিন্। আল্লাহ্-তা'লা তাহাকে জিজ্ঞাসা করিলেন, "কি হে ইব্‌লিস্, আমি হুকুম করিলাম, তবু তুমি আদমকে সেজ্‌দা করিলে না? তুমি ত ভারি মস্ত লোক হইয়া উঠিয়াছ!"

ইব্‌লিস্ বলিল, "আমি যে উহা অপেক্ষা অনেক শ্রেষ্ঠ! ও হইল মাটীর গড়া, আর আমি হচ্চি আগুনের। আমি উহাকে সেজ্‌দা করিব কেন?"

এই উত্তর শুনিয়া আল্লাহ্-তা'লা বড়ই রুষ্ট হইলেন। কহিলেন, "বটে? এত অহঙ্কার! তবে তুই দূর হইয়া যা। এখানে আর তোর স্থান হইবে না।" সেই হইতে ইব্‌লিস্ আল্লাহ্-তা'লার সম্মুখ হইতে তাড়িত হইল, এবং সে শয়তান হইয়া গেল।

ইব্‌লিস্ কিন্তু যে-সে লোক ছিল না। সে আল্লাহ্‌-তা'লার খুবই প্রিয়পাত্র ছিল। কেমন করিয়া সে এত প্রিয় হইয়াছিল, জান? সে যে কতকাল ধরিয়া একমনে আল্লাহ্‌-তা'লার এবাদত করিয়াছিল, তাহার ঠিকানা নাই। কখন একই ভাবে দাঁড়াইয়া এবাদত করিতে করিতে তাহার হাজার বৎসর কাটিয়া গিয়াছে; কখন-বা এক সেজ্‌দাতেই সে লক্ষ বৎসর কাটাইয়া দিয়াছে! এমনি করিয়া সে আল্লাহ্‌-ত'লার প্রীতিভাজন হইয়াছিল।

কিন্তু এক্ষণে আল্লাহ্‌-তা'লার আদেশ অমান্য করিয়া, এবং তাঁহার সাক্ষাতে বড়াই করিয়া, সে একেবারে শয়তান হইয়া গেল! এতকাল ধরিয়া সে যে ভয়ানক কঠিন এবাদত করিয়াছিল, সমস্তই পণ্ড হইল। অহঙ্কারটা এমনি খারাপ!

অতঃপর আল্লাহ্‌-তা'লা বেহেশ্‌তের মধ্যে হজরত আদম 'আলায়হেস্‌-সালামের বাসস্থান নির্দ্দেশ করিয়া দিলেন। সেখানে কত সুন্দর সুন্দর বৃক্ষলতা, কত মনোহর সুগন্ধি ফুল, কত রসাল সুমিষ্ট ফল! চারিদিকের শোভাই বা কি মনোরম! কত শান্ত শীতল ছায়া; কত স্নিগ্ধ চঞ্চল ঝরণা; কত বিচিত্র রঙ্গের পাখী, আর তাদের মধুর সুরের গান; এইরূপ আরও কত কি! বেহেশ্‌তের বর্ণনা করা কি মানুষের সাধ্য?

হজরত আদম 'আলায়হেস্‌-সালাম বেহেশ্‌তের সকল সুখই ভোগ করিতেন। কিন্তু সুখ যদি একা একা ভোগ করিতে হয়, ত সে সুখই নহে। তাই আল্লাহ্‌-তা'লা তাঁহাকে মনের মত সাথীও দিয়াছিলেন। সেই সাথী ছিলেন হজরতের পত্নী বিবি হাওআ 'আলায়হাস্‌-সালাম।

তাঁহারা স্বামী-স্ত্রীতে পরম আনন্দে বেহেশ্‌তে আল্লাহ্‌-তা'লার এবাদত করিয়া কাল কাটাইতে লাগিলেন।

বেহেশ্‌তে যে কত রকম মেওয়ার গাছ ছিল, তাহার কোন হিসাব নাই। আল্লাহ্‌-তা'লা হজরত ও তাঁহার বিবিকে উহার সমস্তই খাইতে অনুমতি দিয়াছিলেন; কিন্তু একটি গাছ দেখাইয়া বলিয়া রাখিয়াছিলেন, "খবরদার, এ গাছের কাছেও যাইও না। গেলে ভয়ানক অন্যায় হইবে।" তাঁহারাও আল্লাহ্‌-তা'লার আদেশ-মত কখন ভুলিয়াও সে গাছের দিকে তাকাইতেন না।

এদিকে সে শয়তানটা কি করিতেছে? সে কিন্তু মানুষ জাতিটার উপরই হাড়ে চটিয়া গিয়াছে। ভাবিতেছে, "এই আদমের জন্যই ত আমার সর্ব্বনাশ হইল। আল্লাহ্‌-তা'লা এই মাটির পুতুলটাকে এতই ভালবাসেন যে, ইহার জন্য আমাকে একেবারে শয়তান-ই বানাইয়া দিলেন! আচ্ছা, দেখিয়া লইব, এ ভালবাসা কতদিন থাকে। আদমের গোষ্ঠীর সর্ব্বনাশ না করিয়া ছাড়ি, ত আমার নামই মিথ্যা।"

শয়তানের এই আক্রোশের কথা কি আর আল্লাহ্‌-তা'লার কাছে গোপন থাকিতে পারে? তিনি ত সকলেরই মনের কথা জানেন। তাই হজরত আদম 'আলায়হেস্‌-সালামকে সাবধান করিয়া দিবার জন্য তিনি কহিলেন, "দেখ আদম, ইব্‌লিস্‌ কিন্তু তোমার ও তোমার বিবির ঘোর শত্রু হইয়া দাঁড়াইয়াছে। দেখিও, সে যেন ফাঁকি দিয়া তোমাদিগকে বেহেশ্‌ত হইতে বাহির না করে।"

শয়তান অবশেষে সত্য সত্যই ফাঁকি দিবার চেষ্টা করিতে লাগিল। সে ভাবিল, সেই নিষিদ্ধ গাছটির ফল যদি একবার উহাদিগকে খাওয়ান

যায়, তবেই তাহার উদ্দেশ্য সিদ্ধ হইতে পারে। তাই সে হজরত আদম 'আলায়হেস্-সালাম ও বিবি হাওআ 'আলায়হাস্-সালামকে অনেক রকম প্রলোভন দেখাইতে আরম্ভ করিল। সে কহিতে লাগিল, "এই যে গাছটি, যাহার কাছে যাইতে খোদা আপনাদিগকে নিষেধ করিয়াছেন, এটি বাস্তবিক কিন্তু অমৃতের গাছ। আপনারা ইহার ফল খাইয়া পাছে ফেরেশ্তা কিম্বা অমর হইয়া যান, সেই জন্য তিনি উহার কাছে ঘেঁসিতেও বারণ করিয়াছেন।"

প্রথমে তাঁহারা উহার কথায় একেবারেই কান দেন নাই। কিন্তু যখন সে আল্লাহ্-তা'লার নামে শপথ পর্য্যন্ত করিতে আরম্ভ করিল, তখন তাঁহাদের আর অবিশ্বাসের কারণ রহিল না। সে যে স্বয়ং শয়তান, একথা ত তাঁহারা স্বপ্নেও ভাবেন নাই! তাই সে মিথ্যা ছলনায় ভুলাইয়া তাঁহাদিগকে সেই নিষিদ্ধ গাছের ফল খাওয়াইয়া গেল।

যেই ফল খাওয়া, অমনি সমস্ত বেহেশ্ত যেন হাহাকার করিয়া উঠিল! দুঃখের আঁধারে চারিদিক্ ডুবিয়া গেল! হায়, হায়, শয়তানের কুহকে পড়িয়া আজ হজরত ও তাঁহার বিবি কি সর্ব্বনাশটাই করিয়া বসিলেন! আল্লাহ্-তা'লার আদেশ লঙ্ঘন করিয়া সেই নিষিদ্ধ ফল মুখে দিলেন! হায়, হায়, এখন কি হইবে! আর কি উপায় আছে? এ অপরাধ কি আল্লাহ্ মাফ করিবেন?

ওই শুন, আল্লাহ্-তা'লা কহিতেছেন,—"আমি কি তোমাদের ওই গাছটির নিকটে যাইতে নিষেধ করি নাই? আর সয়তান যে তোমাদের শত্রু, একথা কি তোমাদিগকে বলিয়া সাবধান করিয়া দিই নাই?"

তখন তাঁহারা তওবা করিয়া প্রার্থনা করিতে লাগিলেন, "ইয়া আল্লাহ্! আমরা ভয়ানক অন্যায় কাজ করিয়া বসিয়াছি; এক্ষণে তুমি দয়া না করিলে, তুমি মাফ না করিলে, আমরা ত আর বাঁচিব না!"

আল্লাহ্-তা'লা কহিলেন,—"তোমরা আমার সামান্য একটি বারণ মানিয়া চলিতে পারিলে না। যাহা হউক, আমি তোমাদিগকে মাফ করিলাম; কিন্তু তোমরা বেহেশ্‌তের উপযুক্ত হও নাই। অতএব তোমরা এখান হইতে চলিয়া যাও। আজ হইতে তোমরা পৃথিবীতে খাটিয়া খাইয়া জীবন ধারণ করিবে।"

নবি বা পায়গাম্বর

বেহেশ্ত হইতে বাহিরে আসিয়া হজরত আদম 'আলায়হেস্-সালাম ও বিবি হাওয়া 'আলায়হাস্-সালামের কষ্টের আর সীমা রহিল না। সেখানে যেমন সুখ ছিল, এখানে তেমনই দুঃখভোগ করিতে হইল। সেখানে আহার-বিহারের কোনই ভাবনা ছিল না; কিন্তু এখানে কোথায় মাথা রাখিবেন? চারিদিক ধূ ধূ করিতেছে! কি আহার করিবেন? কোথাও ত ফলমূল দেখা যায় না! আল্লাহ্-তা'লা বলিয়াছেন, খাটিয়া খাইতে হইবে; কিন্তু কেমন করিয়া খাটিবেন? কি কাজ করিবেন?

কিন্তু যদিও তাঁহারা আল্লাহ্-তা'লার অবাধ্য হইয়া ভয়ানক অপরাধ করিয়াছিলেন, তথাপি আল্লাহ্-তা'লা তাঁহাদের উপর দয়া প্রকাশে বিরত হন নাই। তিনি হজরত ও তাঁহার বিবিকে পৃথিবীতে দিনপাত করিবার উপায় শিখাইয়া দিবার জন্য হজরত জিব্রিল 'আলায়হেস্-সালাম নামক এক বড় ফেরেশ্তাকে পাঠাইয়া দিলেন। দেখ, আল্লাহ্-তা'লার দয়ার সীমা নাই। অপরাধীর প্রতিও তিনি কদাচ বিমুখ হন না; শাস্তি দেন, কিন্তু একেবারে পরিত্যাগ করেন না। তাঁহার মত বন্ধু আর কে আছে?

হজরত জিব্রিল 'আলায়হেস্-সালাম আল্লাহ্-তা'লার আদেশে হজরত আদম 'আলায়হেস্-সালামকে কৃষিকার্য্য, গৃহনির্ম্মাণ প্রভৃতি কিরূপে করিতে হয়, তাহা দেখাইয়া দিলেন; এবং বিবি হাওয়া 'আলায়হাস্-সালামকে রন্ধন, বস্ত্রবয়ন, এই সকল কার্য্য শিখাইয়া দিয়া গেলেন। তদবধি তাঁহারা অন্নবস্ত্রের জন্য রীতিমত পরিশ্রম করিতে লাগিলেন, এবং একান্ত ভক্তির সহিত আল্লাহ্-তা'লার এবাদতে নিযুক্ত হইলেন।

এইরূপে সুখে-দুঃখে তাঁহাদের দিন কাটিতে লাগিল। ক্রমে তাঁহাদের বহু সন্তান-সন্ততি জন্মিল এবং এক বৃহৎ পরিবার গঠিত হইয়া উঠিল। পৃথিবীতে যখন মানুষের সংখ্যা বাড়িয়া চলিল, তখন সকলকে সদুপদেশ দিয়া সৎপথে রাখিবার জন্য আল্লাহ্-তা'লা হজরত আদম 'আলায়হেস্-সালামকে নবি নিযুক্ত করিলেন। মানুষের প্রতি তখন তাঁহার এই আদেশ হইল যে, যাহারা তাঁহার নবির কথা মানিয়া চলিবে, তাহারা চিরকাল নির্ভয়ে ও পরমসুখে থাকিবে; কিন্তু যে কেহ সেই নবিকে অমান্য করিবে, তাহার ভাগ্যে অশেষ দুঃখভোগ হইবে।

নবি কাহাকে বলে, তাহা কি তোমরা জান? মানুষের হেদায়েতের জন্য, অর্থাৎ লোকসমাজে ধর্ম্মপ্রচার, সৎপথ প্রদর্শন ও আল্লাহ্-তা'লার আদেশ জ্ঞাপন করিবার জন্য, যাঁহারা জন্মগ্রহণ করেন, তাঁহারই নবি। ইঁহাদের আর এক নাম পায়গাম্বর, অর্থাৎ সংবাদবাহী। ইঁহারা আল্লাহ্-তা'লার সংবাদ লইয়া লোকসমাজে আগমন করেন, এজন্য ইঁহাদিকে পায়গাম্বর বলে। ইঁহারা আল্লাহ্-তা'লার বিশেষ প্রিয়পাত্র।

মনুষ্যকুলে হজরত আদম 'আলায়হেস্-সালামই সর্ব্বপ্রথম নবি। তাঁহার পর একে একে একলক্ষ চব্বিশ হাজার নবি পৃথিবীতে আসিয়াছেন এবং লোক সমাজে ধর্ম্মপ্রচার করিয়া গিয়াছেন। এই সকল নবিগণের মধ্যে সর্ব্বশেষ এবং সর্ব্বশ্রেষ্ঠ নবি আমাদের হজরত মোহাম্মদ মোস্তফা সাল্লাল্লাহু-'আলায়হে-ওা-সাল্লাম্। আমরা এবং পৃথিবীতে আর যত মুসলমান আছেন, সকলেই তাঁহার উম্মত। তিনি যে ধর্ম্মোপদেশ দিয়া গিয়াছেন, আজ আমরা তাহাই পালন করিতেছি; এবং রোজ-কেয়ামত পর্য্যন্ত পালন করিতে থাকিব।

হাবিল ও কাবিল

অতঃপর হজরত আদম 'আলায়হেস্-সালাম তাঁহার পরিবারবর্গের সকলকে সদুপদেশ দিয়া আল্লাহ্-তা'লার পথে রাখিতে চেষ্টা করিতে লাগিলেন। কিন্তু কাবিল নামে তাঁহার এক পুত্র, পিতার হেদায়েত সত্ত্বেও, অসৎপথে গিয়া পড়িল। ক্রমে শয়তান তাহার সহিত বন্ধুত্ব স্থাপন করিল এবং তাহাকে নানাপ্রকার কুপরামর্শ দিতে লাগিল।

একদিন তাহার ভ্রাতা হাবিলের সঙ্গে সে পাহাড়ের উপর কোরবানি করিতে গিয়াছে। হাবিল তাহার পশুপাল হইতে বাছিয়া একটা হৃষ্টপুষ্ট মেষ লইয়া গিয়াছিল; কিন্তু কাবিল লইয়াছিল তাহার ক্ষেতের সকল অপেক্ষা নিকৃষ্ট কয়েক শীষ শস্য। উভয়ে পাহাড়ের উপর আপন আপন কোরবানি রাখিয়া আল্লাহ্-তা'লার দরগায় মোনা-জাত করিতে লাগিল। কিছুক্ষণ পরে, গায়েবী আগুন আসিয়া, হাবিলের কোরবানি জ্বালাইয়া গেল, কিন্তু কাবিলের কোরবানি স্পর্শও করিল না; উহা যেমন ছিল, তেমনই পড়িয়া রহিল। হাবিলের কোরবানিই আল্লাহ্-তা'লা কবুল করিলেন; কাবিলের কোরবানি কবুল করিলেন না।

কাবিল ত ভয়ানক রাগিয়া গেল। "কী! তোরটা কবুল হইল আর আমারটা পড়িয়া রহিল ?"

কাবিল কহিল, "যে আল্লাহ্-তা'লাকে ভয় করিয়া চলে, এবং ভক্তির সহিত কোরবানি করে, আল্লাহ্-তা'লা তাহারই কোরবানি কবুল করিয়া থাকেন।"

কাবিলের আর সহ্য হইল না। রাগে গর্ গর্ করিতে করিতে কহিল, "ঈঃ! ভারি হেদায়েত করিতে আসিয়াছেন! দিব এক ঘুষায় একেবারে নাক মুখ ভাঙ্গিয়া।"

হাবিল শান্তভাবে, কহিল, "তুমি আমাকে মারিবে? মার! কিন্তু আমি কখনই তোমার গায়ে হাত তুলিব না। আমি প্রভু আল্লাহ্-তা'লাকে ভয় করিয়া চলি এবং কখনও অন্যায় কাজ করি না।"

এদিকে শয়তান ত কাবিলের স্কন্ধে ভর করিয়াই ছিল। তাহার উপর আবার সে এমন রাগিয়াছে যে, তাহার ভাইকে মারে আর কি! সুযোগ বুঝিয়া শয়তান তাহাকে—"দে-না দু-ঘা বসাইয়া"—এই বলিয়া উস্কাইয়া দিল। কাবিল তৎক্ষণাৎ ভাইকে খুন করিয়া বসিল!

হাবিল যখন মরিয়া গেল, এবং তাহার মৃতদেহ কাবিলের সম্মুখে মাটিতে পড়িয়া রহিল, তখন সে হতভাগ্যের চৈতন্য হইল। হায়, হায়, সে কি কাজ করিয়া বসিয়াছে! এখন উপায়? এ লাস লইয়া কোথায় লুকাইবে? এখনই যে ধরা পড়িয়া যাইবে! কাবিল ছট্ ফট্ করিতে করিতে আকাশ পাতাল ভাবিতে লাগিল।

অবশেষে সে দেখিতে পাইল, দুইটা কাক তাহার সম্মুখে মারামারি করিতেছে। কিয়ৎক্ষণ পরে, উহাদের একটি মরিয়া মাটিতে পড়িয়া গেল। তখন অপরটি নখে মাটি আঁচ্ড়াইয়া গর্ত্ত করিল এবং মরা কাকটিকে তাহার ভিতর ফেলিয়া মাটি চাপা দিল। ইহা দেখিয়া কাবিল অকূল সমুদ্রে কূল পাইল। সে-ও তৎক্ষণাৎ কবর খুড়িয়া হাবিলের লাশ দফন করিয়া ফেলিল।

পৃথিবীতে এই প্রথম মানুষ মরিল; এবং এই প্রথম লাশ দফন করা হইল।

নিজের দুষ্কর্ম্মের চিহ্ন মাটি দিয়া ঢাকিয়া হতভাগ্য কাবিল মনে করিল, এখন আর কেহ তাহাকে ধরিতে পারিবে না। কেহ ত তাহাকে খুন করিতে দেখে নাই!

কিন্তু আল্লাহ্-তা'লা যে সর্ব্বদর্শী, সে কথা উহার খেয়ালে আসে নাই। তিনি ত সব দেখিয়াছেন! তিনি কি এ ভয়ানক গোনাহ্-গারকে বিনা শাস্তিতেই ছাড়িয়া দিবেন?

গৃহে যাইবার জন্য কাবিল যেমন পা বাড়াইবে, অমনি—একি! সে যে আর পা উঠাইতে পারে না! হায়, হায়! মাটি যে তাহার পা দুটি ক্রমশঃ গ্রাস করিতেছে!

তখন সে ভয়ে কাঁপিতে কাঁপিতে প্রার্থনা করিতে লাগিল,—"ইয়া আল্লাহ্! এ কি করিলে! ইব্‌লিস্‌ও ত তোমার অবাধ্য হইয়াছিল, তাহাকে ত এমন কঠিন শাস্তি দাও নাই, খোদা!"

শূন্য হইতে আওয়াজ আসিল, "ওরে দুষ্ট, ইব্‌লিস্ ত তাহার আপন ভাইকে খুন করে নাই।"

শুনিয়া কাবিল দশদিক অন্ধকার দেখিতে লাগিল। তাহার কণ্ঠ ও তালু শুষ্ক হইয়া জিহ্বা অসাড় হইয়া আসিল। তথাপি সে প্রাণপণে আবার আরজ করিল, "হায়, খোদা, পিতা আদমও ত তোমার আদেশ লঙ্ঘন করিয়া—"

মুখের কথা মুখে থাকিতেই আবার জল স্থল শূন্য কাঁপাইয়া বজ্রের মত শব্দ হইল, "ওরে হতভাগ্য, শয়তানের গোলাম, আদম কি কাহাকেও প্রাণে মারিয়াছিল? তুই যে তাহাও করিলি!"

তাহার পর আল্লাহ্-তা'লার আদেশে কাবিল দোজখে নিক্ষিপ্ত হইল। সেখানে কেবল আগুন; সে আগুন আবার এমনি ভয়ানক যে, মানুষ তাহাতে কেবল পুড়িতেই থাকে, কিন্তু মরে না। সুতরাং সে কষ্টের আর পরিসীমা নাই। আল্লাহ্-তা'লা যতদিন কাবিলের গোনাহ্ মাফ না করিবেন, ততদিন সে সেই ভয়াবহ আগুনে জীবন্ত পুড়িতে থাকিবে। কি কঠিন শাস্তি!!

———

২

হজরত নূহ্

'আলায়হেস্‌-সালাম

হজরত আদম 'আলায়হেস্-সালাম পৃথিবীতে এক হাজার বৎসর বাঁচিয়াছিলেন। তাঁহার মৃত্যুর পর তাঁহার বংশাবলী কিছুকাল ধর্ম্মের পথেই চলিল, কিন্তু অবশেষে অনেকেই আল্লাহ্-তা'লাকে ভুলিয়া তাঁহার আদেশ লঙ্ঘন করিতে সুরু করিল।

এ সমস্ত কিন্তু সেই শয়তানেরই কারসাজি। সে সর্ব্বদা ওত পাতিয়াই আছে; কেহ একটু অসাবধান হইয়া, আল্লাহ্-তা'লার কথা ভুলিলেই, সে চট্ করিয়া তাহার স্কন্ধে ভর করিয়া বসে, এবং তাহার দ্বারা রাজ্যের কুকাজ করাইতে থাকে। তখন সে ব্যক্তি নিজেই বুঝিতে পারেনা যে, সে ধর্ম্মের পথ হারাইয়াছে। কিন্তু যে-সকল লোক খুব হুঁসিয়ার হইয়া চলে, এক মুহূর্ত্তও আল্লাহ্-তা'লার কথা ভুলে না, শয়তান তাহাদের কাছে ঘেঁসিতেই পারে না। সে-সকল লোকের কাছে সে ভারি জব্দ থাকে।

হজরত আদম 'আলায়হেস্-সালামের বংশাবলীর মধ্যে যখন শয়তানের কারসাজি বড়ই বাড়িয়া উঠিল, তখন আল্লাহ্-তা'লা তাহাদিগের হেদাএতের জন্য মধ্যে মধ্যে এক একজন নবি পাঠাইতে লাগিলেন। এইরূপে হজরত শীশ, হজরত মাহ্‌লাইল, হজরত ইদ্রিস 'আলায়হিমাস্-সালাম প্রভৃতি বহু নবি একে একে আসিলেন। তাহার পর আসিলেন হজরত নূহ্ 'আলায়হেস্-সালাম।

ঐ সময়ে অনেক লোকই বিপথে চলিতে আরম্ভ করিয়াছিল। হজরত নূহ্ 'আলায়হেস্-সালাম যখন সদুপদেশ দিতেন, তখন শয়তান তাহাদিগকে কহিত, "ওর কথা শুনিস্ না ; কানে আঙ্গুল দে।" উহারাও এমনই শয়তান-ভক্ত হইয়া গিয়াছিল যে, সত্য সত্যই কানে আঙ্গুল দিয়া পালাইত।

হজরত কিন্তু কিছুতেই আল্লাহ্-তা'লার কথা প্রচার করিতে ছাড়িতেন না। কেহ কেহ আসিয়া তাঁহার সহিত তর্ক জুড়িয়া দিত। হজরত বলিতেন, "খোদা আমাকে পাঠাইয়াছেন তোমাদের সাবধান করিতে, যেন তোমরা তাঁহাকে না ভুল'। গতিক দেখিয়া আমার ভয় হয়, পাছে কোন্ দিন কি কঠিন শাস্তি তোমাদের মাথায় আসিয়া পড়ে।"

শুনিয়া তাহারা কহিত, "বটে ? তুমি যে ভারি মস্ত লোকের মত বক্তৃতা দিতেছ! একে ত তুমি আমাদেরই মত একটা মানুষ ছাড়া আর কিছুই নও ; তাহার উপর দেখিতেছি যে, দুনিয়ার যত মূর্খ, গোঁয়ার, অপদার্থ লোক ছাড়া কেহ তোমার দলে ভিড়ে না। তুমি কিসের এত ভড়ং কর হে ? তুমি একটি ঘোর মিথ্যাবাদী, জুয়াচোর !"

এইরূপে গালি খাইয়াও হজরত দমিতেন না। তিনি নানা প্রকারে লোককে বুঝাইতে চেষ্টা করিতেন, কিন্তু হতভাগারা শয়তানের এমনি বাধ্য হইয়া পড়িয়াছিল যে, তাঁহার কোন কথাই কানে তুলিত না। এমন কি, অবশেষে ধর্ম্মকথা কহিতে গেলেই, তাহারা তাঁহাকে ধরিয়া মারপিট পর্য্যন্ত সুরু করিয়া দিল।

তখন হজরত নূহ্ 'আলায়হেস্-সালাম মনের দুঃখ আল্লাহ্-তা'লার নিকট আরজ করিলেন। আল্লাহ্-তা'লা তাঁহাকে সান্ত্বনা দিয়া কহিলেন, "এ কাফেরগুলা তোমার কথা যখন শুনিবেই না, তখন আমি ইহাদের কঠিন শাস্তির বন্দোবস্ত করিতেছি। তুমি আমার আদেশের অপেক্ষা কর।"

অতঃপর হজরত নূহ্ 'আলায়হেস্-সালাম ধর্ম্মপ্রচার বন্ধ রাখিয়া খোদার হুকুমের অপেক্ষা করিতে লাগিলেন। এদিকে কাফেরগুলা দেখিল, হজরত আর বড় উচ্চবাচ্য করেন না; তখন উহারা ভারি ঠাট্টা আরম্ভ করিয়া দিল। কহিতে লাগিল, "ঈঃ, বড় যে ভয় দেখাইয়াছিলে, তোমার খোদা হেন করিবেন, তেন করিবেন; এখন যে মুখে আর রা নাই? ব্যাপার কি হে?"

হজরত কহিলেন, "ব্যাপার যে কি, সে যখন খোদার গজব ঘাড়ে পড়িবে, তখন বুঝিবে।" শুনিয়া তাহারা হাসিতে হাসিতে চলিয়া গেল।

অবশেষে হজরত আল্লাহ্-তা'লার আদেশে প্রকাণ্ড এক জাহাজ নির্ম্মাণ করিতে আরম্ভ করিলেন। শুক্না মাটিতে জাহাজ গড়া হইতেছে শুনিয়া কাফেরেরা দলে দলে তামাসা দেখিতে আসিল। এক ব্যক্তি কহিল, "নূহ্ সত্য সত্যই পাগল হইয়াছে; নহিলে সমুদ্র রহিল কোথায়, আর সে জাহাজ গড়িতেছে এই খানে!" আর এক ব্যক্তি টিট্‌কারি দিয়া কহিল, "শুক্না মাটিতে ঢেউ খেলিতেছে!" শুনিয়া সকলে হো হো করিয়া হাসিয়া উঠিল।

হজরত কহিলেন, "হাস' বাছারা, হাসিয়া লও; তারপর যখন নিজের পাপে নিজে হাবুডুবু খাইতে থাকিবে, তখন আমাদের পাল্টা হাসিবার দিন আসিবে।"

আল্লাহ্-তা'লা হজরত নূহ্ 'আলায়হেস-সালামকে কহিয়াছিলেন যে, তিনি পৃথিবীতে এমন ভয়ানক তুফান ও বন্যার সৃষ্টি করিবেন, যাহাতে দুষ্ট লোকগুলা সমস্ত ডুবিয়া মরিবে। কিন্তু তিনি হজরতের

পরিবারবর্গ ও অপরাপর মোমেন্‌গণকে সেই গজব হইতে রক্ষা করিবেন বলিয়া অঙ্গীকার করিয়াছিলেন।

ক্রমে জাহাজ নির্ম্মাণ শেষ হইল। অবশেষে একদিন হজরতের বিবি রুটি সেঁকিবার সময় দেখিতে পাইলেন যে, তন্দূর ফাটিয়া গরম জল উঠিতেছে। দেখিয়াই তিনি ছুটিয়া আসিয়া স্বামীকে ঐ কথা কহিলেন। হজরত বুঝিতে পারিলেন, সেই ভয়ানক শাস্তির দিন আসিয়াছে।

তখন আল্লাহ্-তা'লার আদেশে হজরত নূহ্ 'আলায়হেস-সালাম তাঁহার পরিবারবর্গ ও উম্মতগণকে জাহাজে তুলিয়া লইলেন। সঙ্গে সঙ্গে রাজ্যের যত জীব-জন্তু, পশু-পক্ষী প্রভৃতির এক এক জোড়া আসিয়া জুটিল। গরু আসিল, ছাগল আসিল ; হাতী, ঘোড়া, উট আসিল ; বাঘ, ভালুক, সিংহ, গণ্ডার, চিতা, নেকড়ে, ইহারাও আসিল ; গরিলা, হনুমান, বাঁদরেরাও আসিল ; এমন কি, শৃগাল, কুক্কুর, বিড়াল, বেজী, ইঁদুর, গুইসাপ, টিকটিকি, ফড়িংটি পর্য্যন্ত বাদ গেল না! আল্লাহ্-তা'লার হুকুমে হজরত ইহাদের সকলগুলা জাহাজে তুলিয়া লইলেন। আর পাখীদের মধ্যে ত চীল শকুন হইতে আরম্ভ করিয়া চড়ুই টুন্‌টুনিটি পর্য্যন্ত আসিয়া সেই জাহাজে আশ্রয় লইল। এ সকল ছাড়া হজরত আরও লইলেন যত বৃক্ষলতা ছিল তাহাদের এক-একটি বীচি।

তাহার পর যে তুফান সুরু হইল, সে আর কি বলিব। মনে হইতে লাগিল যেন আকাশ ভাঙ্গিয়া পড়িতেছে! শুধু কি আকাশ হইতেই জল পড়িতে লাগিল? মাটিও ফাটিয়া চৌচির হইয়া গেল, এবং সেই সকল ফাটল দিয়া হুহুশব্দে বান ডাকিয়া জল উঠিতে আরম্ভ করিল। দেখিতে দেখিতে সমস্ত দেশ ডুবিয়া এক মহাসমুদ্র হইয়া গেল, এবং পাহাড়ের

মত ঢেউ উঠিতে লাগিল! হজরত নূহ্ 'আলায়হেস্-সালাম আল্লাহ্ তা'লার নাম ভরসা করিয়া, সেই ভয়ানক তুফানে জাহাজ ভাসাইয়া দিলেন।

হজরতের পরিবারের আর সকলেই তাঁহার জাহাজে গিয়া উঠিয়াছিল, উঠে নাই কেবল তাঁহার এক পুত্র কেনান। সে পূর্ব্ব হইতেই কাফের-দের দলে যোগ দিয়াছিল; এবং তুফানের সময় তাহাদের সঙ্গে মিশিয়া পাহাড়ের দিকে ছুটিতেছিল। ভাবিতেছিল, বন্যায় না হয় নীচেকার ঘরবাড়ীই ডুবিবে; তাহারা সকলে পাহাড়ের উপর গিয়া উঠিলে, বন্যায় আর তাহাদের কিছুই করিতে পারিবে না।

কিন্তু তাহারা পাহাড়ে গিয়া উঠিতে না উঠিতেই বন্যায় তাহাদিগকে ধরিয়া ফেলিল। হজরতের জাহাজ যখন ভাসিয়া চলিয়াছে, তখন তিনি দেখিতে পাইলেন, কেনান প্রাণপণে সাঁতার কাটিতেছে। দেখিয়া তাঁহার মনে বড় কষ্ট হইল। চোখের উপর ছেলেটি ডুবিয়া মরিবে, পিতা কোন্ প্রাণে তাহা জাহাজে বসিয়া বসিয়া দেখিবেন? তিনি ডাকিয়া কহিলেন "আয় বাপ্, আমাদের এই জাহাজে ওঠ্। কাফেরদের দলে পড়িয়া কেন বাছা ডুবিয়া মরিবি?"

তখনও কেনান বাপের কথা গ্রাহ্য করিল না। সে কহিল, "আমি এখনই ঐ পাহাড়ের চূড়ায় গিয়া উঠিতেছি, তাহা হইলে বন্যায় আমার কিছুই করিতে পারিবে না।" হজরত দুঃখ করিয়া কহিলেন, "হায় বৎস! আল্লাহ্ যাহার প্রতি দয়া না করিবেন, সে কি আজ এই তুফান হইতে রক্ষা পাইবে?"

দেখিতে দেখিতে পর্ব্বত প্রমাণ এক ভয়ঙ্কর ঢেউ উঠিয়া আসিল; এবং যখন সে ঢেউ সরিয়া গেল, তখন হতভাগ্য কেনানকে আর দেখা গেল না!

তখন হজরত পুত্রশোকে কাতর হইয়া আরজ করিলেন, "প্রভু আমার! তুমি ত অঙ্গীকার করিয়াছিলে, আমার পরিবারের সকলকে বাঁচাইবে!" আল্লাহ্-তা'লা কহিলেন, "হে নূহ্, যে বিপথগামী ও অবাধ্য, সে ত পুত্র বলিয়া গ্রাহ্য নহে।" হজরত এই বাণী শুনিয়া অনুতপ্ত হইলেন; এবং পুনরায় আরজ করিলেন, "ইয়া আল্লাহ্! আমাকে মাফ কর; আমি পূর্ব্বে ইহা বুঝি নাই।"

চল্লিশ দিন পরে, আল্লাহ্-তা'লার হুকুমে, তুফান থামিয়া গেল; এবং বন্যার জল ক্রমে সরিয়া যাইতে লাগিল। অবশেষে হজরত নূহ 'আলায়-হেস্-সালামের জাহাজ খানি মাটিতে আসিয়া ঠেকিল। আল্লাহ্-তা'লার অঙ্গীকার পূর্ণ হইল; কাফেরেরা ভীষণ শাস্তি ভোগ করিল, কিন্তু ইমানদার ব্যক্তিগণ বাঁচিয়া গেলেন। পৃথিবী নিষ্পাপ হইল।

সে সকল জীবজন্তু, পশুপক্ষী প্রভৃতি, যাহারা হজরতের জাহাজে আশ্রয় লইয়াছিল, তাহাদের কি হইল? এখন আমরা পৃথিবীতে যে সকল প্রাণী দেখিতে পাই, সমস্তই সেই রক্ষিত প্রাণীগুলি হইতেই জন্মি-য়াছে; এবং এই সকল বৃক্ষলতা, তৃণগুল্ম প্রভৃতিও হজরতের রক্ষিত বীজসমূহ হইতেই উৎপন্ন হইয়াছে।

আর বর্ত্তমান কালের মানুষ? হজরত নূহ্ 'আলায়হেস্-সালামের সহিত যে কয়জন মোমেন্ বাঁচিয়াছিলেন, সমস্ত পৃথিবীর লোক তাঁহাদেরই বংশধর।

৩

শদ্দাদের বেহেশ্‌ত

আরব-দেশের অন্তর্গত এরম্‌রাজ্যে কোন সময়ে শাদ্দাদ নামে এক ভারি জবরদস্ত বাদশাহ্ ছিলেন। সমস্ত দুনিয়ার উপর তাঁহার রাজত্ব ছিল। তাঁহার ধন দৌলত, দালান কোঠা, গাড়ী ঘোড়া, লোক লস্কর, এ-সকল যে কত ছিল, কেহ তাহার হিসাব দিতে পারে না। পৃথিবীতে এত বড় বাদশাহ্ আর কখনও হয় নাই।

শাদ্দাদের মনে এজন্য বড়ই অহঙ্কার ছিল। তিনি ভাবিতেন, তাঁহার মত ক্ষমতা আর কাহারও নাই। তাঁহার যাহা ইচ্ছা হয়, তিনি তাহাই করিতে পারেন। মনে এইরূপ ধারণা হওয়ায় ক্রমে আল্লাহ্-তা'লার উপরও আর তাঁহার বিশ্বাস রহিল না। তিনি ভাবিলেন, ক্ষমতায় তিনি আল্লাহ্-তা'লার সমান হইয়াছেন;—বরঞ্চ, তাঁহার ক্ষমতা যেন একটু বেশীই দাঁড়াইয়াছে!

অবশেষে একদিন আল্লাহ্-তা'লা শাদ্দাদের হেদাএতের জন্য হজরত হুদ 'আলায়হেস্-সালামকে পাঠাইলেন। হজরত তাঁহার নিকটে আসিয়া কহিতে লাগিলেন, "দেখুন, বাদশাহ্! আল্লাহ্-তা'লা আপনাকে কত বড় করিয়াছেন, কত ক্ষমতা দিয়াছেন, কত ধন-দৌলত, দাস-দাসী, দালান-ইমারত দিয়া আপনাকে সুখী করিয়াছেন। সেই দয়াময় আল্লাহ্-তা'লার উপর ঈমান রাখিয়া, তাঁহার হুকুম তামিল করা এবং সর্ব্বদা শোকর-গোজার হওয়া আপনার একান্ত কর্ত্তব্য। তাহা হইলে

আপনি তাঁহার প্রিয়পাত্র হইতে পারিবেন; এবং তিনি ইহকালে এই পৃথিবীতে আপনাকে যেমন সুখে রাখিয়াছেন, পরকালে বেহেশ্‌তেও তেমনি, বরং তাহা অপেক্ষা অনেক বেশী সুখে ও শান্তিতে রাখিবেন।"

ইহা শুনিয়া শাদ্দাদ কহিলেন, "বটে? পরকালে বেহেশ্‌তে স্থান পাইব? তা, তোমার আল্লাহ্‌-তা'লার বেহেশ্‌ত অপেক্ষা অনেক ভাল বেহেশ্‌ত আমি এইখানেই তৈয়ার করাইব, এবং তাহাতে চিরদিন আরামে থাকিব। তোমাদের সে বেহেশ্‌ত আমি চাই না।"

বেহেশ্‌ত নির্ম্মাণ করিতে হইবে! সে কি সহজ ব্যাপার? বড় বড় ইঞ্জিনিয়ার চাই, শত শত সুতার মিস্ত্রী চাই, হাজার হাজার রাজমিস্ত্রী চাই, লক্ষ লক্ষ কুলি মজুর চাই। তাহার উপর চাই কোটি কোটি গাড়ী বোঝাই মাল-মস্‌লা!

শাদ্দাদের হুকুমে উত্তর, দক্ষিণ, পূর্ব্ব, পশ্চিম, সকল দিকেই দলে দলে লোক ছুটিল। পৃথিবীর যেখানে যত হীরা-মুক্তা, চুনি-পান্না, সোনা-রূপা, ইট-পাথর, লোহা-লক্কড়, থাম্বা-তক্তা, যাহা কিছু পাওয়া গেল, সমস্তই তাহারা গাড়ী ভরিয়া ভরিয়া আনিয়া ফেলিতে লাগিল। এরমের ময়দানে সমস্ত জমা হইয়া মস্ত এক পাহাড়ের মত উঁচা হইয়া উঠিল!

তাহার পর, পৃথিবীর মধ্যে যেখানে যত বড় বড় ইঞ্জিনিয়ার, রাজমিস্ত্রী, জহুরী আর কারিকর ছিল, সকলের তলব হইল। তাহারা এক এক জনে দশ দশ হাজার মজুর সঙ্গে লইয়া আসিয়া কাজে লাগিয়া গেল।

প্রথমে চল্লিশ গজ গভীর করিয়া মাটি খুঁড়িয়া ফেলা হইল। তাহার মধ্যে শ্বেত পাথরের বুনিয়াদ বসিল। সেই বুনিয়াদের উপর চাঁদির

ইটের দেওয়াল উঠিল। মধ্যে মধ্যে রঙ্গ-বিরঙ্গের জড়াও কাজ করা সোনার থাম সারি বাঁধিয়া দাঁড়াইয়া গেল। সকলের উপর নীলকান্ত-মণি দিয়া গাঁথা ছাদ উঠিল ; সে ছাদে আবার বড় বড় হীরার টুক্‌রা, নীল আকাশে সাদা নক্ষত্রের মত, জ্বল্ জ্বল্ করিতে লাগিল !

বাড়ীখানি যখন তৈয়ার হইয়া গেল, তখন কাহার সাধ্য তাহার দিকে তাকায় ? সূর্য্যের আলোকে অসংখ্য মণি-মাণিক্য কেবলই তক্ তক্ ঝক্ ঝক্ করিতেছে—যেন সমস্ত ঘর-খানির গায়ে শত শত সূর্য্য বাঁধা পড়িয়া গিয়াছে !

শুধু কি ঘরই হইল ? চারিদিকে রকম রকম গাছ বসান হইল ; তাহাদের গুঁড়ি কোনটা সোনার, কোনটা রূপার, কোনটা বা দুধের মত রঙ্গের শ্বেত পাথরের। তাহাদের ডাল লাল ইয়াকুতের, আর পাতা সবুজ জমরদের ; ফুলগুলি হইল শ্বেত গোলাপের মত বড় বড় হীরার, আর ফলগুলি হইল কমলালেবুর মত বড় বড় মুক্তার ! রাস্তার উপর খোআর বদলে ঝুড়ি ঝুড়ি চুণী পান্না ছড়াইয়া দিল। সর্ব্বশেষে গাড়ী গাড়ী মেশ্‌ক্ ও আম্বর্ বিছাইয়া সমস্ত মাটি ঢাকিয়া দিল !

এইরূপে শাদ্দাদের বেহেশ্‌ত তৈয়ার হইয়া গেল। অবশেষে তিনি উহাতে বাস করিবার জন্য প্রস্তুত হইলেন। তখন যেখানে যত লোক লস্কর ছিল, সকলে আসিল। বাদশাহের দরবার হইতে সেই বেহেশ্‌তের দরজা পর্য্যন্ত মখ্‌মলের চাদর বিছানো হইল। দুধারে তুর্ক-সওয়ার খোলা তল্‌ওয়ার হাতে দাঁড়াইয়া গেল ; তাহাদের ঘোড়ার সাজ চাঁদির, পোষাক সোনার, আর তল্‌ওয়ারের মুঠি আস্ত হীরার ! তাহাদের মধ্য দিয়া শাদ্দাদ, এক তাজী ঘোড়ায় চড়িয়া, বেহেশ্‌তে চলিলেন।

বেহেশ্‌তের দরজার কাছে আসিয়াছেন, এমন সময়ে শাদ্দাদ দেখিতে পাইলেন, দরজার উপর একজন অচেনা লোক খাড়া হইয়া আছে। তিনি ভারি বিরক্ত হইয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, "কে রে তুই! আমার বেহেশ্‌তের দরজার উপর দাঁড়াইয়া আছিস, এত বড় আস্পর্দ্ধা তোর! তোকে এখনই শূলে চড়াইব।"

সে লোকটি কিন্তু স্বয়ং ফেরেশ্‌তা হজরত আজ্‌রাইল 'আলায়হেস্‌-সালাম—যিনি মানুষের আয়ু শেষ হইলে তাহার প্রাণ বাহির করিয়া লইয়া যান। শাদ্দাদ তাঁহাকে শূলের ভয় দেখাইলে, তিনি বিদ্রূপ করিয়া কহিলেন, "তা চড়াইতে হয়, পরে চড়াইও শূলে; আপাততঃ ত তোমার জান্‌টা কব্‌জ্‌ করিয়া লই!"

এই কথা শুনিয়া শাদ্দাদের প্রাণ চমকিয়া উঠিল! "তাইত! সত্যই কি আমার জান কব্‌জ্‌ করিতে আসিয়াছে নাকি?—এ-কি আজ্‌রাইল?" এইরূপ চিন্তা করিয়া তিনি কহিলেন, "আচ্ছা, একটুখানি বিলম্ব কর, আমি আমার বেহেশ্‌তটা একটি-বার দেখিয়া—"

হজরত আজ্‌রাইল 'আলায়হেস্‌-সালাম হুঙ্কার দিয়া কহিলেন, "কখনই নহে! বেহেশ্‌ত দেখিবার হুকুম নাই—দোজখে চল্‌।" এই বলিয়া তিনি তৎক্ষণাৎ শাদ্দাদের প্রাণ বাহির করিয়া লইয়া অদৃশ্য হইলেন! শাদ্দাদের এক পা তখন ঘোড়ার রেকাবের উপর, আর এক পা তাঁহার বেহেশ্‌তের দরজার চৌকাঠের উপর ছিল!

পর মুহূর্ত্তেই এরমের বেহেশ্‌ত যে কোথায় মিলাইয়া গেল, কেহই দেখিতে পাইল না। তথায় দিগন্তব্যাপী প্রান্তরের মধ্যে উদাস বায়ুর হা-হা-ধ্বনি ব্যতীত আর কিছুই রহিল না!

৪

ʼআদ ও সমূদ

পুরাকালে এরম্ অঞ্চলে 'আদ-বংশীয় লোকেরা বাস করিত। শাদ্দাদ ইহাদেরই বাদশাহ্ ছিলেন। ইহারা অসাধারণ দীর্ঘকায় ও ভয়ানক বলবান্ ছিল ; এজন্য বড় কাহাকেও গ্রাহ্য করিত না। 'আদেরা আল্লাহ্-তা'লার উপাসনা না করিয়া, কতকগুলি দেবমূর্ত্তির পূজা করিত। উহাদের কোন দেবতার পূজা করিত বৃষ্টির জন্য, কাহারও পূজা করিত ধন-মানের জন্য। কোনটিকে বিপদে পড়িলে, আবার কোনটিকে রোগে ধরিলে পূজা করিত। যখন যে-টির দরকার পড়িত, তখন সেই-টিরই পূজার ধূম লাগিয়া যাইত।

সেই 'আদজাতির মধ্যে সত্যধর্ম্ম প্রচার করিবার জন্য আল্লাহ্-তা'লা হজরত হূদ 'আলায়হেস্-সালামকে প্রেরণ করিয়াছিলেন। হজরত ইহাদিগকে অশেষ প্রকারে বুঝাইতে চেষ্টা করিলেন যে, আল্লাহ্-তা'লাকে ভুলিয়া নানাপ্রকার মূর্ত্তির পূজা করা গর্হিত কর্ম্ম। তিনি কহিতে লাগিলেন, "তোমাদিগকে ধর্ম্ম-শিক্ষা দিবার নিমিত্ত আল্লাহ্-তা'লা আমাকে পাঠাইয়াছেন। তোমরা মূর্ত্তিপূজা ছাড়িয়া, সেই আল্লাহ্-তা'লার উপাসনা অবলম্বন কর, যিনি তোমাদিগকে সৃষ্টি করিয়াছেন, এবং যিনি তোমাদের দেহে এত শক্তি দিয়াছেন।" কিন্তু 'আদেরা ত তাঁহার কথা মানিলই না, বরং মিথ্যাবাদী বলিয়া তাঁহাকে গালি দিল।

অবশেষে তিনি এই বলিয়া ভয় দেখাইলেন যে, যদি তাহারা তাঁহার উপদেশ অনুসারে না চলে, তাহা হইলে আল্লাহ্-তা'লা তাহাদিগকে কঠিন শাস্তি দিবেন। কিন্তু তাহারা অতিশয় বলবান ছিল; এবং সেই বলের গর্ব্বে আল্লাহ্-তা'লার শাস্তিকেও গ্রাহ্য করিল না!

তাহার পর, একদিন এমন এক প্রচণ্ড ঝড় আসিল যে, উহাদিগের ঘরবাড়ী সমস্ত ভাঙ্গিয়া চুরমার হইয়া গেল। সেই দীর্ঘকায়, বন্য মহিষের মত বলিষ্ঠ লোকগুলাকে পর্য্যন্ত ঝড়ে শূন্যে তুলিয়া এমন জোরে আছাড় মারিতে লাগিল যে, উহাদের ঘাড়গুলা সব মট্‌কাইয়া গেল! একটি প্রাণীও আর বাঁচিল না।

'আদেরা সমূলে বিনষ্ট হইয়া গেলে পর, সেই দেশে সমূদ বলিয়া আর এক জাতি আসিয়া বাস করিতে লাগিল। ইহাদিগের মধ্যে হজরত সালেহ্ 'আলায়হেস্-সালাম নবিরূপে প্রেরিত হইয়াছিলেন। এই পায়গাম্বর, আল্লাহ্-তা'লার আদেশে, পাহাড়ের ভিতর হইতে একটা উট বাহির করিয়া আনেন, এবং সকলকে সাবধান করিয়া কহেন, "আমার পায়গাম্বরীর চিহ্নস্বরূপ আল্লাহ্-তা'লা তোমাদিগকে এই উটটি দান করিয়াছেন। তোমরা যত্নের সহিত ইহাকে পালন কর। দেখিও, ইহার যেন কোন অনিষ্ট না হয়; হইলে কিন্তু তোমরা ভীষণ শাস্তি ভোগ করিবে।

"আর মনে রাখিও, 'আদজাতির বিনাশের পর আল্লাহ্-তা'লা তোমাদিগকে এই পৃথিবীর সুখ-শান্তির অধিকারী করিয়াছেন। গ্রীষ্মে তোমরা মাটির উপর সুন্দর সুন্দর গৃহ নির্ম্মাণ করিয়া বাস করিতেছ, এবং শীতে পাহাড়-কাটা কুঠরীতে আশ্রয় পাইতেছ। মনে রাখিও এ

সমস্ত দয়াময় আল্লাহ্-তা'লারই দান। সর্ব্বদা তাঁহাকে স্মরণ করিও এবং তাঁহার নিকট কৃতজ্ঞ থাকিও।"

হজরত সালেহ্ 'আলায়হেস্-সালামের এইরূপ উপদেশ শুনিয়া অনেকেই ধর্ম্মে অটল রহিল। কিন্তু যাহারা ধনী ও ক্ষমতাপন্ন লোক ছিল, তাহাদের মধ্যে কেহ কেহ অহঙ্কারে মত্ত হইয়া, আল্লাহ্-তা'লাকে অস্বীকার করিয়া বসিল।

সেই সকল কাফেরেরা মিলিয়া পরামর্শ করিল যে হজরতের উটটিকে মারিয়া খাইবে। কেহ কেহ ভয় পাইয়া কহিল, "না ভাই, কাজ নাই; কিজানি, পাছে আমাদেরও 'আদ-দিগের দশা ঘটে!" যাহারা একটু কঠোর প্রকৃতির লোক ছিল, তাহারা কহিল, "'আদেরা থাকিত কুঁড়ে ঘরে, তাই ঝড়ে উড়াইয়া লইয়া গিয়াছিল। আমাদের এ দালান কোঠা, আর পাহাড় কাটা ঘর; ঝড়ে এ সকলের কি করিবে?"

তাহার পর একদিন কয়েকজন মিলিয়া সত্যই উটটাকে মারিয়া খাইয়া ফেলিল। কিন্তু কই, হজরত সালেহ্ 'আলায়হেস্-সালাম যে শাস্তির কথা বলিয়াছিলেন, তাহার কোনই লক্ষণ ত দেখা গেল না! তখন উহারা পায়গাম্বর সাহেবকে ডাকিয়া কহিল, "তোমার খোদার উট ত' আমরা খাইয়া ফেলিলাম; এখন যদি তুমি সত্য সত্যই পায়গাম্বর হও, তবে দেও দেখি, কি শাস্তি দেওয়াইতে পার?

তখন সমস্ত জল, স্থল ও আকাশ কাঁপাইয়া এমন ভীষণ বজ্রপাত ও ভয়ঙ্কর ভূমিকম্প আরম্ভ হইল যে সৃষ্টি রসাতলে যাইবার উপক্রম হইল। পরদিন দেখা গেল, সেই বিশ্বাসবিহীন সমূদগণের একজনও আর বাঁচিয়া নাই!

৫

হজরত ইব্‌রাহীম

'আলায়হেস্‌-সালাম

বাবেল সহরে নম্‌রূদ নামে এক বাদশাহ্‌ ছিলেন। শাদ্দাদের মতই তাঁহার বিশাল রাজ্য, অতুল ধনসম্পত্তি ও প্রভূত ক্ষমতা ছিল। তিনিও শাদ্দাদের মত, অহঙ্কারে স্ফীত হইয়া, খোদাকে ভুলিয়া গিয়াছিলেন। এমন কি, ক্রমে যখন তাঁহার ক্ষমতা বাড়িয়া চলিল, তখন তিনি নিজেকে ঈশ্বর বলিয়া প্রচার করিয়া বসিলেন!

এ কার্য্যে অবশ্য শয়তান তাঁহার সহায় হইয়াছিল। সে লোককে পরামর্শ দিল, "এত বড় বাদশাহ্‌, যিনি দুনিয়াতে স্বয়ং ঈশ্বর, তাঁহার পূজা করা সকলের উচিত। তোমরা বাদশাহের মূর্ত্তি গড়িয়া ঘরে ঘরে তাঁহার পূজা আরম্ভ কর।" লোকগুলাও এমন নীরেট মূর্খ ছিল যে, তাহারা সত্যসত্যই নম্‌রূদের পূজা করিতে লাগিল।

সময়ে অসময়ে শয়তান বাদশাহ্‌কেও নানাবিষয়ে পরামর্শ দিত। খোদ শয়তান যে বাদশাহের উজির, তাঁহার রাজ্যের অবস্থা যে কি ছিল, তাহা তোমরাই ভাবিয়া দেখ!

একদিন নম্‌রূদ আমির-ওম্‌রাহ্‌গণের সহিত দরবারে বসিয়া আছেন, এমন সময় গণকেরা আসিয়া বড় এক দুঃসংবাদ দিল। তাহারা কহিল, "আকাশে এক নূতন তারা উঠিয়াছে, তাহার লক্ষণ বড়ই খারাপ। এই

তারাটিতে বাদশাহের এক ভয়ানক অমঙ্গল ঘটাইবে বলিয়া বোধ হইতেছে।”

পারিষদেরা ভীত ও ব্যস্ত হইয়া জিজ্ঞাসা করিল—“সে কি কথা ? আমাদের বাদশাহ্, যিনি স্বয়ং ঈশ্বর, তাঁহার আবার অমঙ্গল হইবে কেমন করিয়া ?” গণকেরা কহিল, “আমরা গণিয়া দেখিয়াছি, আমাদের বাদশাহের এক ঘোর শত্রু জন্মিবে, এই তারাটি তাহারই পূর্ব্বলক্ষণ।”

শুনিয়া নমৃরূদ তখনই হুকুম করিলেন, “আজ হইতে যেখানে যাহার সন্তান জন্মিবে, সমস্ত মারিয়া ফেলা হউক।”

এই ভীষণ নিষ্ঠুর আদেশ প্রচার হইবামাত্র দেশময় হাহাকার উঠিল। যে সকল মায়ের গর্ভে সন্তান ছিল, তাহারা চোখের জলে বুক ভাসাইতে লাগিল! কিন্তু বাদশাহের হুকুম রদ হইবার যো নাই। তাঁহার চরেরা, শিশুগুলি জন্মিবামাত্র, মারিয়া ফেলিতে লাগিল।

কিন্তু আল্লাহ্-তা'লার ইচ্ছা কি উপায়ে, কোন্ দিক্ হইতে পূর্ণ হইয়া যায়, তাহা কি আগে কেহ বলিতে পারে ?

সেই দেশে আজর নামে এক কুম্ভকার ছিল, সে লোকের পূজার জন্য মূর্ত্তি গড়িত। সেই কুম্ভকারের ঘরে একদিন এক পুত্র জন্মিল। প্রসূতি সভয়ে ভাবিতে লাগিল, “এখন কি করি, বাছাকে আমার কোথায় লুকাইয়া রাখি ?”

ভাবিতে ভাবিতে সে অস্থির হইয়া উঠিল। কত লোকে কত রকমে ছেলে লুকাইয়াছে, কিন্তু বাদশাহের চরেরা খুঁজিয়া বাহির করিয়াছে এবং মারিয়া ফেলিয়াছে। লুকাইয়া ত ফল নাই! কিন্তু মায়ের প্রাণ, ছেলেকে কি সহজে মরণের মুখে তুলিয়া দিতে পারে ?

আজরের স্ত্রী ভাবিল, "লুকাইয়া ত রাখি, যদি কোনরূপে বাছা আমার বাঁচিয়া যায়!" এই আশায় বুক বাঁধিয়া সে এক মাঠের মধ্যে গর্ত্তের ভিতর ছেলেটিকে লুকাইয়া রাখিল।

এই ছেলেই নম্‌রূদের শত্রু। ইনিই পায়গাম্বর হজরত ইব্‌রাহীম 'আলায়হেস্‌-সালাম।

নম্‌রূদের শত্রু নম্‌রূদের ঘরের দুয়ারেই জন্মিল, আল্লাহ্‌-তা'লার এমনই বিচিত্র কৌশল! এই শিশুটির কথা কেহ জানিল না, কেহ শুনিল না। গোপনেই শিশুর লালন পালন চলিতে লাগিল। সেই গর্ত্তের ভিতর বৎসরের পর বৎসর কাটিয়া গেল, নম্‌রূদের চরেরা বিন্দু বিসর্গও সন্ধান পাইল না।

হজরত ইব্‌রাহীম 'আলায়হেস্‌-সালাম যখন সাত বৎসরের, তখন একদিন হঠাৎ তিনি গর্ত্তের বাহিরে আসিয়া পড়িলেন। আসিয়াই, এই বিচিত্র পৃথিবীর বিচিত্র দৃশ্য দেখিয়া তিনি মুগ্ধ হইয়া গেলেন!

"এত আলো, এত রূপ, এত গন্ধ,—কোথা হইতে আসিল? এ সকল কে সৃজন করিলেন?"

রাত্রি হইল; অন্ধকারে দশদিক্ ডুবিয়া গেল। হজরত আকাশে একটি উজ্জ্বল নক্ষত্র দেখিতে পাইলেন। "এই বুঝি সেই সৃষ্টিকর্ত্তা আল্লাহ্‌!" কিন্তু রাত্রিশেষে নক্ষত্রটি ডুবিয়া গেল। "না! যে অস্ত যায়, সে কেন আল্লাহ্‌ হইবে?"

চাঁদ উঠিল। "এই কি আল্লাহ্‌?" সূর্য্য উঠিল। "কি শুভ্র, সতেজ, উজ্জ্বল আলোকময়! এ-ই বুঝি আল্লাহ্‌ হইবে!" কিন্তু কই, সবই যে ডুবিয়া যায়!

অধীর হইয়া বালক মোনাজাত করিলেন, "হে আমার প্রভু আল্লাহ্-তা'লা, তুমি কোথায়! তুমিই তোমাকে চিনাইয়া দাও, নহিলে অবোধ আমি যে পথ হারাইব, প্রভু!"

তখন আল্লাহ্-তা'লার কুদ্‌রতেই তিনি আল্লাহ্-তা'লাকে চিনিতে পারিলেন। তাঁহার চিত্ত প্রফুল্ল হইল; সাত বৎসরের বালক একাগ্র-মনে সেই বিশ্বপতি আল্লাহ্-তা'লার এবাদতে নিযুক্ত হইলেন!

সে সময়ে বাবেলের লোকেরা আল্লাহ্-তা'লাকে চিনিত না, কেবল মূর্ত্তি-পূজাই করিত। এই সকল দেখিয়া শুনিয়া হজরত ইব্‌রাহীম 'আলায়হেস্-সালামের চিত্ত বড়ই ব্যথিত হইল। তিনি দুই এক জনকে বুঝাইতে চেষ্টা করিলেন যে, প্রকৃত উপাসনার পাত্র সেই বিশ্বনিয়ন্তা আলাহ্-তা'লা। তাহারা হজরতের কথা ত কাণে তুলিলই না, বরং ছেলে-মানুষকে মুরব্বি-আনা করিতে দেখিয়া ভয়ানক বিরক্ত হইল, এবং তাঁহার বাপের কাছে বলিয়া দিল।

হজরতের পিতা তাঁহাকে ডাকিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, "তুমি নাকি আমাদের দেবতাদের নিন্দা করিয়াছ?" হজরত উত্তর দিলেন, "বাবাজান, আপনারা কেন এই সকল মূর্ত্তির পূজা করেন? ইহারা না কাণে শুনে, না কথা বলিতে পারে, না ইহাদের কোন ক্ষমতা আছে! বাবাজান! আল্লাহ্-তা'লা আমাকে নূতন জ্ঞান দিয়াছেন, আমি তাঁহাকে চিনিয়াছি। আপনারা আমার এই সত্য পথ অবলম্বন করুন, নতুবা আপনারা কঠিন শাস্তির ভাগী হইবেন।"

পিতা রুক্ষস্বরে কহিলেন, "বলিস্ কি! দেবতাগণকে ত্যাগ করিব? ফের যদি এ সকল কথা মুখে আনিস্ তবে নিশ্চয়ই আমার হাতে তুই মা'র খাইবি।"

কিন্তু হজরত কিছুতেই নিরস্ত হইলেন না। অগত্যা বাদশাহের ভয়ে তাঁহার পিতা তাঁহাকে গৃহ হইতে বহিষ্কৃত করিয়া দিলেন।

অবশেষে একদিন কোন উৎসব উপলক্ষে যখন সকলে ময়দানে চলিয়া গিয়াছে, তখন হজরত ইব্‌রাহীম 'আলায়হেস্-সালাম এক কুঠার লইয়া মন্দিরে প্রবেশ করিলেন এবং মূর্ত্তিগুলি সব ভাঙ্গিতে লাগিলেন। কিন্তু আর সবগুলি ভাঙ্গিয়া, সর্ব্বাপেক্ষা যেটি বড়, তাহারই স্কন্ধে কুঠারখানি ঝুলাইয়া রাখিলেন।

উৎসব হইতে ফিরিয়া আসিয়া যখন সকলে তাহাদের দেবমূর্ত্তিগুলির দুর্দ্দশা দেখিল, তখন তাহারা ভয়ানক ক্ষেপিয়া গেল। একজন বলিল, "এ নিশ্চয়ই ইব্‌রাহীমের কাজ। সে এক দিন আমাদের দেবতাগণের নিন্দা করিয়াছিল।"

তখন সকলে হজরতকে গিয়া ধরিল, এবং ধম্‌কাইয়া জিজ্ঞাসা করিল, "কে এই সকল মূর্ত্তি ভাঙ্গিয়াছে, বল্।"

হজরত কহিলেন, "ওই যে বড় মূর্ত্তিটার ঘাড়ে কুড়াল ঝুলিতেছে, ঐটাকে জিজ্ঞাসা কর না।"

"ও কি কথা বলিতে পারে, যে ওকে জিজ্ঞাসা করিব?"

"তোমাদের কথার জবাবই যদি না দিতে পারিল, তবে এমন মাটির পুতুলকে তোমরা পূজা কর কেন? যিনি এই জগতের সৃষ্টিকর্ত্তা, যিনি আস্‌মান-জমীনের মালিক, যিনি দীন-দুনিয়ার শরণ, সেই সর্ব্বশক্তিমান আল্লাহ্-তা'লাকে চেন না কেন?"

এ কথার কোন উত্তর দিতে না পারিয়া উহারা হজরতকে ধরিয়া বাদশাহের নিকট লইয়া গেল। বাদশাহ্ জিজ্ঞাসা করিলেন, "কি হে

ছোক্‌রা, তুমি নাকি এক নূতন খোদা বাহির করিয়াছ ? কে তোমার খোদা ?”

কেহ কেহ হজরতকে বাদশাহের রোষ হইতে বাঁচাইবার মানসে তাঁহার কানে কানে কহিল, “বল, বাদশাহ্‌ নমৃরূদই আমার ঈশ্বর—আর কোন ঈশ্বর নাই।” কিন্তু হজরত দৃঢ় স্বরে কহিলেন, “যিনি এই দুনিয়া-জাহানের স্রষ্টা, যিনি জীবের সৃজন-পালনের নিয়ন্তা ও জীবন-মরণের প্রভু, সেই অনাদি, অনন্ত, সর্ব্বশক্তিমান, করুণাময় আল্লাহ্‌-তা’লাই আমার আল্লাহ্‌-তা’লা !”

নমৃরূদ কহিলেন, “আমি বাদশাহ্‌, আমি যাহাকে ইচ্ছা মারি, যাহাকে ইচ্ছা রাখি ; তবে আমি তোমার আল্লাহ্‌-তা’লা অপেক্ষা কম হইলাম কিসে ?”

হজরত ইব্‌রাহীম ’আলায়হেস্‌-সালাম তৎক্ষণাৎ উত্তর করিলেন, “আমার আল্লাহ্‌ পূর্ব্বদিকে সূর্য্য উদয় করেন ; যদি আপনার ক্ষমতা থাকে, তবে সূর্য্য পশ্চিম দিকে উদয় করুন, দেখিয়া যাই।”

একটা কচি ছেলে আসিয়া এমনই উত্তর করিল যে, তাহার জবাব দিবার আর কাহারও সাধ্য রহিল না ! বাদশাহ্‌ ভয়ানক রাগিয়া গেলেন, এবং হুকুম করিলেন, “এই বেতরো ছেলেটাকে এখনই আগুনের কুণ্ড করিয়া পোড়াইয়া মার।”

বাদশাহের রক্ষিগণ আসিয়া তদ্দণ্ডেই হজরতকে বন্দী করিয়া লইয়া গেল।

সহরের বাহিরে, এক বিস্তীর্ণ ময়দানে, বৃহৎ অগ্নিকুণ্ড প্রজ্জ্বলিত হইল। আজ হজরত ইব্‌রাহীম ’আলায়হেস্‌-সালামের প্রাণদণ্ড হইবে। সহর ভাঙ্গিয়া লোকে তামাসা দেখিতে আসিল।

যথাসময়ে হজরত অগ্নিকুণ্ডে নিক্ষিপ্ত হইলেন। বিস্ময়-বিস্ফারিত-নেত্রে সমবেত দর্শকেরা দেখিতে লাগিল, হজরতকে যেন সে আগুনে স্পর্শই করিল না! অগ্নিস্ফুলিঙ্গগুলি, আল্লাহ্‌-তা'লার অপূর্ব্ব কৌশলে, কুসুমস্তবকে পরিণত হইল! হজরত অক্ষত দেহে ফুলের রাশির মধ্যে, এক দিব্য সিংহাসনে বিরাজ করিতে লাগিলেন। সেই অগ্নিকুণ্ডের মধ্যে তাঁহার দেহ-কান্তি এরূপ উজ্জ্বল হইয়া উঠিল যে, যে দেখিতে লাগিল, তাহারই চক্ষু ঝল্‌সিয়া গেল।

বাদ্‌শাহের নিকট এই আশ্চর্য্য ব্যাপারের সংবাদ গেল। তিনি দেখিতে আসিলেন। দেখিয়া বুঝি তাঁহার মন একটু নরম হইল! সত্যই কি ইব্‌রাহীমের খোদা এই দুনিয়া-জাহানের মালিক? এ কি তাঁহারই অসীম ক্ষমতার নিদর্শন? তাঁহার কল্যাণে আগুণও কি পানি হইয়া গেল?

নম্‌রূদের একবার ইচ্ছা হইল যে, তওবা করিয়া আল্লাহ্‌-তা'লার প্রতি ঈমান আনেন। আবার পরক্ষণেই তাঁহার মনে হইল, "আমার প্রজারা আমাকেই ঈশ্বর বলিয়া জানে; এখন আমি যদি আর এক ঈশ্বর কবুল করিয়া বসি, তবে তাহারা ত আর আমাকে তেমন ভক্তি করিবে না!" এই ভাবিয়া তিনি আল্লাহ্‌-তা'লার তরফ হইতে জোর করিয়া তাঁহার মন ফিরাইয়া আনিলেন।

হজরত ইব্‌রাহীম 'আলায়হেস্‌-সালাম চল্লিশ দিন সেই অগ্নিকুণ্ডের মধ্যে ছিলেন। তাঁহার প্রতি আল্লাহ্‌-তা'লার অসীম কৃপা দেখিয়া অনেকেই নম্‌রূদ-পরস্তি ছাড়িয়া দিল, এবং আল্লাহ্‌-তা'লার প্রতি ঈমান আনিল। পরে তিনি মোমেন্‌গণকে সঙ্গে লইয়া শাম দেশের দিকে চলিয়া গেলেন।

নমরূদের শাস্তি

নমরূদের রাজ্য হইতে বাহির হইয়া হজরত ইব্‌রাহীম 'আলায়হেস্‌-সালাম নানাদেশে ভ্রমণ করিয়া বেড়াইলেন এবং আল্লাহ্‌-তা'লার নাম শুনাইয়া লোককে ধর্ম্মপথে আনিতে লাগিলেন। কেহবা তাঁহার ধর্ম্মকথায় মুগ্ধ হইয়া আল্লাহ্‌-তা'লার প্রতি ঈমান আনিল, আবার কেহ-বা তাঁহার কথায় অবিশ্বাস করিয়া ফিরিয়া যাইতে লাগিল। এইরূপে দেশে দেশে ধর্ম্মপ্রচার করিয়া, অবশেষে তিনি শামদেশের অন্তর্গত ফালাস্তিন বা প্যালেষ্টাইন নামক স্থানে আসিয়া বাস করিতে লাগিলেন।

এদিকে বাদশাহ্‌ নমরূদ, খোদায়ীর দাবী করিয়া, ক্রমে অত্যন্ত বাড়াবাড়ি আরম্ভ করিয়া দিলেন। তাঁহার ক্ষমতা অসীম, ইহাই দেখাইবার জন্য তিনি যাহাকে ইচ্ছা রাখেন, যাহাকে ইচ্ছা মারেন! এইরূপে প্রজাদের উপর ভারি অত্যাচার আরম্ভ হইল।

কিন্তু এ পাপ আল্লাহ্‌-তা'লা আর কতকাল সহিবেন? অবশেষে, নমরূদকে ধর্ম্মপথে আনিবার জন্য তিনি হজরত ইব্‌রাহীম 'আলায়হেস্‌-সালামের প্রতি আদেশ দিলেন।

হজরত ইব্‌রাহীম 'আলায়হেস্‌-সালাম পুনরায় বাবেল সহরে আসিয়া হাজির হইলেন, এবং বাদশাহের দরবারে গিয়া ধর্ম্মপ্রচার আরম্ভ

করিলেন। কিন্তু পুনঃ পুনঃ আল্লাহ্-তা'লার নাম শুনিয়া নম্‌রূদের আর সহ্য হইল না; তিনি রাগিয়া কহিলেন, "কেবল আল্লাহ্, আল্লাহ্, করিতেছে, তোমার আল্লাহ্‌কে আমি চাই না। আমি তোমার আল্লাহ্‌কে মারিতে পারি। ডাক তাকে, দেখি তার শক্তি বেশী কি আমার শক্তি বেশী।"

হজরত বিনয় সহকারে কহিলেন, "আমার আল্লাহ্ সকলকে সৃষ্টি করিয়াছেন। তিনি সকলের মালিক, আপনারও মালিক। তিনি কি কাহারও সহিত লড়িতে আসেন?"

"তিনি কাহারও সহিত লড়িতে আসেন না, বটে? আসিলে বুঝি তাঁর মান থাকে না? আচ্ছা, না হয়, আমিই গিয়া তাঁর সঙ্গে লড়িয়া আসিব। তাঁহার রাজ্যও কাড়িয়া আনিব।"

এই কথা শুনিয়া হজরত একটু শ্লেষের সহিত কহিলেন, "হায়, হায়, মহারাজ, কার রাজ্য কে কাড়ে! আপনার কথাতে হাসিও পায়, দুঃখও ধরে। আচ্ছা, আপনি যে আল্লাহ্-তা'লার সঙ্গে লড়িতে চাহিতেছেন, তাঁহার নিকট যাইবেন কি করিয়া?"

নম্‌রূদ কহিলেন, "সে ভাবনা তোমার ভাবিতে হইবে না। যখন আল্লাহ্ আমার হাতে মারা পড়ে, তখন দেখিয়া লইও।"

নম্‌রূদ নির্জ্জনে বসিয়া ভাবিতে লাগিলেন, আকাশে উঠা যায় কি করিয়া। এ ভাবনার সহায় শ্রীমান্ শয়তান ভিন্ন আর কে হইবে? সে ঠিক-মত আসিয়া হাজির হইল, এবং তাঁহাকে সান্ত্বনা দিয়া কহিল, "এজন্য এত ভাবনা কিসের? আপনি খুব বড় দেখিয়া দুই জোড়া মহাশকুন আনিয়া পালুন। উহাদিগকে কিছুদিন বেশী করিয়া খাইতে দিবেন, তাহা

হইলে উহাদের গায়ে বেশ জোর হইবে। তাহার পর খুব হাল্‌কা একটা সিংহাসন প্রস্তুত করিয়া, উহার চারিকোণে চারিটাকে বাঁধিয়া দিবেন। আকাশে উঠিবার কয়েকদিন আগে হইতে উহাদিগকে উপবাসী রাখিবেন। ক্ষুধায় যখন উহারা অস্থির হইবে, তখন তখ্‌তে বসিয়া মাথার উপর কয়েক টুক্‌রা মাংস লট্‌কাইয়া দিবেন, তাহা হইলে ঐ মাংসের লোভে উহারা প্রবলবেগে উপরের দিকে উঠিতে থাকিবে। আর নামিবার সময় মাংসগুলি নীচে ঝুলাইয়া দিবেন, তাহা হইলে মাংস ধরিবার জন্য উহারা নীচে নামিতে থাকিবে।"

শয়তানের কি কুবুদ্ধি! সে কি আর জানে না, যে আকাশে উঠিলেই আল্লাহ্‌-তা'লার নিকটে যাওয়া যায় না? তাহার প্রকৃত উদ্দেশ্য, নম্‌রূদকে আল্লাহ্‌-তা'লার বিরোধী করিয়া তাঁহারই সর্ব্বনাশ করা। সে ত' সর্ব্বদা মানুষের অনিষ্ট করিবার চেষ্টাতেই আছে। সুবিধা পাইলে আর ছাড়ে না!

এদিকে নম্‌রূদ শয়তানের পরামর্শ মত মহাশকুনের তখ্‌তে চড়িয়া একদিন আকাশে উঠিয়া পড়িলেন। তিনি মনে করিয়াছিলেন যে, আকাশের শেষ প্রান্তে পৌঁছিতে পারিলে আল্লাহ্‌-তা'লার সন্ধান পাইবেন। কিন্তু অসীম আকাশের প্রান্তই বা কোথায়, আর আল্লাহ্‌-তা'লাই বা কোথায়! কিছুদূর উঠিয়া, নম্‌রূদ আকাশের দিকে এক তীর ছুড়িয়া নামিয়া আসিলেন।

অতঃপর তিনি হজরত ইব্‌রাহীম 'আলায়হেস্‌-সালামকে ডাকিয়া কহিলেন, "ওহে ইব্‌রাহীম, আমি তোমার আল্লাহ্‌কে তীর মারিয়া আসিয়াছি। কই, সে ত আমার কিছুই করিতে সাহস পাইল না।"

হজরত জবাব দিলেন, "আমার প্রভু ওরূপে প্রতিশোধ লয়েন না। সময় পূর্ণ হইলে, তিনি কোন্ দিক্ হইতে কিরূপে পাপীর শাস্তিবিধান করেন তাহা কেহই বলিতে পারে না।"

নমরূদ বিদ্রূপ করিয়া কহিলেন, "বটে? আচ্ছা, সে সময় আমি আর পূর্ণ হইতে দিতেছি না; তাহার পূর্ব্বেই আমার সমস্ত সেনা সংগ্রহ করিয়া তোমার খোদাকে যুদ্ধে হারাইয়া দিতেছি, এবং তাহার রাজ্য কাড়িয়া লইতেছি।"

আল্লাহ্-তা'লার সহিত লড়িবার জন্য নমরূদ তাঁহার রাজ্যের যেখানে যত সৈন্য ছিল সমস্ত একত্র করিয়া এক বিশাল ময়দানে জমা করিলেন। তাহার পর হজরত ইবরাহীম 'আলায়হেস্-সালামকে কহিলেন, "আন তোমার খোদাকে ডাকিয়া; যদি তাহার সাহস থাকে, ক্ষমতা থাকে, তবে আসিয়া আমার সঙ্গে লড়ুক।"

হজরত কহিলেন, "তিনি আপনার সহিত লড়িতে আসিবেন না। কিন্তু, বাদশাহ্, নিশ্চয়ই তিনি আপনার কঠিন শাস্তির আয়োজন করিতেছেন।"

এই কথা শুনিয়া নমরূদের চাটুকারেরা হো হো করিয়া হাসিয়া উঠিল, এবং কহিল, "আমাদের বাদশাহ্ তোমার সেই খোদাটাকে শাস্তি দিবার জন্য সমস্ত ময়দান ভরিয়া যে আয়োজন করিয়া রাখিয়াছেন, তাহা কি চক্ষে দেখিতেছ না?"

এইরূপে সকলে হজরতের সহিত ঠাট্টা তামাসা করিতেছে, এমন সময় হঠাৎ সমস্ত আকাশ গাঢ় অন্ধকারে ঢাকিয়া গেল, এবং সঙ্গে সঙ্গে এক প্রচণ্ড শন্ শন্ শব্দ শুনা যাইতে লাগিল।

কিয়ৎক্ষণ পরেই দেখা গেল, সে আর কিছুই নহে, দিগন্তব্যাপী এক মশার ঝাঁক! দশদিক অন্ধকার করিয়া কেবল ঝাঁকে ঝাঁকে মশা আসিতেছে।

দেখিতে দেখিতে সেই মশার সমুদ্র নমৃরূদের সমস্ত সৈন্যদলকে যেন গ্রাস করিয়া ফেলিল। সহস্র সহস্র মশা এক একজন সৈন্যকে আক্রমণ করিল। মশার কামড়ের জ্বালায় ছট্ ফট্ করিতে করিতে কতক বা মরিয়া গেল, কতক বা পৃষ্ঠভঙ্গ দিল। মুহূর্ত্তমধ্যে যুদ্ধক্ষেত্র পরিষ্কার হইয়া গেল; একটি যোদ্ধাও আর অবশিষ্ট রহিল না!

আর নমৃরূদ? একটা মশা তাঁহার নাকের ভিতর প্রবেশ করিয়া মাথায় গিয়া উঠিয়াছিল। সেটা অনবরত তাঁহার মগজে কামড় বসাইতে আরম্ভ করিল। নমৃরূদ তাহাতে অস্থির হইয়া, পাগলের মত যেখানে সেখানে মাথা ঠুকিয়া বেড়াইতে লাগিলেন! মাথা যতক্ষণ ঠোকেন, মশাটি ততক্ষণ শান্ত থাকে। ঠোকা বন্ধ করিবামাত্র সে আবার কামড়াইতে আরম্ভ করে। অবশেষে নমৃরূদ এক চাকর রাখিলেন, সে দুই হাতে দুইটা কাঠের হাতুড়ি লইয়া, তাঁহার মাথায় দিবারাত্র ঠকাঠক্ ঠুকিতে লাগিল।

কিন্তু সে বেচারা আর কাহাঁতক ঠুকিবে? ঠুকিতে ঠুকিতে বিরক্ত হইয়া সে একদিন ঠাঁ করিয়া দিয়াছে এক ঘা, আর অমনি নমৃরূদের মাথাটা ফাটিয়া চৌচির!

মশাটি তৎক্ষণাৎ সেই ফাটল দিয়া পুন্ করিয়া উড়িয়া গেল।

মক্কা-সরীফ

হজরত ইব্‌রাহীম 'আলায়হেস্‌-সালামের দুই বিবি ছিলেন। প্রথম বিবি সারা 'আলায়হাস্‌-সালাম। বহুদিন পর্য্যন্ত ইঁহার কোন সন্তান না হওয়ায়, হজরত দ্বিতীয়বার দার-পরিগ্রহ করেন। দ্বিতীয় পত্নী ছিলেন বিবি হাজেরা 'আলায়হাস্‌-সালাম্‌।

বিবি হাজেরা 'আলায়হাস্‌-সালাম যেমন রূপবতী, তেমনি ধর্ম্মশীলা রমণী ছিলেন। তাঁহার গর্ভে হজরত ইস্‌মাঈল 'আলায়হেস্‌-সালাম জন্মগ্রহণ করেন। ইনিও পরে পিতার ন্যায় পায়গাম্বরী প্রাপ্ত হন।

সপত্নীর গর্ভে পুত্র জন্মিল, কিন্তু নিজে বন্ধ্যা রহিলেন, এজন্য বিবি সারা 'আলায়হাস্‌-সালামের মনে ঈর্ষা হইল। তাঁহাকে সর্ব্বদা বিমর্ষ থাকিতে দেখিয়া হজরত ইব্‌রাহীম 'আলায়হেস্‌-সালাম তাহার কারণ জিজ্ঞাসা করিলেন। তদুত্তরে বিবি কহিলেন, "আমার ইচ্ছা, আপনি আমার সপত্নীকে পুত্রসহ নির্ব্বাসনে রাখিয়া আসুন।"

শুনিয়া হজরত মনে বড়ই ব্যথা পাইলেন। এরূপ কঠিন কার্য্য কিরূপে করিবেন? ভাবিতে ভাবিতে তিনি প্রত্যাদেশ পাইলেন, "হে ইব্‌রাহীম, সারার যাহাতে মনস্তুষ্টি হয়, তাহাই কর।" আল্লাহ্‌-তা'লা কি উদ্দেশ্যে কাহা-দ্বারা কি কার্য্য করাইবেন, তাহা কে বুঝিবে?

অতঃপর হজরত ইবরাহীম 'আলায়হেস্-সালাম তাঁহার কনিষ্ঠা পত্নী বিবি হাজেরা 'আলায়হাস্-সালামকে পুত্রসহ এক বিজন স্থানে আনিয়া উপস্থিত করিলেন। বিবি জিজ্ঞাসা করিলেন, "আপনি আমাকে এই জনহীন মরুভূমির মধ্যে কেন আনিলেন ?" কিন্তু হজরত কোন উত্তর দিলেন না।

তাহার পর হজরত তাঁহাকে সেইস্থানে একেলা ফেলিয়া চলিয়া যাইতেছেন দেখিয়া, বিবি হাজেরা 'আলায়হাস্-সালাম পুনরায় জিজ্ঞাসা করিলেন, "আপনি কি আমাকে আল্লাহ্-তা'লার আদেশেই এখানে রাখিয়া যাইতেছেন ?" হজরত কেবল, "হাঁ ;" এইমাত্র বলিয়াই চলিয়া গেলেন। বিবি শিশু পুত্রটিকে কোলে লইয়া সেই স্থানে পড়িয়া রহিলেন !

সেই বিজন ও ভয়ানক মরুদেশে শিশুপুত্র কোলে লইয়া, বিবি হাজেরা 'আলায়হাস্-সালাম বসিয়া রহিলেন ; কিন্তু একটুও অধীরা বা ভীতা হইলেন না। তিনি প্রশান্ত মনে দুই হাত উঠাইয়া মোনাজাত করিলেন, "ইয়া আল্লাহ্ ! আমি এই জনহীন নির্ব্বাসনে, তোমারই আদেশে, তোমারই আশ্রয়ে, এই শিশু সন্তানটি লইয়া বাস করিতেছি।" দুঃখে পড়িয়াও সেই দয়াময় আল্লাহ্-তা'লার উপর তাঁহার বিশ্বাস শিথিল হয় নাই ; বরং তাঁহারই প্রতি তিনি সম্পূর্ণ নির্ভর করিয়া রহিলেন।

হজরত ইব্‌রাহীম 'আলায়হেস্-সালাম তাঁহাদের জন্য কিছু খোর্ম্মা ও জল রাখিয়া গিয়াছিলেন। ক্রমে যখন তাহা নিঃশেষ হইয়া আসিল, তখন ক্ষুধায় ও পিপাসায় উভয়েই কাতর হইয়া পড়িলেন। নিকটে সাফা ও মার্‌ওয়া নামক ছোট ছোট দুইটি পাহাড় ; কোথাও কিছু খাদ্য অথবা লোক জনের সন্ধান পাওয়া যায় কি না, দেখিবার জন্য, বিবি হাজেরা

'আলায়হাস্-সালাম একবার সাফা পাহাড়ে ও একবার মার্ওা পাহাড়ে গিয়া উঠিলেন। কিন্তু কোথাও কিছু দেখিতে না পাইয়া তিনি পাগলিনীর ন্যায় বারবার এ পাহাড়ে ও পাহাড়ে উঠানামা করিতে লাগিলেন।

অবশেষে কোথাও কিছু না পাইয়া, হতাশমনে পুত্রটির নিকট ফিরিয়া আসিলেন। আসিয়াই যাহা দেখিলেন, তাহাতে একেবারে আশ্চর্য্য হইয়া গেলেন, এবং বারবার সেই দয়াময় আল্লাহ্-তা'লার দরগায় শোকর করিতে লাগিলেন। শিশুটিকে যেখানে রাখিয়া গিয়াছিলেন, সেইখানে, অভাবনীয় উপায়ে, আল্লাহ্-তা'লার বিচিত্র কৌশলে, নির্ম্মল জলের এক অতি সুন্দর প্রস্রবণ উৎসারিত হইয়াছে ! শিশু ও জননী সেই প্রস্রবণের সুশীতল জল পান করিয়া পরম পরিতোষ লাভ করিলেন।

এই সময় একদল বিদেশীয় বণিক ঐ পথে যাইতে যাইতে দেখিতে পাইল যে, একটি সুন্দর প্রস্রবণের নিকটে এক অসামান্যা রূপবতী ললনা শিশুপুত্র ক্রোড়ে লইয়া বসিয়া আছেন। কয়েকদিন হইতে বণিকেরা জলাভাবে বড়ই কষ্ট পাইতেছিল ; এখন এই প্রস্রবণটি দেখিতে পাইয়া তাহারা বড়ই আনন্দিত হইল। তাহাদের এক ব্যক্তি আসিয়া বিবি হাজেরা 'আলায়হাস্-সালামকে পরিচয় জিজ্ঞাসা করিল। বিবি কহিলেন, "আমি এখানে পরম করুণাময় আল্লাহ্-তা'লারই আশ্রয়ে শিশু পুত্রসহ বাস করিতেছি। তিনিই দয়া করিয়া আমাদিগকে এই নির্ঝরটি দান করিয়াছেন।"

বণিকেরা বুঝিল, এ রমণী সামান্যা নহেন। তাহারা তাঁহার প্রতি শ্রদ্ধা প্রদর্শন করিল, এবং তাঁহার অনুমতি লইয়া সেই নির্ঝরের জলে তৃষ্ণা নিবারণ করিল।

ঝরণাটির জল যেমন নির্ম্মল ও সুরস, সেই স্থানের বায়ুও তেমনি স্বাস্থ্যকর ছিল। উহার চতুর্দ্দিকে মরুভূমি থাকিলেও, স্থানটি তৃণময় ছিল, সুতরাং উহা পশুচারণের উপযুক্ত দেখিয়া বণিক্‌দিগের পসন্দ হইয়া গেল। তাহারা বিবি হাজেরা 'আলায়হাস্‌-সালামের অনুমতি লইয়া তথায় বাসস্থাপন করিয়া ফেলিল। বিবি স্বয়ং সেই নির্ঝরের মালিক হইয়া রহিলেন।

এইরূপে আমাদিগের প্রধান তীর্থ পবিত্র মক্কা নগরের সূত্রপাত হইল। বিবি হাজেরা 'আলায়হাস্‌-সালামের সেই ঝরণাটিই পবিত্র জম্‌জম্‌। পূর্ব্বে উহার স্রোত বহিয়া যাইত; পরে চতুর্দ্দিকে পাথর দিয়া বাঁধিয়া দেওয়ায় উহা একটি কূপে পরিণত হইয়াছে।

সেই সাফা ও মারূওা পাহাড় দুটি অদ্যাপি বর্ত্তমান আছে। পবিত্র মক্কাশরীফে যাঁহারা হজ্‌ করিতে যান, তাঁহারা এই দুইটি পাহাড়ে সাতবার উঠা-নামা করিয়া, বিবি হাজেরা 'আলায়হাস-সালামের পবিত্র স্মৃতির সম্মান রক্ষা করিয়া থাকেন।

কোরবানি

একদা হজরত ইব্‌রাহীম 'আলায়হেস্‌-সালাম স্বপ্নে আল্লাহ্‌-তা'লার আদেশ পাইলেন, "কোরবানি কর।" তদনুসারে পরদিন প্রাতে তিনি একশত উট, আল্লাহ্‌তা'লার পবিত্র নামে, কোর্‌বানি করিয়া দিলেন। পুনরায় স্বপ্নে আদেশ হইল, "কোর্‌বানি কর।" দ্বিতীয় বার তিনি একশত উট কোর্‌বানি করিলেন।

কিন্তু তৃতীয়বারে তিনি স্বপ্নে আদেশ পাইলেন, "যাহা তোমার সর্ব্বাপেক্ষা প্রিয়, তাহাই কোরবানি কর।"

পৃথিবীতে কোন্‌ বস্তু সর্ব্বাপেক্ষা হজরতের প্রিয়? তিনি ভাবিতে লাগিলেন। হজরত ইস্‌মাঈল 'আলায়হেস্‌-সালাম তাঁহার একমাত্র পুত্র, তখন বার বৎসরের বালক মাত্র; তদপেক্ষা প্রিয়তর তাঁহার সংসারে আর কি আছে? আল্লাহ্‌-তা'লা বুঝি তাঁহাকেই কোরবানি করিতে ইঙ্গিত করিয়াছেন!

প্রিয়তম, প্রাণাধিক পুত্রকে স্বহস্তে জবেহ্‌ করিতে হইবে, এ কি সহজ কথা! কিন্তু আল্লাহ্‌-তা'লার আদেশ; তিনি মঙ্গলের জন্যই এরূপ আদেশ দিয়াছেন। হজরত ইবরাহীম 'আলায়হেস্‌-সালাম কিছু-মাত্র বিচলিত হইলেন না! ধীরচিত্তে প্রাণাপেক্ষা প্রিয়তর পুত্রকে আল্লাহ্‌-তা'লার পবিত্র নামে কোর্‌বানি করিবার জন্য প্রস্তুত হইলেন।

পুত্রের নিকট গিয়া হজরত কহিলেন, "প্রাণাধিক! আল্লাহ্-তা'লা আমার প্রতি আদেশ দিয়াছেন, তোমাকে কোরবানি করিতে। এখন তুমি কি বল?"

এই নিদারুণ কথা শুনিয়াও বালক কিছুমাত্র বিচলিত হইলেন না। তিনি তৎক্ষণাৎ শান্তকণ্ঠে উত্তর করিলেন, "বাবাজান, আপনি আল্লাহ্-তা'লার হুকুম পালন করুন। আল্লাহ্-তা'লার মর্জি হইলে আপনি দেখিতে পাইবেন, আমি কিরূপ ধৈর্য্যশীল।"

ক্ষুদ্র বালকের মুখে এরূপ কথা শুনিয়া এবং আল্লাহ্-তা'লার প্রতি তাঁহার গভীর বিশ্বাস ও ভক্তি দেখিয়া হজরত ইব্রাহীম 'আলায়হেস্-সালাম মুগ্ধ হইয়া গেলেন, এবং বার বার আল্লাহ্-তা'লাকে ধন্যবাদ দিতে লাগিলেন।

অতঃপর হজরত পুত্রকে সঙ্গে করিয়া এক পর্ব্বত গুহায় গিয়া উপস্থিত হইলেন, এবং তাঁহাকে মাটিতে শোয়াইয়া, কোর্বানি করিবার জন্য, আল্লাহ্-তা'লার নাম লইয়া ছুরি উঠাইলেন।

তৎক্ষণাৎ করুণাময় আল্লাহ্-তা'লার আদেশ শুনা গেল,—"হে ইব্রাহীম, ক্ষান্ত হও; তোমার স্বপ্ন পূর্ণ হইয়াছে!"

এই আকাশবাণী শুনিয়া হজরত ছুরি অবনত করিলেন; এবং চাহিয়া দেখিলেন যে, আল্লাহ্-তা'লার অসীম অনুগ্রহে, নিমিষের মধ্যে তাঁহার পুত্রের স্থানে এক দুম্বা আসিয়া উপস্থিত হইয়াছে! তিনি অবিলম্বে আল্লাহ্-তা'লার নামে সেই দুম্বা কোর্বানি করিলেন, এবং পুনঃ পুনঃ আল্লাহ্-তা'লাকে ধন্যবাদ দিতে লাগিলেন।

আজ সত্য সত্যই হজরত ইব্‌রাহীম 'আলায়হেস্‌-সালামের কঠিন ভক্তি-পরীক্ষা হইল; এবং আল্লাহ্‌-তা'লার অপার করুণায় তিনি অভাবনীয় পুরস্কারে পুরস্কৃত হইলেন।

হজরত ইব্‌রাহীম 'আলায়হেস্‌-সালামের এই মহা-পরীক্ষার কথা স্মরণ করিয়া, আমরা প্রতি বৎসর জেল্‌হজ্‌ মাসের ১০ই তারিখে, পবিত্র ঈদ-উজ্‌-জোহার দিবসে, দয়াময় আল্লাহ্‌-তা'লার নামে কোর্‌বানি করিয়া থাকি।

কা'বা-শরীফ

হজরত ইব্‌রাহীম 'আলায়হেস্‌-সালাম পৃথিবীতে একমাত্র অদ্বিতীয় আল্লাহ্‌-তা'লার উপাসনা প্রচলিত করেন। এই উপাসনা-পদ্ধতি লোকসমাজে চিরস্থায়ী করিবার জন্য তিনি এক উপাসনা-গৃহ নির্ম্মাণ করিয়াছিলেন। সেই অদ্বিতীয় আল্লাহ্‌-তা'লার উপাসনা করিবার জন্য ইহাই পৃথিবীর সর্ব্বপ্রথম গৃহ। এই গৃহই পবিত্র কা'বা-শরীফ।

হজরত ইব্‌রাহীম ও তাঁহার পুত্র হজরত ইস্‌মাঈল আলায়হেস্‌-সালাম একত্রে স্বহস্তে পবিত্র কা'বা-গৃহ নির্ম্মাণ করেন। ইহার ভিত্তি গাঁথিবার সময় হজরত ইব্‌রাহীম 'আলায়হেস্‌-সালাম মোনাজাত করিয়াছিলেন, "প্রভো! তুমি আমাদের এই গৃহ কবুল কর, এবং তোমার পবিত্র নামে ইহা জনসমাজে পবিত্র করিয়া রাখ। এ স্থান যেন চিরদিন নিরাপদ থাকে; এ স্থানে যেন কখনও রক্তপাত না হয়; কেহ যেন কাহারও প্রতি অত্যাচার না করে, প্রাণীহিংসা না করে; বৃক্ষলতা যেন কেহ না কাটে বা উপাড়িয়া না ফেলে, এবং তোমার কৃপায় যেন সেগুলি বার মাস ফলদান করে।"

আল্লাহ্‌-তা'লা তাঁহার এই মোনাজাত সম্পূর্ণরূপে কবুল করিয়াছিলেন। এই কা'বা-শরীফ আমাদের সর্ব্বপ্রধান তীর্থস্থান। ধার্ম্মিক মোস্‌লেমগণ যখন মক্কা-শরীফে হজ্‌ করিতে যান, তখন তাঁহারা এই পবিত্র প্রাচীন গৃহটী ভক্তির সহিত সাতবার প্রদক্ষিণ করিয়া থাকেন; এবং

হজরত ইব্‌রাহীম 'আলায়হেস্‌-সালাম যে পাথরখানির উপর দাঁড়াইয়া কা'বা-শরীফের প্রাচীর গাঁথিয়াছিলেন, তাহারই পশ্চাতে দাঁড়াইয়া নমাজ পড়িয়া থাকেন।

আল্লাহ্‌-তা'লা এইরূপে হজরত ইব্‌রাহীম 'আলায়হেস্‌-সালামের পবিত্র কীর্তির মর্য্যাদা পৃথিবীতে অক্ষুণ্ণ রাখিয়াছেন, এবং রোজ-কেয়ামত পর্য্যন্ত এইরূপেই অক্ষুণ্ণ রাখিবেন।

৬

হজরত ইউসুফ্

'আলায়হেস্-সালাম

বাল্যে

কেনান-দেশে হজরত ইয়াকুব 'আলায়হেস্-সালাম নামে এক নবি বাস করিতেন। তিনি হজরত ইব্রাহীম 'আলায়হেস্-সালামের বংশধর ছিলেন।

হজরত ইয়াকুব 'আলায়হেস্-সালামের দ্বাদশ পুত্র; তন্মধ্যে সর্ব্ব-কনিষ্ঠ হজরত ইউসুফ্ 'আলায়হেস্-সালাম নবি হইয়াছিলেন। ইঁহারা দুই সহোদর ছিলেন; অপরটির নাম ছিল বনিয়ামিন। অন্যান্য ভ্রাতৃগণ সকলেই ইঁহাদের বৈমাত্রেয়।

হজরত ইউসুফ্ 'আলায়হেস্ সালামের চেহারা এত সুন্দর ছিল যে, যে দেখিত, সে-ই মোহিত হইয়া যাইত। আল্লাহ্‌তা'লা তাঁহাকে যেমন স্বরূপ দিয়াছিলেন, মানুষকে আর কখনও তেমন দেন নাই। এমন রূপবান পুরুষ পৃথিবীতে আর কখনও জন্মে নাই, এবং জন্মিবেও না।

তাঁহার যেমন অসাধারণ রূপ ছিল, তেমনই অশেষ গুণও ছিল। স্বভাবের নম্রতাতেই বল, আর বুদ্ধি বিবেচনাতেই বল, তাঁহার সমান আর কেহই ছিল না। এই সকল কারণে পিতা তাঁহাকে সর্ব্বাপেক্ষা অধিক ভালবাসিতেন, এবং একদণ্ড না দেখিয়া থাকিতে পারিতেন না। ইহাতে তাঁহার জ্যেষ্ঠ বৈমাত্রেয় ভ্রাতৃগণের বড়ই হিংসা হইত।

একদিন হজরত ইউসুফ্ 'আলায়হেস্-সালাম পিতাকে কহিলেন, "বাবাজান, স্বপ্নে দেখিলাম, চন্দ্র, সূর্য্য এবং এগারটি নক্ষত্র আমাকে সেজ্‌দা করিতেছে!" শুনিয়া পিতা কহিলেন, "বৎস, সাবধান! এ স্বপ্নের কথা তোমার ভ্রাতাদিগকে বলিও না। জানিতে পারিলে হয়ত তাহারা

তোমার অনিষ্টের চেষ্টা করিবে। তোমার পূর্ব্ব-পুরুষগণকে আল্লাহ্-তা'লা যেমন পায়গাম্বরী দিয়াছেন, তোমাকেও তেমনি দিবেন। অধিকন্তু, তিনি তোমাকে লোকের স্বপ্নের অর্থ বুঝিবার ক্ষমতাও দিবেন।"

পুত্রের স্বপ্নদর্শনের পর হইতে হজরত ইয়াকুব 'আলায়হেস্-সালাম তাঁহাকে আরও অধিক ভালবাসিতে আরম্ভ করিলেন। ইহাতে তাঁহার অন্যান্য পুত্রেরা হিংসায় জ্বলিতে লাগিল। তাহারা পরস্পর বলাবলি করিতে লাগিল, "পিতা যে কেবল ইউসুফ্‌কেই ভালবাসেন, এ তাঁহার বড় অন্যায়। উহাকে কোন ছলে দূর করিতে না পারিলে আর আমাদিগের উপর তাঁহার স্নেহ দৃষ্টি পড়িবে না। হয় আমরা উহাকে মারিয়া ফেলি, না হয় কোনও দূর দেশে তাড়াইয়া দিয়া আসি। তাহা হইলে ভালবাসিবার আর কেহ থাকিবে না; তখন পিতা আমাদিগকেই ভালবাসিবেন।"

ইহুদা নামে উহাদের এক ভ্রাতা কহিল, "না ভাই; ইউসুফ্‌কে মারিয়া কাজ নাই। চল, একদিন উহাকে দূরে লইয়া গিয়া কোনও ইন্দারার মধ্যে ফেলিয়া দিয়া আসি। পরে যদি কেহ উহাকে তুলিয়া লইয়া যায়, আপদ যাইবে।"

এইরূপ পরামর্শ করিয়া সকলে পিতার সমক্ষে আসিয়া কহিল, "বাবাজান, আমাদের বড় সাধ, ইউসুফ্‌কে লইয়া একদিন মাঠে খেলিতে যাই। কিন্তু আপনি ত বিশ্বাস করিয়া উহাকে আমাদের সঙ্গে দেন না, কি করি! যদি একটি দিন ছাড়িয়া দেন, ত মনের সুখে ক'ভাই মিলিয়া মাঠে গিয়া খেলা করি। আমরা নিশ্চয়ই উহাকে খুব সাবধানে রাখিব।"

পিতা কহিলেন, "বৎসগণ! তোমরা উহাকে লইয়া গেলে আমার বড়ই কষ্ট হইবে। আর আমার ভয় হয়, তোমরা খেলায় মাতিয়া একটু অসাবধান হইলে পাছে বাছাকে আমার বাঘে খাইয়া ফেলে!"

পুত্রেরা কহিল, "আমরা ক'ভাই এক সঙ্গে থাকিব, আর আমাদের একটীকে বাঘেই লইয়া যাইবে! আমরা কি এতই দুর্ব্বল?" ইহার উপর পিতা আর কোন কথা কহিলেন না। উহারা হজরত ইউসুফ্ 'আলায়হেস্-সালামকে সঙ্গে লইয়া দূরে এক মাঠে চলিয়া গেল। কেবল বনিয়ামিন পিতার কাছে রহিল।

কিন্তু সেখানে গিয়া তাহারা হজরত ইউসুফ্ 'আলায়হেস্-সালামের সহিত কি খেলা খেলিল? দুষ্টেরা তাঁহাকে এক নির্জ্জন স্থানে লইয়া গিয়া গায়ের কাপড় খুলিয়া লইল, এবং এক ইন্দারার মধ্যে তাঁহাকে ফেলিয়া দিল!

সন্ধ্যার সময় দশভাই পিতার নিকট আসিয়া কাঁদিতে কাঁদিতে কহিল, "বাবাজান, সত্যই বলিতেছি, আমরা মাঠে গিয়া ছুটাছুটি খেলিতেছিলাম; ইউসুফ্ ছেলেমানুষ, সে বেশী দৌড়িতে পারে না বলিয়া একধারে দাঁড়াইয়াছিল, কোন্ সময়ে বাঘ আসিয়া তাহাকে খাইয়া গিয়াছে! বিশ্বাস না হয়, এই দেখুন—" বলিয়া তাহারা হজরত ইউসুফ্ 'আলায়হেস্-সালামের সেই কাপড়খানি দেখাইল। পথে উহারা একটা বন্যজন্তু মারিয়া কাপড়খানিতে মিথ্যা রক্ত মাখিয়া আনিয়াছিল।

পিতার কিন্তু এ কথা মোটেই বিশ্বাস হইল না। তিনি কহিলেন, "না,—আমার বোধ হয়, তোরা মিছামিছি একটা ষড়যন্ত্র করিয়াছিস্। আমি আর কি করিব! ধৈর্য্য ছাড়া আর চারা কি! দয়াময় আল্লাহ্-তা'লা যেন আমাকে ইহা বরদাস্ত করিবার শক্তি দেন।"

বিপদে

এদিকে হজরত ইউসুফ্ 'আলায়হেস্-সালামের কি হইল? সেই ইন্দারার মধ্যে পড়িয়াও কিন্তু তিনি কোন রূপ আঘাত পান নাই; বরং অন্তরে আল্লাহ্-তা'লার নিকট হইতে সান্ত্বনা লাভ করিয়া তথায় নির্ভয়েই রহিলেন।

অনন্তর একদল বণিক সেই দিক দিয়া যাইতে যাইতে ইন্দারাটি দেখিতে পাইল, এবং জল উঠাইবার জন্য একজনকে পাঠাইয়া দিল। সে গিয়া একটা বাল্‌তি নামাইয়া দিল; কিন্তু যখন উহা টানিয়া তুলিল, তখন দেখিতে পাইল, জলের পরিবর্ত্তে একটি পরমসুন্দর বালক উঠিয়া আসিয়াছে! সে তৎক্ষণাৎ আর সকলকে গিয়া খবর দিল।

বণিকেরা বালকের অপূর্ব্ব চেহারা দেখিয়া বড়ই হৃষ্ট হইল, এবং মনে করিল, ইহাকে গোলাম-রূপে বিক্রয় করিয়া যথেষ্ট লাভবান হইবে। অতঃপর তাহারা হজরতকে মিসর দেশে লইয়া গেল, এবং আজিজ নামক তথাকার এক বিশিষ্ট রাজকর্ম্মচারীর নিকট তাঁহাকে বিক্রয় করিয়া ফেলিল।

আজিজ যদিও হজরত ইউসুফ্ 'আলায়হেস্-সালামকে গোলামরূপে ক্রয় করিয়াছিলেন, তথাপি তাঁহার কোন পুত্র ছিলনা বলিয়া তাঁহাকেই

পুত্রবৎ পালন করিতে লাগিলেন। হজরত ইউসুফ্ 'আলায়হেস্-সালামও এইরূপ আশ্রয় পাইয়া মনে করিলেন যে, এখানে নিরুদ্বেগে তাঁহার দিন কাটিবে। কিন্তু তাঁহার ভাগ্যে আরও অনেক দুঃখ-ভোগ ছিল।

আজিজের পত্নী বড়ই কুটিলা রমণী ছিলেন। হজরত ইউসুফ্ 'আলায়হেস্-সালামকে বিপদে ফেলিবার অভিপ্রায়ে তিনি তাঁহার উপর মিথ্যা দোষ চাপাইয়া স্বামীর নিকট নালিশ করিলেন। তদনুসারে আজিজ হজরতকে কারাগারে বন্দী করিয়া রাখিলেন।

সেই কারাগারে তখন আরও দুইটি যুবক বন্দী হইয়া আসিয়াছিল। হজরতের সঙ্গে তাহাদের ক্রমে আলাপ হইল। হজরত নিজের পরিচয় দিয়া কহিলেন, "ইহারা আমাকে বিনা দোষে বন্দী করিয়াছে।"

হজরতের পরিচয় পাইয়া যুবকদ্বয় তাঁহাকে ভক্তি করিতে লাগিল, এবং তিনিও তাহাদিগকে নানারূপ ধর্ম্মোপদেশ দিতে লাগিলেন।

অবশেষে একদিন উভয়েই স্বপ্ন দেখিয়া উহার অর্থ করিবার জন্য হজরতের নিকট আসিল। একজন কহিল, "স্বপ্নে দেখিলাম, যেন আমি আঙ্গুর চট্কাইয়া রস বাহির করিতেছি।" অপর যুবকটি কহিল, "আমি দেখিলাম যেন আমি মাথায় করিয়া রুটি বহিতেছি, এবং একদল পাখী তাহা ঠোক্রাইয়া খাইতেছে। আপনি একজন পরম ধার্ম্মিক পুরুষ ; আপনি বলিতে পারেন, আমাদের স্বপ্নের তাৎপর্য্য কি ?"

হজরত প্রথম ব্যক্তিকে কহিলেন, "তুমি বাদশাহের সাকী হইবে", এবং দ্বিতীয়কে কহিলেন, "তোমার ফাঁসী হইবে। আল্লাহ্-তা'লা তোমাদের জন্য এইরূপ বিধান করিয়াছেন, এবং স্বপ্নে তাহারই ইশারা করা হইয়াছে।"

পরে সত্য সত্যই সেই প্রথম ব্যক্তি নির্দোষ প্রমাণ হওয়ায় কারাগার হইতে খালাস হইল, এবং বাদশাহ্ তাহাকে সাকীর পদে নিযুক্ত করিলেন। দ্বিতীয় ব্যক্তি দোষী সাব্যস্ত হওয়ায়, সেই হতভাগ্যের ফাঁসিই হইল। আল্লাহ্-তা'লা হজরত ইউসুফ্ 'আলায়হেস্-সালামকে স্বপ্নের অর্থ বুঝিবার ক্ষমতা দিয়াছিলেন ; এবং তিনি ঐ দুই ব্যক্তির স্বপ্নের যেরূপ ব্যাখ্যা করিয়াছিলেন, ঠিক সেইরূপই অক্ষরে অক্ষরে ফলিয়া গেল !

প্রথম যুবকটি যখন কারাগার হইতে মুক্তিলাভ করে, তখন হজরত ইউসুফ্ 'আলায়হেস্-সালাম তাহাকে বলিয়া দিয়াছিলেন, "তোমার বাদশাহের নিকট আমার জন্য সুপারিশ করিও।" কিন্তু সে যখন বাদশাহের সাকী হইল, তখন সে কথা একেবারেই ভুলিয়া গেল। হজরত আল্লাহ্-তা'লার নিকট সাহায্য প্রার্থনা না করিয়া মানুষের নিকট সাহায্য চাহিয়াছিলেন ; এই দোষে তাঁহাকে দীর্ঘ সাত বৎসর কারাগারে কষ্ট পাইতে হইল।

ক্রমে সাত বৎসর অতীত হইলে বাদশাহ্ একদা স্বপ্নে দেখিলেন, সাতটি হৃষ্টপুষ্ট গাভীকে সাতটি রোগা গাভী আসিয়া গিলিয়া ফেলিল ! আবার সেই সঙ্গে সাতটি পরিপুষ্ট ও সাতটি শুষ্ক শস্যের শিষও দেখিলেন। কিন্তু এ স্বপ্নের ব্যাখ্যা কেহই করিতে পারিল না।

তখন সেই সাকীর হঠাৎ মনে পড়িল, হজরত ইউসুফ্ 'আলায়হেস্-সালাম ত তাহার স্বপ্নের ঠিক্ ঠিক্ ব্যাখ্যা করিয়াছিলেন ! সে তৎক্ষণাৎ কারাগৃহে ছুটিয়া গেল, এবং হজরতের নিকট বাদশাহের স্বপ্ন-বৃত্তান্ত বর্ণন করিল।

হজরত কহিলেন, “এই রাজ্যে সাত বৎসর ধরিয়া খুব ভাল ফসল হইবে ; কিন্তু তাহার পর সাত বৎসর একেবারেই বৃষ্টি হইবে না, কোন শস্যই জন্মিবে না এবং ভীষণ দুর্ভিক্ষ দেখা দিবে। সুতরাং প্রথম সাত বৎসর যে শস্য জন্মিবে, তাহা হইতে তোমরা যথাসম্ভব সঞ্চয় করিয়া রাখিও। অন্যথা দুর্ভিক্ষের সাত বৎসরে অনাহারে মারা পড়িবে।”

সাকী গিয়া বাদশাহ্‌কে তাঁহার স্বপ্নের এই তাৎপর্য্য বুঝাইয়া কহিল। তখন বাদশাহ্ ও সভাসদগণ আশ্চর্য্যান্বিত হইয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, “কে সেই ধার্ম্মিক মহাপুরুষ, যিনি স্বপ্নের এমন চমৎকার ব্যাখ্যা করিয়া দিয়াছেন ?”

সাকী কহিল, “তিনি আর কেহ নহেন, আজিজের গোলাম ইউসুফ্, যাঁহাকে সাত বৎসর পূর্ব্বে বিনাদোষে কারাগারে বন্দী করা হইয়াছিল।”

বাদশাহ্ তখন পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে অনুসন্ধান করিয়া জানিতে পারিলেন যে, তাঁহাকে বাস্তবিক বিনাদোষেই বন্দী করা হইয়াছিল। সুতরাং তিনি অবিলম্বে হজরতকে মুক্ত করিতে আদেশ দিলেন। সঙ্গে সঙ্গে দরবারে আসিবার জন্য তাঁহাকে সাদরে নিমন্ত্রণ করিয়াও পাঠাইলেন।

হজরত দরবারে উপস্থিত হইলে বাদশাহ্ পরম সম্ভ্রমের সহিত তাঁহার অভ্যর্থনা করিলেন, এবং কহিলেন, “আজ হইতে আপনি রাজ্যের কোন বিশিষ্ট পদ গ্রহণ করিয়া আমাদের সহিত অবস্থান করুন।”

হজরত কহিলেন, “আমাকে রাজ্যের শস্য-ভাণ্ডারের কর্তৃত্ব দান করা হউক ; আমি সাবধানে শস্য রক্ষা করিব। বাদশাহ্ তাহাই করিলেন ; কেবল তাহাই কেন, তাঁহাকে প্রধান মন্ত্রীর পদেও নিযুক্ত করিয়া দিলেন।

সম্পদে

অতঃপর হজরত ইউসুফ্ 'আলায়হেস্-সালাম মিসর রাজ্যের প্রধান মন্ত্রীর পদে নিযুক্ত হইয়া তথায় বাস করিতে লাগিলেন। তাঁহাকে পরম ধার্ম্মিক, অতীব বিশ্বস্ত এবং যারপরনাই কার্য্যকুশল দেখিয়া বাদশাহ্ সমস্ত রাজকার্য্যের ভার তাঁহারই উপর ন্যস্ত করিলেন। সুতরাং তখন হইতে হজরত ইউসুফ্ 'আলায়হেস্-সালামই কার্য্যতঃ মিসরের বাদশাহ্ হইলেন।

দেখিতে দেখিতে সুজন্মার সাত বৎসর কাটিয়া গেল। হজরতের বিচিত্র ব্যবস্থায় এই কয় বৎসরে প্রচুর শস্য সঞ্চিত হইল। অথচ প্রজাগণের কোন বিষয়ে অনটন হইল না।

অবশেষে সেই অজন্মার কাল আসিল। বৃষ্টি বন্ধ হইল; মাটি শুখাইয়া পাথরের মত শক্ত হইয়া গেল এবং প্রখর রৌদ্রে ফাটিয়া চৌচির হইতে লাগিল; বৃক্ষলতাগুলি রস অভাবে মরিয়া গেল, এমন কি, কোথাও একটি ঘাস পর্য্যন্ত রহিল না; তৃণাভাবে পশুগুলিকেও বাঁচান দায় হইয়া পড়িল। পৃথিবীতে হাহাকার উঠিল!

মিসরের প্রজাদের কিন্তু কোনই কষ্ট নাই। হজরত ইউসুফ্ 'আলায়হেস্-সালামের সুব্যবস্থায় সকলেই প্রয়োজন মত শস্য পাইতেছে।

দেশের লোককে দিয়া-থুইয়াও দেখা গেল, বিদেশীয় লোকের কাছে বিক্রয় করিবার জন্য যথেষ্ট শস্য ভাণ্ডারে থাকিয়া যাইবে। তদনুসারে দেশ-বিদেশে খবর দেওয়া হইল।

অতঃপর শস্য ক্রয় করিবার জন্য দলে দলে বিদেশীয় লোক মিসরে আসিতে লাগিল। হজরত ইয়াকুব 'আলায়হেস্-সালামের দশ পুত্রও আসিল, কিন্তু তাহারা তাহদের ভ্রাতা হজরত ইউসুফ্ 'আলায়হেস্-সালামকে চিনিতে পারিল না।

হজরত উহাদিগকে চিনিতে পারিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, "তোমরা কয় ভাই?" তাহারা কহিল, "আমরা বার ভাই।" "বার ভাই? তবে দশজন দেখিতেছি কেন!" "সর্ব্বকনিষ্ঠটি গৃহত্যাগ করিয়া মরু-ভূমির মধ্যে মারা পড়িয়াছে। আমাদের পিতা তাহাকেই অধিক ভালবাসিতেন। তাহার অভাবে তাহার সহোদর ভ্রাতা বনিয়ামিনকে পিতা সান্ত্বনার জন্য কাছে রাখিয়াছেন।"

হজরত কহিলেন, "তোমাদের কথা সত্য কি না, কে জানে? জামিন স্বরূপ তোমরা এক ভাইকে আমার নিকট রাখিয়া যাইবে। আমি তোমাদিকে শস্য দিতেছি, লইয়া যাও; কিন্তু পুনরায় আসিবার সময় যদি তোমাদের যে ভাইটি গৃহে আছে, তাঁহাকে সঙ্গে না আন, তবে আর শস্য পাইবে না।"

এই বলিয়া হজরত তাঁহার ভ্রাতাদিগকে উত্তমরূপে আহারাদি করাইয়া, প্রচুর শস্যসহ বিদায় করিলেন। কিন্তু একজনকে জামিন স্বরূপ কাছে রাখিলেন। ভ্রাতাদিগের নিকট হইতে শস্যের যে মূল্য পাইয়াছিলেন, বিদায়ের পূর্ব্বে তাহা গোপনে শস্যের বস্তার ভিতর লুকাইয়া দিয়া দিলেন।

দেশে ফিরিয়া তাহারা হজরত ইয়াকুব 'আলায়হেস-সালামকে কহিল, "বাবাজান, এবার যদি বনিয়ামিনকে সঙ্গে না লইয়া যাই, তাহা হইলে মিসরের বাদশাহ্ আমাদিকে আর শস্য দিবেন না বলিয়াছেন।" কিন্তু একবার কনিষ্ঠ পুত্রকে উহাদের সঙ্গে দিয়া তাহাকে হারাইয়াছেন ; সেই কথা স্মরণ করিয়া পিতা তাহাতে স্বীকৃত হইলেন না।

অতঃপর যখন তাহারা শস্যের বস্তা খুলিয়া ফেলিল, তখন দেখিতে পাইল যে, তাহাদের টাকাগুলি সমস্ত শস্যের সঙ্গে ফেরত আসিয়াছে। তখন তাহারা পিতাকে কহিল. "দেখুন, বাবাজান, মিসরের বাদশাহ্ কি সদাশয়! শস্য দিয়াছেন, কিন্তু মূল্য লয়েন নাই ; টাকাগুলি সমস্ত ফেরত দিয়াছেন। এবারে তাঁহার আদেশ মত বনিয়ামিনকে সঙ্গে লইয়া গেলে নিশ্চয়ই আরও অনেক শস্য পাইব।"

এইরূপে তাহারা পুনঃ পুনঃ অনুনয় বিনয় করিয়া, এবং সাবধানে রাখিবে বলিয়া আল্লাহ্-তা'লার নামে কসম খাইয়া, বনিয়ামিনকে সঙ্গে দিবার জন্য পিতাকে রাজি করিল। হজরত ইয়াকুব 'আলায়হেস্-সালামও, আল্লাহ্-তা'লার করুণার উপর নির্ভর করিয়া, বনিয়ামিনকে তাহাদের সঙ্গে মিসরে পাঠাইয়া দিলেন।

তাহারা মিসরে পহুঁছিলে, সহোদর ভ্রাতা বনিয়ামিনকে দেখিতে পাইয়া, হজরত ইউসুফ্ 'আলায়হেস্-সালাম বড়ই প্রীত হইলেন ; এবং তাহাকে অন্তরালে লইয়া গিয়া কহিলেন, "আমাকে চিনিতে পারিতেছ না ? আমি তোমার ভাই ইউসুফ্!"

তখন বনিয়ামিন ভ্রাতাকে চিনিতে পারিলেন, এবং তিনি যে এখনও জীবিত আছেন, এবং রাজপদে অধিষ্ঠিত হইয়াছেন, এজন্য পুনঃ পুনঃ

আল্লাহ-তা'লাকে ধন্যবাদ দিতে লাগিলেন। কিন্তু হজরত ইউসুফ্ 'আলায়হেস্-সালাম অপরাপর ভ্রাতাকে তাঁহার পরিচয় দিতে বারণ করিয়া দিলেন।

অনন্তর হজরত ইউসুফ্ 'আলায়হেস্-সালাম ভ্রাতাদিগের যথারীতি সম্বর্দ্ধনা করিলেন। পরে প্রচুর শস্যে বস্তাগুলি পূর্ণ করিয়া দিয়া তাহাদিগকে বিদায় দেওয়া হইল। কিন্তু বনিয়ামিনের বস্তাটি বাঁধিবার পূর্ব্বে তাহার ভিতর একটি সোনার পিয়ালা ভরিয়া দেওয়া হইয়াছিল।

তাহারা বিদায় হইয়া কিয়দ্দূর গিয়াছে, এমন সময় বাদশাহী পিয়াদাগণ তাহাদের পশ্চাৎ পশ্চাৎ ছুটিল এবং চীৎকার করিয়া কহিতে লাগিল, "ওহে বিদেশীয় পথিকগণ, দাঁড়াও, দাঁড়াও, নিশ্চয়ই তোমরা চোর!"

শুনিয়া তাহারা দাঁড়াইল, এবং জিজ্ঞাসা করিল, "আমাদিগকে চোর বলিতেছ কেন? তোমাদের কি হারাইয়াছে?" পিয়াদারা কহিল, "বাদশাহের সোনার পিয়ালা চুরি গিয়াছে; যে আনিয়া দিবে, সে এক উট বোঝাই শস্য পাইবে।"

তাহারা কহিল, "খোদার কসম, আমরা কোন দুরভিসন্ধি লইয়া এখানে আসি নাই; আমরা কখনও চুরি করি নাই।" পিয়াদারা কহিল, "বেশ কথা; কিন্তু যদি কাহারও বস্তার মধ্যে সেটি পাওয়া যায় তাহা হইলে তাহার কি শাস্তি হওয়া উচিত?" ভ্রাতারা কহিল, "যদি কাহারও বস্তার মধ্যে উহা পাওয়া যায়, তাহা হইলে নিশ্চয়ই তাহাকে গোলাম করিয়া রাখা উচিত।" "তবে চল রাজদরবারে, সেখানে অনুসন্ধান করিয়া দেখা যাইবে এবং বিচার হইবে।" এই বলিয়া পিয়াদাগণ সকলকে ধরিয়া লইয়া গেল।

অতঃপর হজরত ইউসুফ্ 'আলায়হেস্-সালামের সম্মুখে সকলে হাজির হইলে তিনি প্রত্যেকের বস্তা অনুসন্ধান করিয়া দেখিতে লাগিলেন। অবশেষে বনিয়ামিনের বস্তার মধ্যে সেই সোনার পিয়ালাটি পাওয়া গেল। সুতরাং পূর্ব্বের সর্ত্তানুসারে বনিয়ামিনকে গোলাম হইয়া থাকিতে হইল। অপরাপর ভ্রাতারা দুঃখিত চিত্তে পিতার নিকট ফিরিয়া গেল।

হজরত ইউসুফ্' আলায়হেস্-সালাম তাঁহার সহোদর ভ্রাতা বনিয়ামিনকে অত্যন্ত ভালবাসিতেন; এইজন্য কৌশলে তাঁহাকে নিজের কাছে রাখিলেন। বাস্তবিক যে তাঁহাকে গোলাম করিয়া রাখিলেন, তাহা নহে। বনিয়ামিন পরম সমাদরে মিসরের রাজবাটিতে অবস্থান করিতে লাগিলেন।

মিলনে

পুত্রেরা যখন ফিরিয়া আসিয়া বনিয়ামিনের চুরি এবং তজ্জন্য তাহার গোলাম হওয়ার বৃত্তান্ত বর্ণন করিল, তখন হজরত ইয়াকুব 'আলায়হেস্-সালাম তাহা বিশ্বাস করিতে পারিলেন না। তিনি কহিলেন, "হয়ত' তোরা আবার ষড়যন্ত্র করিয়াছিস্। কিন্তু এখন আমি ধৈর্য্য ধরিয়াই রহিলাম; আল্লাহ্-তা'লার মরজি হইলে তিনি আমার হারাধন আবার ফিরাইয়া দিতেও পারেন!"

কিন্তু বৃদ্ধবয়সে বনিয়ামিনকে হারাইয়া, হজরত ইউসুফ্ 'আলায়হেস্-সালামের জন্য তাঁহার শোক আবার গুমরিয়া উঠিল। নীরবে অশ্রু বহিতে বহিতে তাঁহার দুই চক্ষু অন্ধ হইয়া গেল! পুত্রগণ কহিতে লাগিল, "ইউসুফের কথা ভাবিতে ভাবিতে আপনি সারা হইলেন; ইহাতেই আপনার জীবন শেষ হইবে দেখিতেছি!" হজরত কহিলেন, "আমার মনের গভীর দুঃখ আমি আল্লাহ্-তা'লাকেই নিবেদন করি; আর কাহাকেও ত বলি না! তিনি আমাকে যে আশ্বাস দিয়াছেন, তোরা ত তাহা জানিস্ না! আল্লাহ্-তা'লার উপর ভরসা রাখিয়া তোরা একবার যা, ইউসুফ্ ও তাহার ভাইয়ের অনুসন্ধান করিয়া দেখ্। আল্লাহ্-তা'লার উপর ভরসা যে না রাখে, সে ত কাফের!"

পিতার আদেশে দশ ভাই পুনরায় মিসরে ফিরিয়া গেল। যখন তাহাদের সহিত হজরত ইউসুফ্ 'আলায়হেস্-সালামের সাক্ষাৎ হইল, তখন তিনি ভ্রাতাদিগকে স্বীয় পরিচয় প্রদান করিলেন।

তিনি কহিতে লাগিলেন, "আমিই সেই ইউসুফ্, আর এই আমার ভাই বনিয়ামিন। আল্লাহ্-তা'লা দয়া করিয়া আমাদিগকে মিলিত করিয়াছেন। যে সম্পদে তাঁহাকে ভয় করিয়া চলে, এবং বিপদে সব্‌র্ করে, আল্লাহ্-তা'লা তাহাকে পুরস্কার দিয়াই থাকেন।"

তাঁহার ভ্রাতারা কহিল, "আল্লাহ্-তা'লা তোমাকে আমাদের অপেক্ষা অনেক উচ্চে উঠাইয়াছেন; কিন্তু হায়, আমরা পাপেই লিপ্ত রহিয়া গেলাম!" তখন হজরত কহিলেন, "আজ এ সুখের দিনে আর সে সকল কথায় কাজ নাই ভাই; আল্লাহ্-তা'লা তোমাদিগকে মাফ করিবেন; তাঁহার ন্যায় দয়াময় আর কে আছে?"

তাহার পর, হজরত ভ্রাতাদিগের নিকট শুনিলেন যে, বৃদ্ধ পিতা তাঁহার জন্য কাঁদিতে কাঁদিতে অন্ধ হইয়া গিয়াছেন! তখন তিনি নিজের পির্‌হানখানি ভ্রাতাদিগের হস্তে পিতার নিকট পাঠাইলেন এবং কহিয়া দিলেন যে, পিরহানখানি পিতার মুখের উপর ফেলিয়া দিলে তাঁহার চক্ষের জ্যোতি ফিরিয়া আসিবে। পরিশেষে পিতা-মাতাকে মিসরে তাঁহার নিকটে আনিবার জন্য ভ্রাতাদিগকে বিশেষ করিয়া বলিয়া দিলেন।

এদিকে হজরত ইউসুফ্ 'আলায়হেস্-সালামের ভ্রাতৃগণ দেশে পঁহুছিবার কয়েক দিন পূর্ব্ব হইতেই বৃদ্ধ হজরত ইয়াকুব 'আলায়হেস-সালাম সকলকে কহিতে লাগিলেন, "আমি ত আমার প্রাণাধিক

ইউসুফের ঘ্রাণ পাইতেছি! তোমরা ত মনে কর, ইউসুফের ভালবাসায় আমার বুদ্ধিভ্রংশ হইয়াছে; নহিলে তোমরাও আজ একথা বিশ্বাস করিতে!" শুনিয়া সকলে কহিতে লাগিল, "না, না; আপনি বরাবর যেমন ভুল মনে করেন, এবারও তেমনি ভুল মনে করিতেছেন।"

কিন্তু যখন সত্য সত্যই তাঁহার পুত্রেরা ফিরিয়া আসিল, এবং হজরত ইউসুফ্ 'আলায়হেস্-সালামের সেই পিরহানখানি পিতার মুখের উপর ফেলিয়া দিল, তখন তাঁহার চক্ষের জ্যোতি নিমেষের মধ্যে ফিরিয়া আসিল, এবং তিনি কহিতে লাগিলেন, "দেখ, সত্য কি না! আমি ত বলিয়াছিলাম, আল্লাহ্-তা'লা আমাকে যে আশ্বাস দিয়াছেন, তাহা তোমরা কেহই বুঝ নাই!"

পুত্রেরা কহিল, "বাবাজান, আমরা ঘোর অপরাধী; আমাদের জন্য দো'আ করুন, আল্লাহ্-তা'লা যেন আমাদের গোনাহ্ মাফ করেন।" পিতা কহিলেন, "নিশ্চয়ই আমি তোমাদের জন্য আমার প্রভুর নিকট মাফ চাহিব; তিনি যে দয়ার সাগর!"

অনন্তর হজরত ইয়াকুব 'আলায়হেস্-সালাম সপরিবারে প্রাণাধিক পুত্রের অনুরোধে মিসরে চলিলেন। যখন তাঁহারা সহরের নিকটবর্ত্তী হইলেন, তখন হজরত ইউসুফ্ 'আলায়হেস্-সালাম দলবল সহ অগ্রসর হইয়া তাঁহাদিগকে অভ্যর্থনা করিয়া আনিলেন। তাহার পর, হজরত ইউসুফ্ 'আলায়হেস্-সালাম দরবারে স্বীয় মস্‌নদের উপর উপবিষ্ট হইলে, তাঁহার পিতা, মাতা ও ভ্রাতৃগণ নত হইয়া তাঁহাকে অভিবাদন করিলেন।

তখন হজরত ইউসুফ্ 'আলায়হেস্-সালাম কহিলেন, "বাবাজান, বাল্যকালে আমি যে স্বপ্ন দেখিয়াছিলাম, আজ আমার প্রভু তাহা পূর্ণ করিলেন! তিনি আমার উপর অজস্র করুণা বর্ষণ করিয়াছেন; আমাকে কারাগার হইতে উদ্ধার করিয়াছেন; আপনাদিগকে দুস্তর মরুভূমি

পার করিয়া আমার নিকট আনিয়া দিয়াছেন ; শয়তান আমার ও আমার ভ্রাতাদিগের মধ্যে যে বিরোধ উপস্থিত করিয়াছিল, তাহা মিটাইয়া দিয়াছেন। যাহার প্রতি আল্লাহ-তা'লার ইচ্ছা হয়, তাহার প্রতি তিনি অশেষ দয়া প্রদর্শন করিয়া থাকেন।”

অতঃপর তিনি কৃতজ্ঞ হৃদয়ে আল্লাহ্-তা'লার দরগায় এই বলিয়া মোনাজাত করিলেন, “প্রভু আমার! তুমি আমাকে রাজ্য দিয়াছ, এবং স্বপ্নের ব্যাখ্যা করিবার আশ্চর্য্য ক্ষমতাও দিয়াছ। আস্‌মান ও জমিনের রচয়িতা তুমি! আমার ইহকালের এবং আমার পরকালের বন্ধু তুমি! দীন-ইস্‌লামে রাখিয়াই আমার ইহজীবন শেষ করিও, প্রভু! এবং পরজীবনে পুণ্যাত্মগণের সহিত মিলিত করিও!”

৭

হজরত মূসা

'আলায়হেস্-সালাম

জন্ম

মিসর দেশে কোন সময়ে ফেরাউন নামে এক বাদশাহ্ ছিলেন। তাঁহার ধনসম্পদ যেমন অতুল, পরাক্রমও তেমনই প্রবল ছিল। কিন্তু তিনি বড়ই অহঙ্কারী ছিলেন; এমন কি, তিনি আল্লাহ্-তা'লাকে ত মানিতেনই না, বরং নম্‌রূদের মত নিজেকেই ঈশ্বর বলিয়া প্রচার করিতেন। যে কেহ তাঁহাকে ঈশ্বর বলিয়া না মানিত, তাহার কঠিন দণ্ড হইত। সুতরাং অনেকেই ভয়ে ভয়ে তাঁহাকে ঈশ্বর বলিত ও তাঁহার পূজা করিত।

ঐ সময়ে মিসরে কিব্‌তী ও বনি-ইস্‌রাইল, এই দুই জাতীয় লোক বাস করিত। বনি-ইস্‌রাইলেরা হজরত ইয়াকুব 'আলায়হেস্-সালামের বংশধর ছিল। ইহারা অতিশয় ধর্ম্মপরায়ণ ছিল, এবং আল্লাহ্-তা'লারই উপাসনা করিত; ফেরাউনকে ঈশ্বর বলিয়া মানিতে চাহিত না। ফেরাউন তাহাদিগকে নানারূপ ভয় দেখাইলেন, কিন্তু তাহারা কিছুতেই আল্লাহ্-তা'লার উপাসনা পরিত্যাগ করিল না।

বনি-ইস্‌রাইলগণ যখন কিছুতেই বশে আসিল না, তখন ফেরাউন ভাবিতে লাগিলেন, কি উপায়ে ইহাদিগকে কাবু করা যায়। অবশেষে তিনি স্থির করিলেন যে, ইহাদিগের বংশবৃদ্ধির পথ বন্ধ করিতে পারিলে,

তাহার খোদায়ীর দাবীতে বাধা দিবার আর কেহ থাকিবে না। তদনুসারে তিনি বনি-ইস্রাইলদিগের পুত্র-সন্তানগুলিকে মারিয়া ফেলিতে হুকুম দিলেন; কিন্তু কন্যাগুলিকে বাঁদী করিবার জন্য রাখিয়া দিতে বলিলেন।

এই নিষ্ঠুর আদেশের ফলে বনি-ইস্রাইলগণের ঘরে আর পুত্র সন্তান রহিল না। এদিকে যত বয়ঃপ্রাপ্ত পুরুষ ও স্ত্রী ছিল, ফেরাউন সকলকে গোলাম ও বাঁদী করিয়া কিব্তী-দিগের মধ্যে বিলাইয়া দিলেন।

কিন্তু আল্লাহ্-তা'লা কোন্ দিক্ হইতে, কি উপায়ে, পাপীর শাস্তি বিধান করেন, তাহা কেহ বলিতে পারে না। ফেরাউন যেমন বনি-ইস্রাইলগণের প্রতি অত্যাচার করিতে লাগিলেন, তেমনি, বনি-ইস্রাইলগণের হাতেই আল্লাহ্-তা'লা তাঁহার শাস্তি দেওয়াইবার বন্দোবস্ত করিলেন। একদিন এক বনি-ইস্রাইলের ঘরে পায়গাম্বর হজরত মূসা 'আলায়হেস্-সালামের জন্ম হইল।

হজরতের জননী পুত্রের মুখ দেখিয়া বড়ই ভীতা হইয়া পড়িলেন। কিব্তীরা জানিতে পারিলে-ত এখনই ইহাকে মারিয়া ফেলিবে! এখন কি করা যায়? কোথায় ইহাকে লুকাইয়া রাখিলে ইহার প্রাণ বাঁচিবে? এই রূপ ভাবিতে ভাবিতে তিনি দিশাহারা হইয়া যাইতেছেন, এমন সময়ে আল্লাহ্-তা'লার অপার করুণায় তাঁহার মন স্থির হইল। তিনি আপন অন্তরে আল্লাহ্-তা'লার প্রত্যাদেশ পাইয়া, নির্ভয়ে শিশুটিকে একটি ভেলায় করিয়া নদীতে ভাসাইয়া দিলেন।

সেই ভেলাটি ভাসিতে ভাসিতে ফেরাউনের বাগিচার ঘাটে আসিয়া ঠেকিল। ফেরাউন তখন বেগম আসিয়ার সহিত বাগিচায় বেড়াইতে-ছিলেন। তাঁহারা ভেলাটি দেখিতে পাইয়া ভৃত্যগণকে উহা উঠাইয়া আনিতে বলিলেন। ভৃত্যেরা উহা তাঁহাদের সম্মুখে লইয়া আসিলে তাঁহারা দেখিতে পাইলেন, উহার মধ্যে একটি পরমসুন্দর শিশু রহিয়াছে। শিশুটি এতই সুন্দর যে, সে যেন দশদিক্ আলো করিয়া আছে!

শিশুটিকে দেখিবামাত্র তাহার প্রতি বিবি আসিয়ার বড়ই মায়া বসিয়া গেল। তিনি বাদশাহ্‌কে অনুনয় করিয়া কহিলেন, "আহা, ছেলেটির মুখখানি দেখিলে চোখ্ জুড়ায়! ইহাকে মারিবেন না; দয়া করিয়া আমাকে দান করুন; আমার কোন সন্তান নাই, আমি ইহাকে পালিব।" বিবির অনুরোধে বাদশাহ্ ছেলেটিকে তাঁহাকেই দান করিলেন।

এদিকে হজরতের জননী, ছেলেটিকে ভাসাইয়া দিয়া, নিশ্চিন্ত হইয়া থাকিতে পারেন নাই। তিনি তাঁহার কন্যা মরিয়মকে সেই ভেলার পশ্চাৎ পশ্চাৎ যাইতে বলিয়া দিয়াছিলেন। মরিয়ম দূর হইতে ভেলাটি দেখিতে দেখিতে আসিতেছিল। যখন বাদশাহের ভৃত্যেরা ভেলাটি উঠাইয়া লয়, তখন সে-ও তাহাদের দলে মিশিয়া, তামাশা দেখিবার ছলে, নিকটেই দাঁড়াইয়াছিল।

অতঃপর শিশুটিকে স্তন্যপান করাইবার জন্য কয়েক জন ধাত্রী আনা হইল; কিন্তু সে আশ্চর্য্য শিশু কাহারও স্তনে মুখ দিল না! বেগম আসিয়া বড়ই চিন্তার মধ্যে পড়িলেন; এখন কি করা যায়? কাহারও দুধ খাইতে চাহে না, এ-শিশুর প্রাণ বাচান যায় কি প্রকারে? এইরূপ ভাবিতেছেন, এমন সময় মরিয়ম অগ্রসর হইয়া কহিল, "আমি

একজন খুব ভাল ধাত্রী আনিয়া দিতে পারি ; সে খুব যত্ন করিয়া দুধ খাওয়াইবে।" বেগম তৎক্ষণাৎ তাহাকে সেই ধাত্রী আনিতে আদেশ করিলেন।

মরিয়ম দৌড়িয়া গিয়া তাহার জননীকে লইয়া আসিল। বেগম আসিয়া তাঁহাকে সাধারণ ধাত্রী মনে করিয়া, তাঁহারই পুত্রকে তাঁহার কোলে দিলেন ; শিশুটি জননীর কোলে গিয়াই মহা আনন্দে স্তন্যপান করিতে লাগিল ! বেগম তখন অত্যন্ত আহ্লাদিত হইয়া তাঁহাকেই ধাত্রী নিযুক্ত করিলেন। যে পুত্রকে নদীর স্রোতে ভাসাইয়া দিয়াছিলেন, আল্লাহ্-তা'লার বিচিত্র কৌশলে সেইপুত্র আবার তাঁহার কোলে ফিরিয়া আসিল ! তিনি বার বার সেই করুণাময় আল্লাহ্-তা'লাকে ধন্যবাদ দিতে লাগিলেন। জননী আপন পুত্রের ধাত্রী হইলেন ; কিন্তু আর কেহই একথা জানিল না।

শৈশব

বেদীন বাদশাহ্ ফেরাউনের গৃহে, মাতৃক্রোড়ে থাকিয়াই, পরম যত্নে হজরত মূসা 'আলায়-হেস্-সালাম লালিত হইতে লাগিলেন। বাদশাহ্ ও বেগম উভয়েই তাঁহাকে অত্যন্ত স্নেহ করিতেন; এমন কি, বাদশাহ্ সময় সময় দরবারেও তাঁহাকে কোলে লইয়া বসিতেন।

একদিবস বাদশাহ্ হজরতকে কোলে লইয়া পারিষদগণের সহিত আলাপ করিতেছিলেন। কথায় কথায় আল্লাহ-তা'লার নামে নিন্দাবাদ সুরু হইল। এমন সময় হজরত হঠাৎ কোল হইতে লাফাইয়া উঠিয়া, ফেরাউনের দাড়ি টানিয়া ছিঁড়িতে লাগিলেন এবং গালে-মুখে চড়াইতে আরম্ভ করিলেন! পারিষদেরা আঁ আঁ করিয়া ছুটিয়া আসিয়া হজরতকে ধরিয়া ফেলিল!

ফেরাউন ত ভয়ানক রাগিয়া গেলেন। "কি! এতটুকু শিশুর এত বড় আস্পর্দ্ধা? বড় হইলে দেখিতেছি এ সাংঘাতিক বদমায়েশ হইবে। অতএব ইহাকে এখনই মারিয়া ফেল।"

এদিকে বেগম আসিয়া এই সংবাদ শুনিয়া ছুটিয়া আসিলেন। তাঁহার প্রাণপ্রিয় শিশুটিকে বধ করিতে লইয়া যাইতেছে দেখিয়া, তিনি বাদশাহ্‌কে কাতর ভাবে অনুনয় করিতে লাগিলেন এবং কহিলেন "ও

যে নিতান্ত দুধের ছেলে। দোহাই আপনার! ওই অবোধ শিশুকে প্রাণে মারিবেন না। ও কি আর ভাল মন্দ বুঝে? ও-ত ইয়াকুত মনে করিয়া আগুণেও হাত দিতে পারে!"

এই কথা শুনিয়া বাদশাহ্ কহিলেন, "বটে? আচ্ছা, আনত' একটা ইয়াকুত আর একখানি জ্বলন্ত অঙ্গার, দেখি সে কোন্‌টাতে হাত দেয়!"

ভৃত্যেরা তৎক্ষণাৎ ইয়াকুত ও জ্বলন্ত অঙ্গার আনিয়া শিশুর সম্মুখে রাখিল। ভয়ে বেগমের প্রাণ কাঁপিতে লাগিল! কিন্তু তিনি বড়ই ধর্ম্মশীলা রমণী ছিলেন; বাদশাহের অজ্ঞাতে, অতি গোপনে, তিনি আল্লাহ্-তা'লার উপাসনা করিতেন। এক্ষণে তিনি মনে মনে সেই আল্লাহ্-তা'লাকে স্মরণ করিতে লাগিলেন।

আল্লাহ্-তা'লার অপার করুণায় বেগম আসিয়ার মান রক্ষা হইল; হজরত ইয়াকুত রাখিয়া জ্বলন্ত অঙ্গারখানি তুলিয়াই মুখে পুরিয়া দিলেন! বাদশাহ্ সন্তুষ্ট হইলেন। হজরতের প্রাণ বাঁচিল; কিন্তু তাঁহার অঙ্গুলি ও জিহ্বা পুড়িয়া গেল। তিনি আজীবন তোৎলা হইয়া রহিলেন।

পলায়ন

হজরত মূসা 'আলায়হেস্-সালাম বাদশাহের প্রাসাদেই প্রতিপালিত হইয়া ক্রমে যৌবনে পদার্পণ করিলেন। বাদশাহ্ তাঁহার বিদ্যা-শিক্ষার সুচারুরূপ ব্যবস্থা করিয়া দিয়াছিলেন। তাঁহার প্রতি আল্লাহ্-তা'লার বিশেষ অনুগ্রহ ছিল; এ কারণ অতি অল্প সময়ের মধ্যেই তিনি নানা বিদ্যায় সুপণ্ডিত হইয়া উঠিলেন। বিশেষতঃ, বেদীন বাদশাহের দরবারে বেদীন শিক্ষকের হাতে পাড়িয়াও আল্লাহ্-তা'লার কৃপায় তাঁহার অন্তর সত্যধর্ম্মের নির্ম্মল জ্যোতিতে আলোকিত হইয়াছিল।

একদা কোন কার্য্যোপলক্ষে হজরত কিছুদিনের জন্য স্থানান্তরে গমন করিয়াছিলেন। তথা হইতে যখন তিনি প্রত্যাগমন করিয়া নগরে প্রবেশ করিলেন, তখন বেলা দ্বিপ্রহর। সমস্ত নগর নিস্তব্ধ, গ্রীষ্মের তাপে সকলেই গৃহের মধ্যে রহিয়াছে; অনেকেই দ্বার বন্ধ করিয়া নিদ্রা যাইতেছে। পথে কেহই নাই; কেবল হজরত একাকী চলিয়াছেন। এমন সময় দেখিতে পাইলেন, অদূরে এক ব্যক্তি অপর এক ব্যক্তিকে নিষ্ঠুররূপে প্রহার করিতেছে।

হজরত ত্বরিতপদে তাহাদের নিকটবর্ত্তী হইয়া দেখিতে পাইলেন যে এক কিবতী একজন বনি-ইস্রাইলের স্কন্ধে কাঠের এক প্রকাণ্ড বোঝা

চাপাইতে উদ্যত হইয়াছে ; কিন্তু সে বোঝা বহিতে অস্বীকার করায় কিবতী তাহাকে মারিতেছে।

হজরত সেই কিবতীকে কহিলেন, "তুমি উহাকে কেন মারিতেছ ? উহাকে ছাড়িয়া দেও।" কিবতীটা তাঁহাকে চিনিতে পারে নাই। সে কহিল, "তবে এস, তোমারই ঘাড়ে বোঝাটা চাপাই !" কিবতীর এই ঔদ্ধত্যে হজরতের হঠাৎ ভয়ানক রাগ হইল এবং রাগের মাথায় তাহাকে এক প্রচণ্ড ঘুষা লাগাইয়া দিলেন ; সেই ঘুষা খাইয়া সে তৎক্ষণাৎ মরিয়া গেল।

অকস্মাৎ ক্রোধের বশীভূত হইয়া কিবতীটাকে মারিয়া ফেলিয়া হজরত বড়ই অনুতপ্ত হইলেন। তিনি ভাবিলেন, আমার ত হত্যা করিবার আদৌ ইচ্ছা ছিল না ! এ নিশ্চয়ই শয়তানের কারসাজি। সে-ই আমার মনে এমন রাগ আনিয়া দিয়াছে যে, আমি লোকটাকে মারিয়াই ফেলিলাম !

এই ভাবিয়া তিনি আল্লাহ্-তা'লার নিকট কাতরচিত্তে প্রার্থনা করিলেন, "প্রভু আমার ! নরহত্যা করিয়া আমি আমার আত্মার ঘোর অনিষ্ট করিয়া বসিয়াছি। আমায় ক্ষমা কর প্রভু !"

আল্লাহ্-তা'লা অপার করুণাময় ; তিনি হজরতকে ক্ষমা করিলেন। হজরত পুনরায় আরজ করিলেন, "প্রভু আমার ! আজ তুমি আমার প্রতি যেরূপ করুণা প্রদর্শন করিলে, এইরূপ করুণা করিয়া আমাকে সর্ব্বদা রক্ষা করিও প্রভু ! আমি আর কখনও পাপীর সংস্রব রাখিব না।"

পরদিন যখন তিনি পুনরায় নগরের পথে বাহির হইলেন, তখন ভয়ে ভয়ে এদিক্ ওদিক্ তাকাইতে লাগিলেন। এমন সময় দেখিতে পাইলেন যে, গতকল্য তিনি যাহাকে বাঁচাইয়া দিয়াছিলেন, সেই ব্যক্তি আবার আর একজন কিবতীর হাতে মার খাইতেছে এবং আবার তাঁহারই সাহায্য চাহিতেছে! হজরত বিরক্ত হইয়া তাহাকে ধম্‌কাইয়া কহিলেন, "তুই ব্যাটা ভারি দুষ্ট! নহিলে তুই রোজ রোজ এমন করিয়া মার খাইবি কেন?"

কিন্তু তাহাকে ধম্‌কাইয়াও, হজরতের আবার দয়া হইল। হাজার হউক, স্বজাতীয় ত বটে! তখন হজরত তাহাকে উদ্ধার করিবার জন্য সেই কিবতীকে শাস্তি দিতে উদ্যত হইলেন। কিন্তু সে লোকটা ভাবিল, "ইনি ত এইমাত্র আমাকে ধম্‌কাইলেন; তবে বুঝি আমাকেই মারিতে আসিতেছেন"—এই ভাবিয়া সে কাতরস্বরে চীৎকার করিয়া উঠিল, এবং কহিল, "হে মূসা, কাল যেমন আপনি একটা মানুষ খুন করিয়াছেন, আজ তেমনি আমাকেও খুন করিবেন নাকি? সংসারে আপনি অত্যাচার করিতেই আসিয়াছেন, শান্তি রক্ষা করিবার জন্য নহে!"

এই কথা শুনিয়া সেই কিবতীটা মনে ভাবিল, "ওঃ হো! কল্য যে একজন কিবতী খুন হইয়াছে, সে-তবে এই মূসারই কাজ! যাই, বাদ-শাহকে বলি গিয়া।" এই ভাবিয়া সে তৎক্ষণাৎ ফেরাউনকে গিয়া সমস্ত নিবেদন করিল!

ফেরাউন তখন বুঝিতে পারিলেন, মূসা গোপনে গোপনে কিবতী-দিগের অনিষ্টের চেষ্টায় আছেন, এবং ওদিকে বনি-ইস্‌রাইলগণেরও সাহায্য করিতেছেন। অতএব তিনি তাঁহার সভাসদগণের সঙ্গে পরামর্শ করিয়া, হজরত মূসা 'আলায়হেস্‌-সালামের প্রাণদণ্ডের আজ্ঞা দিলেন।

এদিকে বাদশাহ-পরিবারের একজন ধার্ম্মিক আল্লাহ্-বিশ্বাসী ব্যক্তি ছুটিয়া গিয়া হজরতকে সাবধান করিয়া দিল, এবং অবিলম্বে মিসরদেশ ত্যাগ করিয়া যাইতে কহিল।

হজরত তখন আল্লাহ্-তা'লার নিকট আরজ করিলেন, "প্রভু আমার! এই অসৎ লোকদিগের হস্ত হইতে আমাকে পরিত্রাণ কর।" এই বলিয়া তিনি মাদায়েন সহরের অভিমুখে প্রস্থান করিলেন।

ফেরাউনের অনুচরেরাও অবিলম্বে তাঁহার পশ্চাদ্ধাবন করিল।

বিবাহ

চলিতে চলিতে হজরত তিন রাস্তার এক মোড়ের উপর আসিয়া উপস্থিত হইলেন। এখন কোন্ দিকে যাইবেন? আল্লাহ্-তা'লার উপর নির্ভর করিয়া তিনি মধ্যস্থলের রাস্তাটি ধরিয়া দ্রুতপদে চলিতে লাগিলেন। আল্লাহ্-তা'লার অপার করুণায় হজরত এ যাত্রা রক্ষা পাইলেন। যাহারা তাঁহার পশ্চাদ্ধাবন করিয়াছিল, তাহারা দুইভাগ হইয়া দুই প্রান্তের দুইটি রাস্তা ধরিয়া চলিয়া গেল; সুতরাং তাহারা হজরতের কোনই সন্ধান পাইল না।

ক্রমাগত কয়েকদিন চলিয়া হজরত মাদায়েন সহরের এক ইন্দারার নিকট আসিয়া উপস্থিত হইলেন। তথায় দেখিতে পাইলেন, একদল পুরুষ তাহাদের মেষগুলিকে জলপান করাইতেছে, এবং দুইটি যুবতী তাহাদের মেষগুলি লইয়া দূরে দাঁড়াইয়া আছে।

হজরত সেই যুবতীদ্বয়কে জিজ্ঞাসা করিলেন, "তোমরা যে তফাতে দাঁড়াইয়া রহিয়াছ?" তাহারা উত্তর করিল, "পুরুষেরা মেষপাল লইয়া চলিয়া না গেলে, আমরা কেমন করিয়া ইন্দারায় যাই? আমাদের পিতা অতিশয় বৃদ্ধ; তিনি ত আসিতে পারেন না।"

এই কথা শুনিয়া হজরত মূসা 'আলায়হেস্-সালাম নিজে জল তুলিয়া উহাদের মেষগুলিকে পান করাইয়া দিলেন। যুবতীদ্বয় তাহাদের মেষপাল লইয়া চলিয়া গেল। হজরত এক ঝোপের ছায়ায় বসিয়া বিশ্রাম করিতে লাগিলেন।

কিয়ৎক্ষণ পরে সেই যুবতীদ্বয়ের একটি ফিরিয়া আসিয়া হজরতকে কহিল, "আমার পিতা আপনাকে দাওয়াত করিয়াছেন। আপনি যে আমাদের জন্য পানি তুলিয়া দিয়াছেন, তজ্জন্য তিনি আপনাকে পারিশ্রমিক দিতে চাহেন।"

হজরত সেই যুবতীর সহিত তাহাদের গৃহে গেলেন, এবং তাহার বৃদ্ধ পিতার সহিত সাক্ষাৎ করিলেন। সেই বৃদ্ধও একজন নবি ছিলেন, এবং তাঁহার নাম ছিল হজরত শো'য়েব 'আলায়হেস্-সালাম। বৃদ্ধ নবির সম্মুখে দস্তরখানের উপর আহার্য্য প্রস্তুত ছিল; তিনি হজরত মূসা 'আলায়হেস্-সালামকে আহারে বসিতে অনুরোধ করিলেন।

হজরত ইতস্ততঃ করিয়া কহিলেন, "আহারে বসিতে আমার বড়ই সঙ্কোচ বোধ হইতেছে; কারণ ইহা আমার পারিশ্রমিক বলিয়া গণ্য হইতে পারে। যে পবিত্র কুলে আমার জন্ম, তাহার কোন ব্যক্তি কখনও দানের প্রতিদান গ্রহণ করেন নাই।"

তদুত্তরে হজরত শো'য়েব 'আলায়হেস্-সালাম কহিলেন, "না, না; এ অতিথি-সৎকার মাত্র। অতিথিকে অন্নদান করাই আমার ও আমার পূর্ব্বপুরুষগণের সনাতন রীতি।" এই কথা শুনিয়া হজরত মূসা 'আলায়হেস্-সালাম নিঃসঙ্কোচে আহারে বসিয়া গেলেন।

আহারান্তে হজরত মূসা 'আলায়হেস্-সালাম বৃদ্ধ নবি সাহেবের নিকট স্বীয় জীবন-কাহিনী বর্ণন করিলেন; এবং কিরূপে তিনি অনিচ্ছাসত্ত্বেও একজন কিবতীকে হত্যা করিয়াছিলেন, এবং কিবতীরা কিরূপে তাঁহার

প্রাণ সংহারের জন্য পশ্চাদ্ধাবন করিয়াছিল, তাহা খুলিয়া কহিলেন। এই সকল বৃত্তান্ত শুনিয়া হজরত শো'য়েব 'আলায়হেস্-সালাম তাঁহাকে সান্ত্বনা দিয়া কহিলেন, "আর তোমার কোনই ভয় নাই; তুমি সেই দুষ্টদিগের হাত এড়াইয়া আসিয়াছ।"

অতঃপর বৃদ্ধ নবি সাহেবের যে কন্যাটি হজরত মূসা 'আলায়হেস্-সালামকে ডাকিয়া আনিয়াছিল, সে পিতাকে কহিল, "বাবাজান, এই লোকটিকে আমাদের মেষ চরাইবার জন্য রাখিলে হয় না? লোকটি বেশ বলবান ও বিশ্বাসী বলিয়া বোধ হইতেছে।"

এই কথায় কন্যার মনোভাব অবগত হইয়া বৃদ্ধ নবি সাহেব হজরত মূসা আলায়হেস্-সালামকে কহিলেন, "সত্যই আমার ইচ্ছা হইতেছে যে, তোমার সহিত আমার একটি কন্যার বিবাহ দি। কিন্তু তৎপূর্ব্বে তোমাকে ৮ বৎসর কাল বেতন লইয়া মেষ চরাইতে হইবে। যদি ১০ বৎসর চরাও, তাহা হইলে আমার যে কন্যাটি তোমার পসন্দ হইবে, সেইটিকেই তোমার সহিত বিবাহ দিব।"

হজরত মূসা 'আলায়হেস্-সালাম এই সর্ত্তেই বৃদ্ধ নবি সাহেবের বেতনভোগী মেষ-পালক হইয়া রহিলেন; এবং দশ বৎসর কাল মেষ চরাইয়া, যে কন্যাটি তাঁহাকে গৃহে ডাকিয়া আনিয়াছিল, তাহাকেই বিবাহ করিলেন।

নবুয়ত

বিবাহ করিয়া কিছুকাল পরম শান্তির সহিত মাদায়েনে বসবাস করিবার পর, হজরত মূসা 'আলায়হেস্-সালামের জননীর সহিত সাক্ষাৎ করিবার বাসনা হইল। অতঃপর একদিন হজরত তাঁহার শ্বশুরের নিকট হইতে বিদায় লইয়া পত্নীসহ মিসর অভিমুখে যাত্রা করিলেন।

মিসরের পথে তূয়া নামক এক উপত্যকায় উপস্থিত হইয়া হজরত পথ হারাইয়া বসিলেন। ক্রমে রাত্রি হইল, অন্ধকার ঘনাইয়া আসিল ; পথেরও আর কোন সন্ধান হইল না। ওদিকে আর এক বিপদ উপস্থিত হইল। হজরতের বিবি প্রসব বেদনায় অভিভূত হইয়া পড়িলেন ; এবং যথাসময়ে একটি পুত্র সন্তান ভূমিষ্ঠ হইল। সে রাত্রি যেমন ঘোর অন্ধকার ছিল, তেমনই প্রচণ্ড শীত পড়িতেছিল। বিবির শুশ্রুষার জন্য অগ্নির প্রয়োজন ; কিন্তু এখন তাহা কোথায় পাওয়া যায় ? এইরূপ চিন্তা করিতেছেন, এমন সময় হজরত দূরে একটি অগ্নিশিখা দেখিতে পাইলেন। তখন তিনি পত্নীকে কহিলেন, "তুমি এইখানে একটু অপেক্ষা কর, আমি দূরে আগুণ দেখিতে পাইতেছি ; দেখি, যদি একখানা জ্বলন্ত কাঠ আনিতে পারি।" এই বলিয়া তিনি সেই দিকে ধাবিত হইলেন।

কিয়দ্দূর অগ্রসর হইয়া হজরত দেখিতে পাইলেন, একটি কাঁটা-ঝোপের মধ্যে আগুন জ্বলিতেছে। তিনি উহার নিকটবর্ত্তী হইবামাত্র

সেই ঝোপের দক্ষিণ দিক্ হইতে তাঁহাকে লক্ষ্য করিয়া এক গম্ভীর শব্দ উত্থিত হইল।

"হে মূসা, আমিই সেই আল্লাহ্! তোমার প্রভু ও দুনিয়া-জাহানের মালেক!"

ভয়ে, বিস্ময়ে এবং ভক্তিতে হজরতের সর্ব্বশরীর রোমাঞ্চিত হইল!

"আমি তোমার স্বজাতীয়গণের মধ্য হইতে তোমাকেই নির্ব্বাচিত করিয়াছি; তুমি নবি হইয়া জগতে সত্য ধর্ম্মের আলোক বিকীরণ কর!"

হজরত আশ্বস্ত হইলেন; কিন্তু নবি হইলেন কিরূপে, তদ্বিষয়ে তাঁহার সংশয়ের ভাব উদিত হইল।

তৎক্ষণাৎ আবার শব্দ হইল,—

"তোমার দক্ষিণ হস্তে উহা কি, মূসা?"

হজরত কহিলেন, "ইহা আমার লাঠি; আমি ইহাতে ভর করিয়া চলি, গাছের পাতা ভাঙ্গিয়া মেষগুলিকে খাওয়াই—এই সব করি।"

আল্লাহ্ কহিলেন, "উহা মাটিতে ফেলিয়া দেও দেখি?"

যেই হজরত লাঠিখানা মাটিতে ফেলিয়া দিলেন, অমনি উহা একটা বৃহৎ সাপ হইয়া ছুটিয়া বেড়াইতে লাগিল!

আল্লাহ্ কহিলেন, "ভয় নাই! তুমি উহাকে ধরিয়া ফেলিলেই আবার লাঠি হইয়া যাইবে।"

হজরত যেমন সাহস করিয়া সাপটাকে ধরিয়া ফেলিলেন, অমনি উহা পূর্ব্ববৎ লাঠি হইয়া তাঁহার হাতের মধ্যে রহিয়া গেল।

আল্লাহ্ আবার কহিলেন—"তোমার দক্ষিণ হস্ত বাম বগলের নীচে চাপিয়া ধর। পুনরায় যখন বাহির করিবে, তখন দেখিবে, তোমার হস্ত উজ্জ্বল শুভ্র বর্ণ ধারণ করিয়াছে। ইহা তোমার নবূয়তের আর এক নিদর্শন।

"এখন যাও, ফেরাউনের নিকট গিয়া সত্য ধর্ম্ম প্রচার কর। তাহার অধর্ম্মের মাত্রা দিন দিন বৃদ্ধি পাইতেছে।"

হজরত কহিলেন, "প্রভু আমার! আমার হৃদয়ে বল দেও, যেন আমি তোমার কাজ সহজে সমাধা করিতে পারি। আমার জিহ্বার জড়তা দূর করিয়া দেও, প্রভু! যেন আমি তোমার কথা অবাধে প্রচার করিয়া যাইতে পারি।

"আমার ভ্রাতা হারুণকে আমার সহকারী করিয়া দেও; যেন আমরা উভয়ে অধিক বলে বলীয়ান হইয়া জগতে তোমার নামের মহিমা সম্যক্ প্রচার করিতে পারি, এবং তোমাকে একান্তমনে স্মরণ করিতে পারি। তুমি ত আমাদের মনের কথা জান, প্রভু!"

আল্লাহ্-তা'লা কহিলেন, "হে মূসা, তোমার প্রার্থনা আমি পূর্ণ করিলাম।

"পূর্ব্বেও আমি তোমার প্রতি একবার অনুগ্রহ করিয়াছি। তোমার জননীকে বলিয়াছি, উহাকে ভোলায় করিয়া নদীতে ভাসাইয়া দেও। নদী উহাকে তীরে আনিয়া ফেলিবে, এবং আমার এক শত্রু, এবং উহারও শত্রু, উহাকে উঠাইয়া লইবে। আমি যে তোমাকে আমার ভালবাসার পাত্র করিয়াছি; তোমাকে আমার সম্মুখে রাখিয়া গড়িয়া তুলিয়াছি।

"যখন তোমার ভগ্নী গিয়া জিজ্ঞাসা করিল, উহাকে স্তন্যপান করাইতে পারিবে, এমন একজন ধাত্রী আনিয়া দিব কি? তখন আমি তোমাকে তোমার জননীর ক্রোড়ে ফিরাইয়া দিলাম, যেন তাহার নয়নে আনন্দ ফুটিয়া উঠে, এবং তাহার মনে কোন খেদ না থাকে!

"আবার তুমি যখন এক ব্যক্তিকে হত্যা করিলে, তখন আমি তোমাকে আসন্ন বিপদ হইতে উদ্ধার করিলাম। এতদ্ভিন্ন তোমাকে আমি আরও পরীক্ষায় ফেলিয়াছি, এবং তাহাতে উত্তীর্ণও করিয়াছি।

"তুমি বহু বৎসর যাবৎ মাদায়েনে ছিলে; পরে, হে মূসা, তুমি আমারই ইচ্ছায় এই স্থানে আসিলে।

"আমার কার্য্যের জন্য আমি তোমাকে নির্ব্বাচিত করিয়া লইয়াছি।

"অতএব যাও, তুমি এবং তোমার ভ্রাতা আমার নিদর্শন সঙ্গে লইয়া যাও; কিন্তু আমাকে স্মরণ করিতে যেন শৈথিল্য করিও না।

"তোমরা ফেরাউনের নিকট গমন কর; সে বড়ই অধার্ম্মিক হইয়া উঠিয়াছে।

"কিন্তু তোমরা তাহার সহিত বিনীত ভাবে কথা কহিও; তোমাদের কথায় তাহার মনে ভাবনা অথবা ভয়ের সঞ্চার হইলেও হইতে পারে।"

অতঃপর আল্লাহ্-তা'লার আদেশ শিরোধার্য্য করিয়া হজরত মূসা পত্নীর নিকট ফিরিয়া আসিলেন, এবং দেখিলেন যে, তাঁহার পত্নী আল্লাহ্-তা'লার অসীম অনুগ্রহে সম্পূর্ণরূপে সুস্থ হইয়াছেন। অবশেষে রাত্রি প্রভাত হইলে তিনি সপরিবারে মিসর অভিমুখে যাত্রা করিলেন।

আল্লাহ্-তা'লার হুকুমে ভ্রাতা হজরত হারুণ 'আলায়হেস্-সালামের সহিত পথেই তাঁহার সাক্ষাৎ হইল। অতঃপর নবি-ভ্রাতাদ্বয় একত্রে মিসরের রাজধানীতে গিয়া উপনীত হইলেন।

প্রচার

"হে ফেরাউন, সত্য ধর্ম্ম প্রচার করিবার জন্য আমি প্রভু আল্লাহ্‌-তা'লা কর্ত্তৃক আপনার নিকট প্রেরিত হইয়াছি। আমি সত্য ভিন্ন মিথ্যা কহিতেছি না; প্রভু আমাকে নিদর্শন দিয়াই পাঠাইয়াছেন। অতএব বনি-ইস্‌রাইলগণকে মুক্তি দেওয়া হউক, আমি উহাদিগকে লইয়া যাই।"

ফেরাউন কহিলেন, "কি নিদর্শন তুমি আনিয়াছ? যদি তুমি সত্যবাদী হও, তবে আন তোমার নিদর্শন, দেখা যাউক।"

তখন হজরত হাতের লাঠিখানি মাটিতে ফেলিয়া দিলেন, অমনি উহা একটা সাপ হইয়া গেল!

পরে যখন হজরত বগলের নীচে হইতে হাত বাহির করিলেন, তখন সকলে দেখিল, উহা উজ্জ্বল শুভ্র বর্ণ ধারণ করিয়াছে!

তখন ফেরাউনের সভাসদেরা বলিয়া উঠিল—"বাঃ, এ-ত' দেখি ভয়ানক একজন যাদুকর! যাদুর চোটে শেষে আমাদের বাদ্‌শাহকে পর্য্যন্ত দেশছাড়া করিবে, দেখিতেছি।"

ফেরাউন জিজ্ঞাসা করিলেন, "তাহা হইলে এ দুজনকে লইয়া এখন কি করা যায়?" সভাসদেরা কহিল, "এখন ইহাদিগকে বিদায় দিয়া, রাজ্যে যত বড় বড় যাদুকর আছে, সকলকে ডাকিয়া পাঠান হউক। তাহারা আসিলে পর ইহাদের সঙ্গে পাল্লা লাগাইয়া দেওয়া যাইবে।"

অতঃপর ফেরাউনের রাজ্যে যেখানে যত বড় বড় নামজাদা যাদুকর ছিল, সকলের নিকট পরওয়ানা গেল। পরওয়ানা পাইয়াই তাহারা দলে দলে, তাহাদের যন্ত্র-পাতি, মাল-মসলা প্রভৃতি লইয়া, উপস্থিত হইতে লাগিল। দরবারে যাদুকরদের হাট বসিয়া গেল!

সকলে একত্র হইলে, ফেরাউন হজরত ও তাঁহার ভ্রাতাকে ডাকিয়া পাঠাইলেন। তাঁহারা আসিলে, যাদুকরেরা দেখিল, তাঁহাদের হাতে কোন যন্ত্রপাতিও নাই, মালমস্‌লাও নাই। তাহারা মনে করিল, "এঃ, এরা আবার কি যাদুর খেলা দেখাইবে? আমরা এক ফুঁয়েই ইহাদিগকে হারাইয়া দিব!"

এই ভাবিয়া তাহারা বাদশাহ্‌কে কহিল, "উহাদিগকে হারাইতে পারিলে খুব বড় রকমের বখ্‌শিশ্‌ পাইব ত?" বাদশাহ্‌ কহিলেন, "নিশ্চয়ই! তোমাদিগকে আমার পার্শ্বচর করিয়া রাখিব।"

উৎসাহ পাইয়া তাহাদের একজন বুক ফুলাইয়া গিয়া হজরতকে কহিল, "হয় তুমি তোমার লাঠি আগে ফেল, না হয়, বল ত, আমাদের যা আছে আমরাই ফেলি।"

হজরত বলিলেন, "ফেল তোমরাই আগে।" তখন সেই যাদুকর এক আশ্চর্য্য খেলা দেখাইল। কতকগুলি লম্বা লম্বা কাঠের লাঠি মাটিতে ফেলিয়া দিল, অমনি সেগুলা ঠিক সাপের মত আঁকিয়া বাঁকিয়া একটার উপর দিয়া আর একটা যাওয়া আসা করিতে লাগিল! দূর হইতে দেখিয়া সকলে "বাহ্‌বা! বাহ্‌বা!" বলিয়া চীৎকার করিয়া উঠিল। হর্‌দম্‌ হাততালি পড়িতে লাগিল।

কিন্তু এ খেলাতে উহারা কেবল লোকের চোখে ধূলা দিয়াই গেল। লাঠিগুলা ঠিক লাঠিই ছিল, একটুও সাপ হইয়া যায় নাই। যাদুকরেরা লাঠির সঙ্গে দড়ি বাঁধিয়া খুব কায়দার সহিত টান দিতেছিল, সেইজন্য

বোধ হইতেছিল যেন সেগুলা সাপের মতই নড়া-চড়া করিতেছে। তাহাদের হাতের বেশ সাফাই ছিল, তাই দর্শকেরা ভয়ানক রকম ঠকিয়া গেল।

তখন আল্লাহ্-তা'লার আদেশে হজরত মূসা 'আলায়হেস্-সালাম তাঁহার লাঠিখানি মাটিতে ফেলিয়া দিলেন। তৎক্ষণাৎ উহা একটা প্রকাণ্ড সাপ হইয়া, যাদুকরদিগের ভুয়া সাপগুলি দড়া-দড়ি সমেত গিলিয়া ফেলিল! দর্শকগণের হাতের তালি হাতেই রহিয়া গেল। ভয়ে ও বিস্ময়ে সমস্ত রাজসভা যেন স্তম্ভিত হইয়া রহিল।

যাদুকরদিগের ভেল্কি এইরূপে ধরা পড়িয়া যাওয়ায় তাহারা হতভম্ব হইয়া গেল; এবং আর দিশা না পাইয়া একেবারে হজরতের পায়ের উপর গিয়া পড়িল, এবং উচ্চৈঃস্বরে কহিতে লাগিল, "যিনি দুনিয়া-জাহানের প্রতিপালক এবং যিনি মূসা ও হারুনের প্রভু, সেই আল্লাহ্-তা'লার উপর আমরা ঈমান আনিতেছি!"

যাহাদের সাহায্যে হজরতকে ঠকাইবেন, তাহারাই হার মানিয়া বসিল। ফেরাউন ভয়ানক ক্ষেপিয়া গেলেন। "কি! আমার বিনা হুকুমেই তোরা বিশ্বাস করিলি, এত বড় আস্পর্দ্ধা তোদের! সহরের লোকগুলাকে ভুলাইবার জন্য এই ফন্দি আঁটা হইয়াছে, না? দাঁড়া, মজা দেখাচ্ছি তোদের। আগে তোদের হাত পা কুড়াল দিয়া কাটিয়া ফেলিব; তারপর শূলে দিব, তবে ছাড়িব!"

যাদুকরেরা কহিল, "মরিলে ত আমরা আমাদের প্রভুর কাছেই ফিরিয়া যাইব; কেননা, তাঁহার নিদর্শন দেখিয়া আমরা ঈমান আনিয়াছি, আর আপনি তজ্জন্য আমাদিগকে শাস্তি দিতেছেন।

"প্রভো! আমাদের অন্তরে ধৈর্য্য দাও, যেন আমরা দীন-ইস্‌লামে ঈমান রাখিয়াই মরিতে পারি!"

ইহাদের দৃঢ়তা দেখিয়া ফেরাউন যেন কিছু দমিয়া গেলেন; শাস্তি দিতে আর সাহস করিলেন না। কিন্তু তিনি হজরত মূসা 'আলায়হেস্-সালামের উপর এমনই চটিয়া গেলেন যে, তাঁহাকে হত্যা করিতে বদ্ধ-পরিকর হইলেন।

সকলে মিলিয়া মন্ত্রণায় বসিয়া গেল। ফেরাউন কহিলেন, "তোমরা যা-ই বল না কেন, আমি মূসাকে মারিয়াই ফেলিব। আমার ভয় হয়, এ ব্যক্তি তোমাদের সকলের ধর্ম্ম নষ্ট করিয়া দিবে, এবং রাজ্যে অত্যাচার ও অনাচারের সৃষ্টি করিবে।" তদুত্তরে কেহ কেহ কহিল, "ঠিক্, ঠিক্! উহাকে মারিয়া ফেলাই উচিত; তাহা হইলে আপদ চুকিয়া যাইবে।"

কিন্তু ফেরাউনের পরিবারে একজন প্রকৃত ঈমানদার ব্যক্তি ছিলেন। তিনি গোপনে আল্লাহ্-তা'লার প্রতি বিশ্বাস স্থাপন করিয়াছিলেন। তিনি কহিতে লাগিলেন, "দেখিতেছি, ইনি প্রভু আল্লাহ্-তা'লার স্পষ্ট নিদর্শন লইয়াই আমাদের নিকট আসিয়াছেন; এবং বলিতেছেন, সেই আল্লাহ্-তা'লাই তাঁহার প্রভু। আপনি না হয় সে কথা বিশ্বাস না-ই করিলেন; কিন্তু সেজন্য কি তাঁহার প্রাণবধ করাটা ভাল হয়? যদি তিনি মিথ্যা কহিয়া থাকেন, তাহার শাস্তি ত তিনিই পাইবেন, আপনার আমার কি? কিন্তু যদি বাস্তবিক তাঁহার কথা সত্যই হয়, তাহা হইলে শাস্তিটা ত উল্টা আপনার স্কন্ধেই পড়িবে!"

এই কথা শুনিয়া ফেরাউন তাঁহার সহিত তর্ক যুড়িয়া দিলেন; কিন্তু হাজার তর্ক করিয়াও ফেরাউন তাঁহার মত ফিরাইতে পারিলেন না। বরং সেই ঈমানদার ব্যক্তিই বাদশাহ্‌কে খুব কড়া কড়া কথা শুনাইয়া দিয়া গেলেন।

বাদশাহ্ মহা ফাঁপরে পড়িলেন। শেষে তাঁহার আপন পরিবারেও মূসার ধর্ম্ম ঢুকিয়া বসিল! নাঃ, ইহার মূলোচ্ছেদ না করিলে আর চলিতেছে না। এইরূপ সঙ্কল্প করিয়া তিনি সেই ঈমানদার লোকটিকে গ্রেফ্তার করিয়া আনিবার জন্য হুকুম দিলেন।

সেই লোকটি কিন্তু দরবার ছাড়িয়া সটান পাহাড়ের দিকে চলিয়া গিয়াছিলেন। তাঁহার আর পাপিষ্ঠ ফেরাউনের রাজ্যে বাস করিবার প্রবৃত্তি ছিল না। পাহাড়ের মধ্যে একটি নির্জ্জন স্থানে গিয়া তিনি আল্লাহ্-তা'লার উপাসনায় বসিয়া গেলেন। তিনি সঙ্কল্প করিয়াছিলেন, এইরূপ নির্জ্জনে আল্লাহ্-তা'লাকে ডাকিতে ডাকিতেই জীবনের অবশিষ্ট কাল কাটাইয়া দিবেন।

ফেরাউনের লোকেরা তাঁহার পশ্চাদ্ধাবন করিয়া সেই পাহাড়ে গিয়া উঠিল। কিন্তু সহজে তাঁহাকে খুঁজিয়া পাইল না। অনেক অনুসন্ধানের পর তাহারা দেখিতে পাইল, দূরে এক নির্জ্জন স্থানে তিনি বসিয়া আছেন। এইবার ফেরার আসামীকে গ্রেফ্তার করিতে পারিবে মনে করিয়া আনন্দে উহারা দৌড়িয়া সেই দিকে গেল।

কিন্তু যেমন তাহারা নিকটে গিয়াছে, অমনি দেখিতে পাইল, শত শত বাঘ-ভালুক হাঁ করিয়া তাহাদের দিকে তাকাইয়া আছে! দেখিয়াই তাহাদের আক্কেল-গুড়ুম্ হইয়া গেল! আর কিসের আসামী ধরা! "ওরে বাপ্‌রে, ধল্লেরে, খেলেরে!" বলিতে বলিতে সকলে পিছন ফিরিয়া ঊর্দ্ধশ্বাসে দৌড় মারিল।

লোকগুলা আতঙ্কে এমনই দিশাহারা হইয়া গিয়াছিল যে, দৌড়িয়া পাহাড় হইতে নামিতে গিয়া হুড়্মুড়্ করিয়া এ-উহার ঘাড়ে পড়িতে

লাগিল ! অবশেষে সকলে জড়াজড়ি করিয়া গড়াইতে গড়াইতে নামিয়া চলিল, দৌড়িয়া নামিবার আর দরকার হইল না ! কাহারও হাত পা ভাঙ্গিল, কাহারও ঘাড় মটকাইয়া গেল ; কেহ বা মাথা ফাটিয়া সেই খানেই মরিয়া রহিল !

অবশিষ্ট যে কয়জন ফিরিয়া আসিল, ফেরাউন রাগিয়া তাহাদিগকে শূলে দিলেন !

———

ফেরাউনের শাস্তি

ফেরাউন ত কোন মতেই হজরত মূসা 'আলায়হেস্-সালামকে, বা তাঁহার শিষ্যগণকে জব্দ করিতে পারিলেন না। অবশেষে তিনি আবার পূর্ব্বের ন্যায় বনি-ইস্রাইলগণের পুত্র সন্তানগুলি হত্যা করিতে আদেশ দিলেন।

তখন বনি-ইস্রাইলগণ হজরতের নিকট গিয়া করুণস্বরে বিলাপ করিতে লাগিল। হজরত কহিলেন, "তোমরা অধীর হইও না; আল্লাহ্-তা'লার সহায়তা প্রার্থনা কর। পৃথিবী ত আল্লাহ্-তা'লার! যাহার উপর তাঁহার মরজি হয়, তাহাকেই তিনি ইহার উত্তরাধিকারী করিয়া থাকেন। যাহারা ধর্ম্মভীরু, সুফল তাহাদেরই ভাগ্যে ফলিয়া থাকে।"

বনি-ইস্রাইলগণ কহিতে লাগিল, "হে মূসা, আপনার আগমনের পূর্ব্বেও আমরা এইরূপ নির্য্যাতন ভোগ করিয়াছি; এবং এখনও সেইরূপ ভোগ করিতেছি।" তদুত্তরে হজরত কহিলেন, "হয়-ত আল্লাহ্-তা'লা তোমাদের শত্রুকে সংহার করিয়া তাহার রাজ্য তোমাদিগকেই দান করিতে পারেন।" এই আশ্বাস বাক্যে বনি-ইস্রাইলেরা সান্ত্বনা লাভ করিয়া ফিরিয়া গেল।

এই সময়ে ফেরাউনের রাজ্যে একবার দুর্ভিক্ষ দেখা দিল। ক্ষেত্রে আর শস্য জন্মিল না; বৃক্ষেও আর ফল ধরিল না। ফেরাউনের অনুগত

লোকেরা কহিতে লাগিল, "এ সকল দৈব উপদ্রব কেবল মুসার রাশি দোষেই ঘটিতেছে।" তাহারা গিয়া হজরতকে বলিয়া আসিল, "তুমি ভেল্কিই দেখাও, আর যাদুই ঝাড়, তোমার কথার একবর্ণও আর আমরা বিশ্বাস করিতেছি না!"

আল্লাহ্-তা'লার কোন নিদর্শনই যখন পাপিষ্ঠেরা মানিল না, তখন রাজ্যে একে একে নানা উপদ্রব আরম্ভ হইল। প্রথমে আসিল এক প্রবল বন্যা। বাড়ীঘর সমস্ত ডুবিয়া গেল, লোকের জিনিষপত্র ভাসিয়া গেল; সাত দিন যাবৎ কাহারও হাঁড়ি চড়িল না!

তাহার পর সমস্ত রাজ্য জুড়িয়া কোটি কোটি পঙ্গপাল আসিয়া পড়িল, এবং ঘর দুয়ার বাগান ক্ষেত বন জঙ্গল সমস্ত ছাইয়া ফেলিল। গাছের পাতা, ফুল, ফল, ক্ষেতের শস্য, কিছুই আর রহিল না; পঙ্গপালে সব উজাড় করিয়া দিল!

দেশ ছারখার করিয়া যখন পঙ্গপালের দল চলিয়া গেল, তখন আসিল উকুন, ছারপোকা, পিঁপড়া, শুঁয়া প্রভৃতি ছোট ছোট পোকা। ইহারা দলে দলে লোকের গায়ে উঠিতে লাগিল। ঝাড়িলেও যায় না; অন্য দিক্ হইতে সুড়সুড় করিয়া গা বাহিয়া উঠে! ঘরে বাহিরে পোকায় মানুষকে বিব্রত করিয়া তুলিল। দরজা বন্ধ করিয়াও নিস্তার নাই; কোথা হইতে পোকা আসিয়া গায়ে উঠে, তাহা কেহ ঠিক করিতে পারে না। পোকার যন্ত্রণায় মানুষগুলা পাগলের মত দিশাহারা হইয়া ছুটিয়া বেড়াইতে লাগিল।

পোকা গেল; ব্যাং আসিল। একটা নয়, দুইটা নয়, হাজারে হাজারে, লাখে লাখে ব্যাং আসিল! ঘরময়, উঠানময়, খালি থপ্-থপ্,

থপ্-থপ্ ! রান্নাঘরে ব্যাং, ভাতের থালায় ব্যাং ; কাপড়ে চোপড়ে ব্যাং, বিছানায় বালিসে ব্যাং ! এমন কি, ব্যাংএর জ্বালায় ফেরাউনেরও শোয়া বসা, খাওয়া দাওয়া পর্য্যন্ত বন্ধ হইল !

শেষে ব্যাংও গেল ; কিন্তু দেশের যেখানে যত জল ছিল, সমস্ত খারাপ হইয়া গেল। জলে কেবল রক্ত, টাট্‌কা, তাজা রক্ত ! জল খাইতে না পারিয়া লোকগুলা পিপাসায় মৃতপ্রায় হইল।

এই সকল স্পষ্ট জাজ্জ্বল্যমান নিদর্শন দেখিয়াও হতভাগারা আল্লাহ্-তা'লার উপর বিশ্বাস স্থাপন করিল না। এক একটা উপপ্লব আসে, অমনি সকলে গিয়া হজরত মূসা 'আলায়হেস্-সালামের খোসামদ করিতে থাকে। "হে মূসা, তোমার আল্লাহ্‌কে এ উৎপাত উঠাইয়া লইতে বল ; তাহা হইলে নিশ্চয়ই আমরা ঈমান আনিব, এবং বনি-ইস্-রাইলগণকে ছাড়িয়া দিব।" কিন্তু উৎপাতটা যেমন ঘুচিয়া যায়, অমনি আবার যে-কে-সেই ! আর তাহারা হজরতকে গ্রাহ্যও করে না।

কিন্তু আল্লাহ্-তা'লাকে আর কত কাল ফাঁকি দিবে ? অবশেষে একদিন, আল্লাহ্-তা'লার ইঙ্গিত পাইয়া, হজরত মূসা 'আলায়হেস্-সালাম সমস্ত বনি-ইস্‌রাইলগণকে সঙ্গে লইয়া, মিশর ত্যাগ করিয়া চলিলেন। ফেরাউন একথা জানিতে পারিয়া সদলবলে তাঁহাদের পশ্চাদ্ধাবন করিলেন।

হজরত যখন মিশর রাজ্য ছাড়িয়া লোহিত সাগরের তীরে আসিয়া উপস্থিত হইলেন, তখন ফেরাউনের দল তাঁহাদের খুব নিকটে আসিয়া পড়িয়াছে। সম্মুখে সাগর, পশ্চাতে শত্রু ; হজরত বিপদের বন্ধু আল্লাহ্‌কে স্মরণ করিলেন।

তখন আল্লাহ্-তা'লার অপার অনুগ্রহে লোহিত সাগরের জল সরিয়া গিয়া তলদেশস্থ শুষ্ক ভূমি দেখা দিল! হজরত অনুচরবর্গ সঙ্গে লইয়া শুষ্ক সাগরতল হাটিয়া পার হইয়া গেলেন, এবং পুনঃ পুনঃ কৃতজ্ঞ হৃদয়ে সেই ত্রাণকর্ত্তাকে ধন্যবাদ দিতে লাগিলেন।

এদিকে বনি-ইস্রাইলগণের পশ্চাৎ পশ্চাৎ ফেরাউনও সেই শুষ্ক সাগরতলে প্রবেশ করিয়াছিলেন। বনি-ইস্রাইলগণ যখন পারে গিয়া উঠিলেন, দলবলসহ ফেরাউন তখন সাগরের মধ্যস্থলে। ঠিক সেই সময় সাগরের জল উত্তাল তরঙ্গ তুলিয়া ভীষণ বেগে গর্জ্জন করিতে করিতে ছুটিয়া আসিল।

তাহার পর?

বনি—ইস্রাইল

আল্লাহ্-তা'লার অসীম অনুগ্রহে তখন সাগর পার হইয়া হজরত মূসা 'আলায়হেস্-সালাম বনি-ইসরাইলগণকে সঙ্গে লইয়া পূর্ব্বদিকে চলিলেন। অবশেষে তাঁহারা এক বিশাল প্রান্তরের মধ্যে আসিয়া পড়িলেন। সে স্থান ভীষণ মরুময়; কোথাও কোন খাদ্যদ্রব্য পাওয়া যায় না। তাহার উপর রৌদ্রের তাপ এমন প্রখর যে, মানুষ কেন, সেখানে কোন প্রাণীই তিষ্ঠিতে পারে না।

এই ভীষণ মরুভূমির মধ্যে পড়িয়াও আল্লাহ্-তা'লার অনুগ্রহে হজরতের ও তাঁহার অনুচরবর্গের কোন কষ্ট হইল না। আকাশে থাকে থাকে মেঘ দাঁড়াইয়া গেল, তাহাতে রৌদ্র নিবারণ হইল। আহারের জন্য আকাশ হইতে রাশি রাশি সুমিষ্ট মান্না পড়িতে আরম্ভ করিল এবং প্রবল বাতাস দলে দলে সল্ওা-পক্ষী উড়াইয়া আনিয়া ফেলিতে লাগিল! বনি-ইস্রাইলগণ মান্না কুড়াইয়া এবং সল্ওার কাবাব প্রস্তুত করিয়া খাইতে লাগিল।

আহার ত মিলিল, কিন্তু জল কোথায় পাওয়া যাইবে? জল না পাইলে এ মরুভূমির মধ্যে ত প্রাণ বাঁচিবে না! তখন হজরত মূসা 'আলায়হেস্-সালাম তাঁহার অনুচরগণের জন্য আল্লাহ্-তা'লার নিকট জল

প্রার্থনা করিতে লাগিলেন। অতঃপর আল্লাহ্-তা'লার আদেশে হজরত লাঠি দিয়া পাহাড়ের গায়ে আঘাত করিলেন, অমনি পাহাড় ফাটিয়া বারটি ঝরণা উৎসারিত হইল। ঝর্ ঝর্ করিয়া স্নিগ্ধ শীতল জল বহিয়া চলিল। বনি-ইস্‌রাইলগণ সেই জল পান করিয়া পরম পরিতোষ লাভ করিল।

অতঃপর আল্লাহ্-তা'লা হজরত মূসা 'আলায়হেস্-সালামের প্রতি আদেশ দিলেন যে, তাঁহাকে চল্লিশ দিন রোজা রাখিতে হইবে, এবং তৎপরে এক নির্দ্দিষ্ট সময়ে, পাহাড়ের উপর উঠিয়া আল্লাহ্-তা'লার আদেশের অপেক্ষা করিতে হইবে। তদনুসারে হজরত চল্লিশ দিন নিয়মিত রূপে রোজা রাখিয়া, নির্দ্দিষ্ট সময়ে পাহাড়ের দিকে চলিয়া গেলেন। যাইবার সময়ে ভ্রাতা হজরত হারুন 'আলায়হেস্-সালামকে বনি-ইস্‌রাইলদিগের মধ্যে তাঁহার প্রতিনিধি করিয়া রাখিয়া গেলেন।

হজরত যখন সেই নির্দ্দিষ্ট সময়ে পাহাড়ে উপস্থিত হইলেন, তখন আল্লাহ্-তা'লার সহিত তাঁহার বাক্যালাপ হইল। হজরত কহিলেন, "প্রভু আমার! তুমি আমার সম্মুখে প্রকাশিত হও, যেন আমি তোমাকে দেখিতে পাই।" আল্লাহ্ কহিলেন, "তুমি আমাকে দেখিতে পাইবে না; তবে এই পাহাড়ের দিকে চাহিয়া দেখ, আমি উহার নিকট প্রকাশিত হইলে যদি উহা স্বস্থানে স্থির থাকিতে পারে, তাহা হইলে তুমি আমাকে দেখিতে পাইবে।"

অতঃপর যখন আল্লাহ্ সেই পাহাড়ের নিকট প্রকাশিত হইলেন, তখন উহা একেবারে চূর্ণ বিচূর্ণ হইয়া গেল! হজরত মূসা 'আলায়হেস্-সালাম সে তেজ সহ্য করিতে না পারিয়া অজ্ঞান হইয়া পড়িলেন, এবং

যখন তাঁহার চৈতন্য হইল, তখন বলিয়া উঠিলেন "অনন্ত মহিমা তোমার, হে প্রভু! আমি তওবা করিতেছি, ও তোমার শরণ লইতেছি।"

আল্লাহ্-তা'লা কহিলেন, "হে মূসা, তোমাকে আমার কার্য্যের ভার দিয়া, এবং তোমার সহিত বাক্যালাপ করিয়া তোমাকে আমি লোক-সমাজে শ্রেষ্ঠ করিয়া রাখিয়াছি। অতএব আমি তোমাকে যাহা দান করিতেছি তাহা গ্রহণ কর এবং তজ্জন্য কৃতজ্ঞ হও।"

এই কথার পর হজরত মূসা 'আলায়হেস্-সালাম, আল্লাহ্-তা'লার নিকট হইতে এক কেতাব প্রাপ্ত হইলেন। এই কেতাবের নাম তওরাত শরীফ। আমাদের যেমন কোর্-আন মজিদ তওরাত শরীফ তেমনই ইহুদীদিগের প্রধান ধর্ম্ম পুস্তক।

উহাতে ধর্ম্ম বিষয়ের বহু উপদেশ লিখিত ছিল; এবং আল্লাহ্-তা'লার এই আদেশ ছিল যে, যাহারা ঐ সকল উপদেশ অনুসারে চলিবে তাহারা পরকালে শান্তি লাভ করিবে; কিন্তু উহা লঙ্ঘন করিলে কঠিন শাস্তি ভিন্ন আর কিছুই পাইবে না।

আল্লাহ্-তা'লার অনুশাসন লইয়া হজরত যখন পাহাড় অঞ্চল হইতে ফিরিয়া আসিলেন, তখন দেখিতে পাইলেন, বনি-ইস্রাইলেরা আল্লাহ্কে ভুলিয়া, দিব্য এক সোণার বাছুরের পূজায় লাগিয়া গিয়াছে। দেখিয়া তিনি রোষে ও দুঃখে অভিভূত হইয়া তাহাদিগকে তীব্র ভৎর্সনা করিতে লাগিলেন।

তাহারা কহিল, "হে মুসা, দোষ আমাদের নহে। যে সকল অলঙ্কার-পত্র ফেরাউনের দেশ হইতে আনা হইয়াছিল, সামিরীর পরামর্শে আমরা সেগুলি আগুণে ফেলিয়া দিয়াছিলাম। তাহার পর

সামিরী সেগুলাকে গলাইয়া, একটা আস্ত বাছুর গড়িয়া তুলিল। সেটা আবার হাম্বা হাম্বা করিয়া ডাকিতেও লাগিল। তখন সামিরী ও তাহার দলের লোক বলিতে লাগিল, 'এই তোমাদের খোদা'।"

হজরত সক্রোধে তাঁহার ভ্রাতাকে জিজ্ঞাসা করিলেন, "তুমি এখানে বসিয়া বসিয়া কি করিতেছিলে, হারুন? ইহাদিগকে এই পাপকর্ম্ম হইতে নিবৃত্ত করিতে পার নাই?"

হজরতের ভ্রাতা উত্তর করিলেন, "আমি ইহাদিগকে অনেক বুঝাইয়াছি ও ভয় দেখাইয়াছি; কিন্তু ইহাদিগকে কিছুতেই নিবৃত্ত করিতে পারি নাই।"

"আর সামিরী, তুমিই বা কি মতলবে বাছুর গড়িলে?" সামিরী কহিল, "আমি এক ফেরেশ্‌তাকে যাইতে দেখিলাম; আর কেহ তাহা দেখিতে পায় নাই। সেই ফেরেশ্‌তার পদচিহ্ন হইতে ধূলি উঠাইয়া সোণার বাছুরের মুখে ফেলিয়া দিলাম; অমনি সেটা ডাকিয়া উঠিল। ঐরূপ করিতে আমি আমার অন্তর হইতেই সাড়া পাইয়াছিলাম।"

"তবে তুই দূর হইয়া যা। তোর উপর এই শাস্তি হউক যে, যতদিন তুই বাঁচিয়া থাকিবি, ততদিন কেহ তোকে স্পর্শ করিবে না।"

এই বলিয়া হজরত সামিরীকে দূর করিয়া তাড়াইয়া দিলেন, এবং সেই বাছুরের মূর্ত্তিটা জ্বালাইয়া ভস্ম করিয়া নদীতে ফেলিয়া দিলেন।

তাহার পর হজরত সকলকে উপদেশ দিয়া কহিলেন, "তোমরা বাছুর-পূজা করিয়া ঘোরতর গোনাহ্‌গার হইয়াছ। অতএব তোমরা তওবা কর, এবং আল্লাহ্-তা'লার নিকট ক্ষমা প্রার্থনা কর। তোমাদিগের মধ্যে যাহারা এই পাপকার্য্যে অগ্রণী হইয়াছে, তাহাদিগের

প্রাণদণ্ড কর, তাহা হইলে পুনরায় তোমরা আল্লাহ্-তা'লার দয়ার অধিকারী হইতে পারিবে।"

পাপীগুলার যথারীতি শাস্তি দেওয়া হইলে পর, হজরত তাঁহার অনুচরগণের মধ্য হইতে ৭০ জনকে সঙ্গে লইয়া, প্রান্তরে গিয়া দণ্ডায়মান হইলেন, এবং আল্লাহ্-তা'লার নিকট ক্ষমা প্রার্থনা করিতে লাগিলেন। অতঃপর হজরতের প্রতি আকাশবাণী হইল ; তাঁহার অনুচরেরাও তাহা শুনিতে পাইল। কিন্তু তাহারা কহিল, "হে মূসা, আল্লাহ্-তা'লাকে প্রত্যক্ষ দেখাও, নহিলে আমরা বিশ্বাস করিব না।"

তখন জল, স্থল, অন্তরীক্ষ কাঁপাইয়া এক প্রচণ্ড শব্দ উত্থিত হইল। মনে হইল, যেন হঠাৎ আকাশ ভাঙ্গিয়া পৃথিবীর উপর আসিয়া পড়িল। সেই ৭০ জন লোকের কেহই সে শব্দ সহিতে পারিল না ; সবগুলা মরিয়া ধরাশায়ী হইল।

তখন হজরত আল্লাহ্-তা'লার নিকট ইহাদের জীবন ভিক্ষা চাহিলেন ; তাহাতে আল্লাহ্-তা'লা তাহাদিগকে পুনর্জ্জীবিত করিয়া দিলেন !

কিন্তু এত স্পষ্ট নিদর্শন পাইয়াও বনি-ইস্‌রাইলেরা আল্লাহ্ তা'লার প্রতি সম্পূর্ণ আস্থা স্থাপন করিতে শিখিল না। হজরত যখন তাহাদিগকে শামদেশে গমন করিবার জন্য আল্লাহ্-ত'লার আদেশ শুনাইলেন, তখন তাহারা সেখানে যাইতে চাহিল না। কহিল, সেখানে ভয়ানক ভয়ানক দৈত্যের বাস ; দৈত্যগুলা সে দেশ ছাড়িয়া না গেলে, তাহারা কিছুতেই তথায় যাইবে না।

হজরত তাহাদিগকে অনেক বুঝাইলেন ; বলিলেন, আল্লাহ্-তা'লার উপর নির্ভর করিয়া তথায় যাইবামাত্র দৈত্যেরা বশীভূত হইয়া পড়িবে।

কিন্তু তাহারা কিছুতেই একথা বিশ্বাস করিল না ; আল্লাহ্-তা'লার উপর নির্ভর করিতে কিছুতেই তাহাদের সাহসে কুলাইল না।

তখন আল্লাহ্-তা'লা তাহাদিগের এই অবিশ্বাসের শাস্তি বিধান করিলেন। তাঁহার আদেশ হইল, ৪০ বৎসর ধরিয়া ইহারা দিক্‌ভ্রান্ত হইয়া জঙ্গলে, পাহাড়ে ও মরুদেশে ঘুরিয়া বেড়াইবে ; কোন মতেই শাম-রাজ্যে প্রবেশ করিতে পারিবে না, অথবা কোন স্থানে শান্তির সহিত তিষ্ঠিতে পারিবে না।

কারূন

বনি-ইস্‌রাইলদিগের মধ্যে কারূন নামে এক প্রভূত ধনশালী ব্যক্তি ছিলেন। আল্লাহ্‌-তা'লা তাঁহাকে এত ধন দিয়াছিলেন যে, কেহই তাহা গণিয়া শেষ করিতে পারিত না। তাঁহার ধনরত্নের সিন্দুকই এত ছিল যে, তাহার চাবিগুলি বহিতে সত্তর জন বলবান পুরুষের দরকার হইত!

কারূন যে শুধু ধনীই ছিলেন, এমত নহে। বিদ্যাবুদ্ধিতেও তিনি বনি-ইস্‌রাইলদিগের মধ্যে সর্ব্বশ্রেষ্ঠ ছিলেন। তাঁহার বিশ্বাস ছিল যে, নিজের বুদ্ধিবলেই তিনি এই অতুল ধনের অধিকারী হইয়াছেন।

তাঁহার প্রাসাদটি কেবল নিভাঁজ সোণার পাতে মোড়া ছিল, এবং তাহার দরজাগুলি নীরেট সোণার। আর মণিমুক্তার ত কথাই নাই; যেন দুহাতে মুঠা মুঠা ছড়াইয়া রাখিয়াছে! দেখিলে শাদ্দাদের সেই বেহেশ্‌তের কথা মনে পড়িত।

কিন্তু কারূনের এক মহাদোষ ছিল, তিনি কাহাকেও কখন কিছু দান করিতেন না। পরের দুঃখ দেখিলে তাঁহার মন গলিত না; পরের উপকার তাঁহার দ্বারা কখনই হইত না। নিজের সুখ সচ্ছন্দতার জন্যই তিনি কেবল রাশি রাশি অর্থব্যয় করিতেন, এবং যাহা অবশিষ্ট থাকিত তাহা সঞ্চয় করিতেন। তিনি বলিতেন, "আমি নিজ বুদ্ধিবলে যাহা লাভ করিয়াছি, তাহা পরকে দিতে যাইব কেন?"

কারূন যখন হাওয়া খাইতে বাহির হইতেন, তখন শত শত অনুচর জম্‌কালো সাজ-সজ্জা করিয়া মহা আড়ম্বরের সহিত তাঁহার সঙ্গে সঙ্গে শোভাযাত্রা করিত। সেই বিচিত্র মিসিল দেখিয়া লোকে ভাবিত, "আহা, কারূনের মত ভাগ্য কি আমাদের হয় না! দুনিয়ার সুখ কারূনই ভোগ করিয়া লইল।" কিন্তু যাহারা জ্ঞানী, তাহারা কারূনের উদ্দেশে বলিত, "ধিক্ তোমাকে, কারূন! বিশ্বাসী, সৎকর্ম্মশীল, সাধু ব্যক্তিকে আল্লাহ্-তা'লা যে পুরস্কার দেন, তাহা তোমার এই পার্থিব সুখভোগ অপেক্ষা অনেক শ্রেষ্ঠ।"

ক্রমে কারূন বড়ই বিলাসপ্রিয় হইয়া উঠিলেন। নিজের আরামের জন্য, নিজের সুখের জন্য, তিনি যাহা ইচ্ছা তাহাই করিতে আরম্ভ করিলেন; এবং সেজন্য যতই অর্থব্যয় হউক না কেন, তাহাতে কুণ্ঠিত হইতেন না। অথচ দরিদ্র আত্মীয়স্বজন, প্রতিবেশী বা স্বজাতির জন্য তিনি একটি পয়সাও ব্যয় করিতে চাহিতেন না। তাঁহার চক্ষের উপর তাহারা অনাহারে মরিলেও তিনি তাহাদের প্রতি ভ্রূক্ষেপ করিতেন না।

তাঁহার পূর্ব্বগামী কত লোক তাঁহা-অপেক্ষাও কত অধিক ক্ষমতা-শালী, কত অধিক ধনী হইয়া গিয়াছে; কিন্তু অসাধু পথ অবলম্বন করায় আল্লাহ্-তা'লা তাহাদিগকে ধ্বংস করিয়াছেন। এ সকল কথা জানিয়া শুনিয়াও কারূন সৎপথে আসিলেন না; কাহারও সৎপরামর্শ গ্রহণ করিলেন না।

কিন্তু হজরত মূসা 'আলায়হেস্-সালাম ছাড়িবার পাত্র নহেন। তিনি ক্রমাগত কারূনকে ধর্ম্মোপদেশ দিতে লাগিলেন। ইহাতে কারূন তাঁহার উপর বড়ই বিরক্ত ও রুষ্ট হইলেন, এবং তাঁহাকে কষ্টে ফেলিবার জন্য ষড়যন্ত্র করিতে লাগিলেন। অবশেষে তাঁহার স্কন্ধে এক মিথ্যা দোষ চাপাইয়া সকলের নিকট নিন্দাবাদ সুরু করিয়া দিলেন। টাকার জোরে বাধ্য করিয়া একদল মিথ্যা সাক্ষীও খাড়া করিলেন।

এইরূপে ইহারা সকলে যখন হজরত মূসা 'আলায়হেস্-সালামকে উত্ত্যক্ত করিয়া তুলিল, তখন তিনি আল্লাহ্-তা'লার নিকট আরজ করিলেন, "এই মিথ্যাবাদীদের হাত হইতে আমাকে বাঁচাও, খোদা!"

আল্লাহ্ কহিলেন, "উহাদিগকে যেরূপ শাস্তি দিতে তোমার ইচ্ছা হয়, ভূমিকে সেইরূপ আদেশ কর।"

হজরত তদনুসারে ভূমিকে ডাকিয়া কহিলেন, "হে ভূমি, তুমি ইহাদিগকে গ্রাস করিয়া ফেল।" ভূমিও তৎক্ষণাৎ কারূন ও তাঁহার দলস্থ সকলকে গ্রাস করিতে আরম্ভ করিল।

তখন কারূন ত্রাসে কাঁপিতে কাঁপিতে হজরতকে পুনঃ পুনঃ কহিতে লাগিলেন, "দোহাই তোমার মূসা, আমার প্রতি কৃপা কর!" কিন্তু হজরত কিছুতেই সেই পাপিষ্ঠের কাতরোক্তিতে কর্ণপাত করিলেন না। তাঁহার হুকুমে ভূমি কারূনকে সদলবলে গ্রাস করিয়া ফেলিল!

আর সেই ধন-জন-পরিপূর্ণ বিরাট বিচিত্র প্রাসাদ— তাহাও ভূগর্ভে বিলীন হইয়া গেল। রহিল কেবল বালুকাময় মরুভূমি এবং অনলবর্ষী সূর্য্যকিরণ!

আল্লাহ্-তা'লা হজরত মূসা 'আলায়হেস্-সালামকে কহিয়াছিলেন, "হে মূসা, কারূন বার বার তোমার নিকট ক্ষমা ভিক্ষা করিল, তবু তুমি দয়া করিলে না। কিন্তু সে যদি একটিবারও আমার নিকট প্রার্থনা করিত, তাহা হইলে আমি তাহাকে মাফ করিয়া দিতাম।"

অনন্ত তাঁহার করুণা!

৮

হজরত আইয়ুব

'আলায়হেস্-সালাম

ও

বিবি রহিমা

'আলায়হাস্-সালাম

পুরাকালে আরব দেশে হজরত আইয়ুব 'আলায়হেস্-সালাম নামে এক পায়গাম্বর ছিলেন। আল্লাহ্-তা'লার কৃপায় তিনি সংসারে বড়ই সুখী হইয়াছিলেন। ধনে-জনে তাঁহার গৃহ পূর্ণ ছিল। কোন অভাব বা কোন প্রকার দুঃখ-কষ্ট তাঁহাকে কখনই ভোগ করিতে হয় নাই। তাঁহার ন্যায় সৌভাগ্যবান পুরুষ তখনকার দিনে আর কেহই ছিল না।

কিন্তু এত সুখ-সচ্ছন্দতা, এত ভোগ-বিলাসের মধ্যে থাকিয়াও তিনি মুহূর্ত্তের জন্য আল্লাহ্-তা'লাকে ভুলিতেন না। সদা-সর্ব্বদা একান্ত ভক্তির সহিত হজরত আল্লাহ্-তা'লার নিকট শোকর-গোজারি করিতেন। তাঁহার পত্নী বিবি রহিমা 'আলায়হাস-সালামও স্বামীর অনুরূপ সৌভাগ্যবতী, ধর্ম্মশীলা ও ভক্তিপরায়ণা ছিলেন। অতুল ঐশ্বর্য্যে মণ্ডিত হওয়া সত্ত্বেও তাঁহারা স্বামী-স্ত্রীতে একাগ্রমনে বিনম্র- হৃদয়ে আল্লাহ্-তা'লার এবাদতে নিযুক্ত থাকিতেন।

লোকে কিন্তু হজরতের নিন্দা করিতে ছাড়িত না। বলিত, "ওঃ, অমন রাজার হালে থাকিতে পাইলে, সকলেই দীনদারী ফলাইতে পারে। কোন অভাব নাই, কোন কষ্ট নাই; যখন যাহা চাই, মুখের কথা মুখে থাকিতেই তাহা হাজির! এমন সুখে থাকিয়া একটু এবাদত বন্দেগী করিবে, সে আর বেশী কি? আমাদের মত দুঃখে-কষ্টে পড়িয়া থাকিলে বুঝা যায়, কে কতখানি ধার্ম্মিক!"

এইরূপ নানা লোকে নানা কথা কহিয়া হজরতের নিন্দা করিয়া বেড়াইত। তাঁহার পক্ষে যে দুটি ভাল কথা কহিবে, এমন লোকই ছিল না। তাঁহাকে পায়গাম্বর বলিয়া স্বীকার করা দূরে থাকুক, লোকে তাঁহাকে কপট, ভণ্ড ও বিলাসী বলিয়া প্রচার করিতে লাগিল।

এদিকে হজরতের ভক্তির পরীক্ষা করিবার জন্য আল্লাহ্-তা'লা তাঁহাকে ক্রমে নানারূপ দুঃখ দিতে আরম্ভ করিলেন। প্রথমে তাঁহার ধন-সম্পত্তি সমস্ত নষ্ট হইয়া গেল। তাহার পর তাঁহার পুত্রকন্যাগণ একে একে মৃত্যুমুখে পতিত হইতে লাগিল। দাস-দাসী কেহ রহিল না। আত্মীয়-স্বজন, যাহারা সুখের দিনে তাঁহারে ঘিরিয়া থাকিত, তাহারাও ক্রমে সরিয়া পড়িল। রহিলেন কেবল হজরত ও তাঁহার বিবি। ধন, জন, সব গেল ; কিন্তু তাঁহারা আল্লাহ্-তা'লার এবাদত হইতে বিরত হইলেন না।

দুঃখের যে এইখানেই সমাপ্তি হইল, তাহা নহে। অবশেষে হজরত নিদারুণ কুষ্ঠরোগে আক্রান্ত হইলেন। সর্ব্বাঙ্গ ভীষণ যন্ত্রণাদায়ক ক্ষতে আচ্ছন্ন হইয়া বীভৎস আকার ধারণ করিল ! তথাপি হজরত প্রসন্ন-চিত্তে আল্লাহ্-তা'লার নিকট শোকর-গোজারি করিতে লাগিলেন, এবং তাঁহারই এবাদতে মজিয়া রহিলেন !

এই দারুণ কষ্টের সময়ে একমাত্র পত্নীই হজরতের নিকটে ছিলেন। তিনি আল্লাহ্-তা'লার করুণার উপর নির্ভর করিয়া প্রাণপণে স্বামীর সেবা-শুশ্রূষা করিতে লাগিলেন। এদিকে গৃহে সম্বল ত কিছুই নাই ; সুতরাং বিবি রহিমা 'আলায়হাস্-সালামকেই কায়িক পরিশ্রম দ্বারা যথাসাধ্য উপার্জ্জন করিতে হইত ; এবং তাহাতে কষ্টে সৃষ্টে স্বামী-স্ত্রীর

ভরণপোষণ চলিত। তাঁহাকে অধিকাংশ সময় স্বামীর শুশ্রূষায় নিযুক্ত থাকিতে হইত ; একটু অবসর পাইলেই, কাহারও গৃহে গিয়া দাসীর কার্য্য করিয়া, কিছু উপার্জ্জন করিয়া আনিতেন। তথাপি, সুখের সময় তিনি যেমন আল্লাহ্-তা'লার এবাদত করিয়াছেন, এই দারুণ দুঃখের সময়ও তিনি তেমনি করিতে লাগিলেন।

এদিকে হজরতের রোগ ক্রমে ভীষণ হইতে ভীষণতর আকার ধারণ করিল। সর্ব্বাঙ্গ পচিয়া কৃমি-কীটে ভরিয়া গেল, এবং তাহা হইতে ভীষণ দুর্গন্ধ বাহির হইতে লাগিল। সে দুর্গন্ধ সহ্য করিতে না পারিয়া, সহরের লোকে তাঁহাকে খাটিয়া শুদ্ধ উঠাইয়া দূরে এক প্রান্তরের মধ্যে ফেলিয়া দিয়া আসিল। কেবল পত্নী বিবি রহিমা 'আলায়হাস্-সালাম ভিন্ন তাঁহার কাছে আর কেহই রহিল না!

এখন যে পরিশ্রম করিয়া উপার্জ্জন করিবেন, বিবির আর সে অবসর নাই। গলিত কুষ্ঠগ্রস্ত স্বামীর সেবা করিতেই তাঁহার দিবা রাত্র কাটিয়া যাইত। নিতান্ত আবশ্যক হইলে, ছুটিয়া কিছু ভিক্ষা করিতে যাইতেন। তাই কি ভিক্ষা সহজে মিলিত? দুর্গন্ধ-দেহ স্বামীর সেবা করিয়া তাঁহারও দেহে দুর্গন্ধ হইয়াছিল ; কাহারও গৃহের নিকটে গেলে সে নাকে কাপড় চাপিয়া ধরিয়া দূর দূর করিয়া তাঁহাকে খেদাইয়া দিত! ক্বচিৎ কেহ নিতান্ত দয়াপরবশ হইয়া একমুষ্টি ভিক্ষা দিত এবং তাড়াতাড়ি বিদায় করিয়া বাঁচিত!

হায়! চিরদিন যিনি সম্পদ-সুখ ভোগ করিয়াছেন, শত দাস-দাসী দিবারাত্র যাঁহার হুকুম-তামিল করিয়াছে, কঠিন মৃত্তিকার উপর যাঁহাকে কখনও পদবিক্ষেপ করিতে হয় নাই, ফুলের মত যাঁহার কোমল শরীর, সেই পায়গাম্বর-পত্নী বিবি রহিমা 'আলায়হাস্-সালাম আজ একমুষ্টি ভিক্ষার জন্য দ্বারে দ্বারে ঘুরিয়া, কত না লাঞ্ছনা-গঞ্জনা ভোগ করিতেছেন!

কিন্তু তবু কি তিনি আল্লাহ্‌-তা'লাকে ভুলিয়াছেন? এক মুহূর্ত্তের জন্যও নহে!

এইরূপে দীর্ঘ অষ্টাদশবর্ষকাল কঠিন রোগ-যন্ত্রণা ও দারুণ দারিদ্র্য-কষ্ট ভোগ করিয়াও হজরতের চিত্ত ক্ষণিকের জন্যও বিচলিত হইল না। কি অটল তাঁহার ধৈর্য্য!

অতঃপর আল্লাহ্‌-তা'লার করুণায় তিনি সম্পুর্ণরূপে রোগমুক্ত হইয়া সুস্থ, সবল ও সুন্দর দেহ লাভ করিলেন। তাঁহার ধন-সম্পত্তি আবার ফিরিয়া আসিল; গৃহ ধনে জনে পূর্ব্বাপেক্ষা শতগুণ পূর্ণ হইয়া গেল; সুখ ও স্বচ্ছন্দতায় আবার চারিদিক্‌ যেন হাসিয়া উঠিল!

আল্লাহ্‌-তা'লা হজরতকে একবার সুকঠিন পরীক্ষায় ফেলিলেন, আবার তাহা হইতে তাঁহাকে সগৌরবে উত্তীর্ণ করিয়া আনিলেন! লোকে দেখিল, হজরত সম্পদে যেরূপ দীনদার ছিলেন, নিদারুণ কষ্টে পড়িয়া তাঁহার দীনদারি বরং বৃদ্ধিই পাইয়াছে। এত কষ্ট কি মানুষে সহিতে পারে! কি দীর্ঘকাল, আর কি ভয়ানক রোগ! তবু হজরতের ভক্তি বাড়িল বই কমিল না। ধৈর্য্যের কি জ্বলন্ত দৃষ্টান্ত! দেখিয়া পৃথিবীশুদ্ধ লোক স্তম্ভিত হইয়া গেল।

লোকে দেখিল, এ দুনিয়াতেই আল্লাহ্‌-তা'লা হজরতকে তাঁহার সহিষ্ণুতা, ভক্তি ও বিশ্বাসের কি অভাবনীয় পুরস্কারই না দান করিলেন? আর না জানি আখেরাতে ইহা অপেক্ষা কত উৎকৃষ্টতর পুরস্কার ইঁহার জন্য মৌজুদ রাখিয়াছেন। এই ভাবিয়া তাহারা দলে দলে আসিয়া হজরতের নিকট তওবা করিয়া মুরীদ হইতে লাগিল, এবং তদবধি সৎকার্য্য করিয়াই দিনপাত করিতে লাগিল।

আর বিবি রহিমা ? স্বামীর ন্যায় তিনিও কষ্টসহিষ্ণুতার পরাকাষ্ঠা দেখাইয়া গিয়াছেন। কি কষ্টেই না তিনি দীর্ঘ অষ্টাদশ বর্ষকাল পূতি-গন্ধময় গলিত কুষ্ঠরোগগ্রস্ত স্বামীর পরিচর্য্যা করিয়াছেন! আল্লাহ্-তা'লা তাঁহাকেও তাঁহার স্বামীর পুরস্কারের অংশীদার করিয়াছিলেন। তিনি আবার বহু সুসন্তানের জননী হইয়া, পতিপুত্রধনজনে পূর্ণ গৃহ লইয়া, পূর্ব্বাপেক্ষা শতগুণ অধিক সংসার-সুখে সুখী হইয়াছিলেন। আখেরাতে আল্লাহ্-তা'লা তাঁহার জন্য কি অচিন্তনীয় পুরস্কার নির্দ্দেশ করিয়াছিলেন, তাহা কে বলিতে পারে!

৯

হজরত দাউদ

'আলায়হেস্‌-সালাম

হজরত মূসা 'আলায়হেস্-সালামের পর বনি-ইস্রাইলদিগের মধ্যে বহু নবি জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন। হজরত দাউদ 'আলায়হেস্-সালাম তাঁহাদের মধ্যে একজন।

বাল্যকালে হজরত দাউদ 'আলায়হেস্-সালাম পিতার মেষ চরাইতেন। তিনি অত্যন্ত সাহসী ছিলেন। শৈশব হইতেই আল্লাহ্-তা'লার উপর তাঁহার অসীম নির্ভর ছিল; শরীরেও অসাধারণ বল ছিল; সুতরাং ভয় কাহাকে বলে, তিনি আদৌ জানিতেন না।

একদিন তিনি একাকী মাঠে মেষ চরাইতেছিলেন, এমন সময় এক ভয়ানক সিংহ ও এক বিকট ভল্লূক আসিয়া তাঁহার মেষপালের মধ্যে পতিত হইল। তখন তাঁহার বয়স অল্প হইলেও, তিনি ভয় পাইবার পাত্র ছিলেন না। আল্লাহ্-তা'লার নাম লইয়া তিনি সিংহটাকে তাড়া করিয়া উহার কেশর ধরিয়া ফেলিলেন, এবং সবলে শূন্যে তুলিয়া একটা প্রকাণ্ড আছাড় দিলেন। সিংহটা আর সিংহ রহিল না, একেবারে গুঁড়া হইয়া গেল!

সিংহ ত পশুর রাজা; তাহারই যখন এমন দুর্দ্দশা ঘটিল, তখন সে হতভাগা ভালুকটার অবস্থা যে কি হইল, তাহা তোমরা বুঝিতেই পারিতেছ।

এই সময়ে কাফেরদিগের সহিত এক যুদ্ধে হারিয়া, বনি-ইস্‌রাইলেরা বড়ই দুর্দ্দশায় পড়ে। পরে, আল্লাহ্‌-তা'লার আদেশে, তালূত নামে এক ব্যক্তি বনি-ইস্‌রাইলদিগের বাদশাহ্‌ হন। তিনি যেমন ধার্ম্মিক, তেমনই সাহসী পুরুষ ছিলেন। তালূত বাদশাহ্‌ হইয়াই, বাছা বাছা লোক লইয়া এক জবরদস্ত ফওজ গঠন করিলেন, এবং কাফেরদিগের সহিত যুদ্ধ করিতে অগ্রসর হইলেন।

সেই ফওজের মধ্যে হজরত দাউদ 'আলায়হেস্‌-সালামের বড় ভাইয়েরা ছিলেন। হজরত তখন অল্পবয়স্ক; তখনও নবি হন নাই। তাঁহার পিতা একদিন তাঁহাকে তাঁহার বড় ভাইদের খবর লইবার জন্য যুদ্ধক্ষেত্রে পাঠাইলেন।

হজরত যখন তথায় উপস্থিত হইলেন, তখন শুনিতে পাইলেন যে, এক ব্যক্তি বনি-ইস্‌রাইলদিগকে ডাকিয়া কহিতেছে, "তোমাদিগের মধ্য হইতে এক জন পাহ্‌লোআন আসিয়া একা আমার সঙ্গে লড়। যদি আমি হারি, তবে আমাদের দলের লোক সকলেই তোমাদের গোলাম হইবে; আর যদি তোমাদের লোক হারে, তবে তোমরা সকলে আমাদের গোলাম হইবে।"

এই কাফেরটার নাম ছিল জালূত। সে প্রায় দুইটা মানুষের সমান লম্বা ছিল, এবং সেই পরিমাণ মোটাও ছিল। একটা আস্ত দেউ আর কি! এমন ভয়ঙ্কর লোকের সঙ্গে একা কে লড়িতে যাইবে?

ক্রমাগত চল্লিশ দিন ধরিয়া জালূত ঐরূপে ডাকিয়াছে, কিন্তু বনি-ইস্‌রাইলদিগের মধ্যে কেহই তাহার সঙ্গে যুদ্ধে নামিতে সাহস করে নাই।

হজরত দাউদ 'আলায়হেস্-সালাম যখন ঐ সকল কথা শুনিলেন, তখন তিনি বাদশাহের সম্মুখে গিয়া কহিলেন, "আমি জালূতের সঙ্গে লড়িতে যাইব।"

একটি বালক আসিয়া সেই দুর্জ্জয় পাহ্‌লোআনটার সঙ্গে লড়িতে চাহিতেছে, শুনিয়া বাদশাহ্ ভারি আশ্চর্য্য হইয়া গেলেন! নিজের চক্ষুকে যেন তাঁহার বিশ্বাস হইল না। তিনি জিজ্ঞাসা করিলেন, "তুমি ?—তুমি কে ?"

হজরত কহিলেন, "আমি দাউদ। আমার বড় ভাইয়েরা আপনার ফওজে আছেন, তাঁহাদের খবর লইবার জন্য বাবাজান আমাকে পাঠাইয়াছেন।"

"তুমি লড়িবে জালূতের সঙ্গে ? তুমি ত নিতান্ত ছেলেমানুষ ; বড় বড় পাহ্‌লোআনদের সাহসে কুলায় না, আর তুমি কোমর বাঁধিয়াছ ?"

হজরত ধীরভাবে উত্তর করিলেন, "আল্লাহ্-তা'লার মরজি হইলে আমি জালূতকে মারিয়া আসিব।"

বাদশাহ্ পুনরায় জিজ্ঞাসা করিলেন, "তুমি আর কখনও যুদ্ধ করিয়াছ ?"

"না ; কিন্তু আমি একদিন মেষ চরাইতেছিলাম, এমন সময় একটা সিংহ আর একটা ভালুক আসিয়া মেষপালের মধ্যে পড়িল। আমি সিংহটার দাড়ি ধরিয়া এক আছাড় মারিলাম, আর ভালুকটাকে এক থাপ্পড় লাগাইলাম ; তাহাতেই সে দুটা মরিয়া গেল। যিনি আমাকে সিংহ আর ভালুকের হাত হইতে বাঁচাইয়াছেন, সেই আল্লাহ্-তা'লা জালুতের হাত হইতেও আমাকে রক্ষা করিবেন।"

বালকের এরূপ দৃঢ়তা, সাহস ও বিশ্বাস দেখিয়া বাদশাহ্ বুঝিতে পারিলেন যে, দাউদ সামান্য লোক নহেন। নিশ্চয়ই তাঁহার উপর আল্লাহ্-তা'লার বিশেষ অনুগ্রহ আছে। অতএব তিনি তাঁহাকে জালূতের সঙ্গে যুদ্ধে যাইবার জন্য অনুমতি দিলেন।

আসিবার সময় পথে খেলিবার জন্য হজরত দাউদ 'আলায়হেস্-সালাম কয়েকখণ্ড পাথরের টুক্‌রা কুড়াইয়া আনিয়াছিলেন। সেইগুলি, এবং তাঁহার মেষ-তাড়াইবার লাঠিখানি সঙ্গে লইয়া তিনি ময়দানে গিয়া নামিলেন।

তাঁহাকে নিতান্ত ছোকরাটির মত দেখিয়া জালূত ত হাসিয়াই খুন! তাহার উপর আবার ঢাল নাই, তলওার নাই, আসিয়াছে লড়িতে! জালূত বিদ্রূপ করিয়া কহিল, "ওহে, ছোক্‌রা, তুমি কি লড়িতে আসিয়াছ, না পাখী মারিতে? তোমার হাতে ত কেবল ঢিলই দেখিতেছি!"

হজরত কহিলেন, "আল্লাহ্-তা'লার মরজি হইলে, এই ঢিল দিয়াই আমি তোমার দফা শেষ করিব।"

জালূত কহিল, "ঢিল মারা ত' বীরপুরুষের কাজ নহে।"

হজরত জবাব দিলেন, "তোকে মারিতে আবার বীরপুরুষ লাগিবে কেন? তুই ত একটা কুকুর; লোকে ঢিল দিয়াই কুকুর মারে। এই দ্যাখ্ না—" বলিয়াই তিনি এমন জোরে এক ঢিল মারিলেন যে, উহা জালূতের কপাল ভাঙ্গিয়া একেবারে মগজের মধ্যে গিয়া ঢুকিল!

হতভাগা জালূত তৎক্ষণাৎ মরিয়া প্রকাণ্ড তালগাছটার মত দড়াম্ করিয়া মাটিতে পড়িয়া গেল!

সর্‌দারকে এরূপভাবে মরিতে দেখিয়া কাফেরেরা প্রাণভয়ে ময়দান ছাড়িয়া যে যেদিকে পারিল, ছুটিয়া পলাইতে লাগিল। বনি-ইস্‌রাইলেরা

জালূতের হস্ত হইতে রক্ষা পাইয়া আল্লাহ্-তা'লাকে ধন্যবাদ দিতে দিতে ঘরে ফিরিয়া গেল।

বাদশাহ্ তালূত হজরত দাউদ 'আলায়হেস্-সালামের উপর এতই প্রীত হইয়াছিলেন যে, তিনি তাঁহার সহিত স্বীয় কন্যার বিবাহ দিলেন। তদবধি তিনি তাঁহাকে সর্ব্বদা নিকটেই রাখিতেন। অতঃপর তালূতের মৃত্যু হইলে, হজরত দাউদ 'আলায়হেস্-সালাম শ্বশুরের সিংহাসন প্রাপ্ত হইলেন।

হজরত দাউদ 'আলায়হেস্-সালামকে আল্লাহ্-তা'লা পরে পায়গাম্বরী দান করেন; এবং হজরত মূসা 'আলায়হেস্-সালামকে ইতিপূর্ব্বে যেমন তওরাত কেতাব দিয়াছিলেন, ইঁহাকেও তেমনি জবূর কেতাব প্রদান করেন।

১০

হজরত সোলায়মান

'আলায়হেস্-সালাম

অপূর্ব্ব বিচার।

হজরত দাউদ 'আলায়হেস্-সালামের পুত্র হজরত সোলায়মান 'আলায়হেস্-সালামও পিতার ন্যায় নবুঅৎ লাভ করিয়াছিলেন। তাঁহার প্রতি আল্লাহ্-তা'লার বিশেষ অনুগ্রহ ছিল। পিতার মৃত্যুর পর তিনি বাদশাহ্ ত হইলেনই; তাহার উপর আল্লাহ্-তা'লা সমস্ত জিন্-পরী প্রভৃতিকেও তাঁহার অধীন করিয়া দিলেন। এমন কি, বাতাসও ভৃত্যের ন্যায় তাঁহার আজ্ঞাবহ হইল; তিনি যেখানে যাইতে ইচ্ছা করিতেন, বাতাস তাঁহাকে সিংহাসনে করিয়া তথায় বহিয়া লইয়া যাইত। পাখীরাও তাঁহার হুকুম মানিত; এবং যখন তিনি ভ্রমণে বাহির হইতেন, তখন তাহারা তাঁহার মাথার উপর পাখা মেলিয়া ছায়া করিয়া চলিত।

হজরত সোলায়মান 'আলায়হেস্-সালাম বড় সুবিচারক ছিলেন। এক সময় তাঁহার পিতার নিকট এক ব্যক্তি আসিয়া এই বলিয়া নালিশ করিল যে, এক প্রতিবেশীর ভেড়ায় তাহার ক্ষেতের শস্য খাইয়া ফেলিয়াছে। সেই প্রতিবেশীকে ডাকিয়া জিজ্ঞাসা করা হইলে, সে ব্যক্তি ঘটনা স্বীকার করিল। তাহাতে হজরত দাউদ 'আলায়হেস্-সালাম এই বিচার করিলেন যে, ভেড়ায় যাহার শস্য খাইয়াছে, সেই ব্যক্তি শস্যের বদলে ভেড়াটি পাইবে।

হজরত সোলায়মান 'আলায়হেস্-সালাম তখন বয়সে বালক মাত্র। বিচারের সময় তিনি পিতার নিকটেই ছিলেন। পিতার বিচার কিন্তু তাঁহার মনোমত হইল না। তিনি কহিলেন, "বাবাজান, যাহার ভেড়া, তাহার প্রতি অবিচার হইল বলিয়া বোধ হইতেছে।" পিতা জিজ্ঞাসা করিলেন, "তুমি কিরূপ বিচার করা উচিত বলিয়া মনে কর?"

তখন হজরত বলিলেন, "শস্যের বদলে ভেড়াটি একেবারে দিয়া ফেলা উচিত হয় না। যে ক্ষেতের শস্য নষ্ট হইয়াছে, ভেড়ার মালিক নিজে সেই ক্ষেতে আবার পূর্ব্বমত শস্য উৎপন্ন করিয়া দিবে। যতদিন ক্ষেতে আবার সেইরূপ শস্য না জন্মে, ভেড়াটি ততদিন ক্ষেতের মালি-কের কাছে থাকিবে, এবং উহার পশম, দুধ ও বাচ্চা সমস্তই সে পাইবে। ক্ষেত আবার ঠিক হইয়া গেলে, সে ভেড়াটি উহার মালিককে ফেরত দিবে।"

বালক পুত্রের এইরূপ সূক্ষ্ম বিচার-ক্ষমতা দেখিয়া হজরত দাউদ 'আলায়হেস্-সালাম আশ্চর্য্য হইয়া গেলেন, এবং বার বার আল্লাহ্-তা'লার দরগায় শোকর-গোজার হইতে লাগিলেন। অতঃপর হজরত সোলায়মান 'আলায়হেস্-সালামের রায় অনুসারেই নূতন করিয়া বিচার হইল।

আর একবার হজরত সোলায়মান 'আলায়হেস্-সালামের নিকট এক অদ্ভুত নালিশ উপস্থিত হইয়াছিল। তখন তিনি বাদশাহ্ হইয়াছেন।

দুইটি স্ত্রীলোক, একটি সদ্য-প্রসূত শিশু লইয়া হজরতের সমক্ষে উপস্থিত হইল, এবং উভয়েই শিশুটিকে আপন সন্তান বলিয়া দাবী করিল। পূর্ব্বদিন এই দুইটি স্ত্রীলোক প্রায় একই সময়ে একই গৃহে দুইটি

পুত্র প্রসব করে ; কিন্তু রাত্রে উহাদের একটী মরিয়া যায়। যাহার পুত্র মরিয়াছে, সে গোপনে অন্য স্ত্রীলোকটির জীবিত পুত্রটিকে নিজের কোলে আনিল এবং নিজের মৃত পুত্রটি তাহার কোলে দিয়া আসিল।

সেই স্ত্রীলোকটি ইহার কিছুই জানিতে পারে নাই, কারণ সে তখন ঘুমাইতেছিল। প্রাতে উঠিয়া যখন কোলে মৃত পুত্র দেখিতে পাইল, তখন সে কাঁদিতে কাঁদিতে কহিল, "এ আমার পুত্র নহে ; আমার পুত্র কখনই মরে নাই। ওই জীবিত পুত্রটিই আমার।" তাহার ক্রন্দন শুনিয়া বহু লোক জড় হইল ; কিন্তু জীবিত পুত্রটি কাহার হইবে, স্থির করিতে না পারিয়া, তাহারা উহাদিগকে হজরত সোলায়মান 'আলায়হেস্-সালামের নিকট লইয়া হাজির করিল।

স্ত্রীলোকদ্বয়ের নালিশ শুনিয়া সভার সমস্ত লোক অবাক্ হইয়া গেল ! বাস্তবিক কাহার পুত্র মরিয়াছে, সে ত কেহ দেখে নাই ; সুতরাং জীবিত পুত্রটি কাহার, তাহা কেমন করিয়া স্থির করা যাইবে ? হজরত কিরূপে ইহার বিচার করেন, তাহা দেখিবার জন্য সকলে উৎকণ্ঠিত হইয়া রহিল।

হজরত সোলায়মান 'আলায়হেস্-সালাম উভয় পক্ষের বক্তব্য শুনিয়া এই বিচার করিলেন যে, শিশুটিকে উভয়েই যখন আপন পুত্র বলিয়া দাবি করিতেছে, তখন উহাদের মধ্যে কোন একজনকে দিয়া ফেলিলে হয়ত অপরটির প্রতি অন্যায় করা হইবে। সুতরাং ছেলেটিকে এখনই ঠিক্ সমান দুই টুক্‌রা করিয়া কাটিয়া দুজনকে ভাগ করিয়া দেওয়া হউক।

জল্লাদ আসিয়া তৎক্ষণাৎ জীবিত পুত্রটিকে কাটিতে উদ্যত হইল। সভাস্থ সকলেই এই নিষ্ঠুর আদেশ শুনিয়া হায় হায় করিয়া উঠিল ! স্ত্রীলোকদ্বয়ের একটি চুপ করিয়া রহিল, কিন্তু অপরটি কাঁদিয়া বাদশাহের

পদপ্রান্তে পড়িল, এবং কহিতে লাগিল, "দোহাই আপনার, বাদশাহ্! ছেলেটিকে কাটিবেন না। আমি ছেলে চাই না; বাছাকে ও-ই লইয়া যাউক।"

তখন সত্য সত্যই প্রমাণ হইয়া গেল, ছেলেটি কাহার। হজরতের অপূর্ব্ব বিচারের ফল সকলে হাতে হাতে দেখিতে পাইল; একদিকে যেমন মায়ের পুত্র-স্নেহ, অন্যদিকে তেমনি বাদশাহের তীক্ষ্ণবুদ্ধি ও বিচার-ক্ষমতা দেখিয়া লোকে ধন্য ধন্য করিতে লাগিল! আপন সন্তান কোলে পাইয়া জননীর বুক জুড়াইয়া গেল, এবং মিথ্যাবাদিনী স্ত্রীলোকটি উচিত মত শাস্তি পাইল।

তোমরা বল দেখি, জীবিত পুত্রটী কে পাইয়াছিল?

পিপীলিকার রাজা

একদিন হজরত সোলায়মান 'আলায়হেস্-সালাম অসংখ্য লোক-লস্কর লইয়া এক ময়দানের মধ্য দিয়া যাইতেছিলেন। ঐ ময়দানে পিপীলিকার রাজ্য ছিল। পিপীলিকাদিগের রাজা যে কত-শত-কোটি প্রজা লইয়া তথায় বাস করিত, তাহার হিসাব নাই।

দূর হইতে হজরতের লোকজনের গোলমাল শুনিয়া পিঁপ্ড়া-রাজ তাহার পিঁপ্ড়া-প্রজাদের ডাকিয়া কহিল, "ওহে, তোমরা শীঘ্র শীঘ্র গর্ত্তে ঢুকিয়া পড়! নহিলে সোলায়মানের লোকজনে আর হাতিঘোড়ায় তোমাদের একেবারে পিষিয়া ফেলিবে।"

হজরত ইতর প্রাণীদের কথা বুঝিতেন। তিনি পিঁপ্ড়া-রাজের কথা শুনিয়া ভাবিলেন, "বাঃ, এ-ও ত' দেখিতেছি আপন প্রজাদের বেশ যত্ন করে!" তাহার পর তিনি সেই রাজাকে খুঁজিয়া বাহির করিলেন। রাজা গর্ত্তে ঢোকে নাই; প্রজারা সকলে গর্ত্তে ঢুকিয়া প্রাণ বাঁচাইতে পারিল কিনা, সে বাহিরে একটী ঘাসের পাতার আগায় দাঁড়াইয়া তাহারই তদারক করিতেছিল।

হজরত তাহাকে হাতের উপর তুলিয়া লইয়া কহিলেন, "ওহে পিঁপ্ড়া-মহারাজ! তোমার প্রজাদের ত তুমি খুব যত্ন কর দেখিতেছি!"

পিঁপ্ড়া-রাজ কহিল, "আল্লাহ্-তা'লা যখন আমাকে ইহাদের রাজা করিয়া দিয়াছেন, তখন ইহাদের সুখ-স্বচ্ছন্দতার বিধান করা ও ইহা-দিগকে আপদ-বিপদ হইতেই রক্ষা করাই আমার কর্ত্তব্য। নহিলে আমি আল্লাহ্-তা'লার নিকট কি জবাব দিব ?"

শুনিয়া হজরত আশ্চর্য্য হইয়া কহিলেন, "বাঃ, সামান্য প্রাণী হইলেও তোমার জ্ঞান ত খুব উচ্চদরের ! আচ্ছা, বল দেখি, তোমার রাজ্য ভাল, না আমার রাজ্য ভাল ?"

পিঁপ্ড়া কহিল, "আমার রাজ্যই শ্রেষ্ঠ ; কেননা, রাজত্ব করিতে আপনার লোক-লস্কর, হাতীঘোড়া, আরও কত কি সব হাঙ্গামার দরকার। আমার সে-সকল বালাই নাই। দিব্য নিরুদ্বেগে বিনা আড়ম্বরে প্রজাপালন করি।"

হজরত কহিলেন, "তোমার বিদ্যাবুদ্ধি ও ধর্ম্মজ্ঞানের পরিচয় পাইয়া বড়ই সন্তোষ লাভ করিলাম। বাস্তবিক আল্লাহ্-তা'লা উপযুক্ত হস্তেই পিপীলিকা-রাজ্যের শাসনভার দিয়াছেন।"

অতঃপর পিঁপ্ড়া-রাজ কহিল, "আপনি যখন আমার রাজ্যে শুভাগমন করিয়াছেন, তখন মেহেরবানি করিয়া গরীবের দা'ওৎ কবুল করিলে সরফরাজ হইব।"

হজরত পিঁপ্ড়ার নিমন্ত্রণ গ্রহণ করিলেন। কিন্তু পিঁপ্ড়ারা খাওয়াইবে কি, ভাবিয়া তিনি মনে মনে একটু আশ্চর্য্য হইলেন। পরে যখন আহারের সময় হইল, তখন দেখিলেন, দস্তরখানের উপর কেবল একটি ক্ষুদ্র তশ্তরী, তাহাতে একখানিমাত্র টিড্ডির রান রহিয়াছে। পিঁপ্ড়া-রাজ তাহাই খাইবার জন্য দলবলসহ তাঁহাকে অনুরোধ করিতেছে !

তিনি কহিলেন, "এই টিড্ডির রানটুকুতে এত লোকের কি হইবে?" পিঁপড়া কহিল, "বিস্‌মিল্লাহ্ বলিয়া মুখে তুলিয়া দিন্, আল্লাহ্-তা'লার মরজি হইলে ইহাতেই বরকৎ হইবে।"

তদনুসারে হজরত বিস্‌মিল্লাহ্ উচ্চারণ করিয়া সেই টিড্ডির রান খাইতে আরম্ভ করিলেন। তাঁহার ত তৃপ্তি হইলই; এমন কি, একে একে তাঁহার অনুচরেরা সকলেই খাইল, তাহাদেরও পেট ভরিয়া গেল, তবু সে রানটুকু আর শেষ হইল না!

সেই ক্ষুদ্র পিঁপড়া-রাজের উপর আল্লাহ্-তা'লার এতখানি অনুগ্রহ দেখিয়া হজরত অবাক্ হইয়া গেলেন!

সাবা-রাণী বিল্‌কীস

আরব-দেশে সাবা নামে এক রাজ্য ছিল। হজরত সোলায়মান 'আলায়হেস্‌-সালামের সম-সময়ে তথায় বিল্‌কীস নামে এক রাণী রাজ্য-শাসন করিতেন। তিনি যেমন বিদূষী, তেমনই বুদ্ধিমতী ছিলেন। অধিকন্তু, তাঁহার ন্যায় অপূর্ব্ব রূপসী পৃথিবীতে কোথাও ছিল না। ঐশ্বর্য্যও তাঁহার এত ছিল যে, সাত রাজার ধন একত্র করিলেও তাহার সমান হইত না। আর বিল্‌কীসের সিংহাসনখানি—সে এক অপূর্ব্ব সামগ্রী ছিল। কেবল সোনা-রূপা, হীরা-মোতি, চুনী-পান্না! তেমন সিংহাসন কেহ কখন চক্ষেও দেখে নাই।

সাবা-বাসিগণ সূর্য্যোপাসক ছিল; তাহারা আল্লাহ্‌-তা'লাকে চিনিত না। রাণী বিল্‌কীসও সূর্য্যের উপাসনা করিতেন। হজরত সোলায়মান 'আলায়হেস্‌-সালাম স্থির করিলেন যে, তিনি বিল্‌কীসকে আল্লাহ্‌-তা'লার নামে আল্লাহ্‌-তা'লার পথে আহ্বান করিবেন। তদনুসারে তিনি বিল্‌কীসকে একখানা পত্র লিখিলেন, এবং হুদ্‌হুদ্‌ নামক এক পক্ষীর মারফত উহা পাঠাইয়া দিলেন।

পত্র লইয়া হুদ্‌হুদ্‌ সাবা-রাজ্যে চলিয়া গেল, এবং রাণী বিল্‌কীস যেখানে পাত্র-মিত্র লইয়া সভা করিতেছিলেন, সেইখানে চুপে চুপে

উড়িয়া গিয়া, পত্রখানি রাণীর কোলের উপর ফেলিয়া দিয়া, এক কোণে লুকাইয়া রহিল।

হঠাৎ একখানি পত্র উড়িয়া কোলের উপর পড়াতে রাণী চমকিয়া উঠিলেন! এ পত্র কোথা হইতে আসিল?

রাণী পত্র খুলিয়া পড়িলেন। তাইত! এ-যে সোলায়মান বাদশাহের পত্র। তিনি আল্লাহ্-তা'লার ধর্ম্ম গ্রহণ করিতে রাণীকে ইঙ্গিত করিয়াছেন, এবং বশ্যতা স্বীকার করিয়া তাঁহার নিকট যাইতে আদেশ করিয়াছেন। কিন্তু এ পত্র আনিল কে?

এমন করিয়া শূন্যপথে যিনি চিঠি পাঠাইতে পারেন, তিনি ত সাধারণ লোক নহেন! তবে কি সোলায়মান সত্য-সত্যই পায়গাম্বর, না কেবল সাবা-রাজ্য দখল করিবার লোভে এইরূপ আয়োজন করিতেছেন? বুদ্ধিমতী বিল্‌কীস স্থির করিলেন, হজরত সোলায়মান 'আলায়হেস্-সালামকে পরীক্ষা করিয়া দেখিবেন!

বিলকীস মন্ত্রী ও পারিষদবর্গকে পত্রখানি পড়িয়া শুনাইলেন, এবং তাঁহাদের পরামর্শ জিজ্ঞাসা করিলেন। সকলে কহিলেন, "আমাদের অর্থবল, ও সৈন্যবল যথেষ্ট রহিয়াছে; যুদ্ধ করিতে পরাঙ্মুখ হইব না। তথাপি আপনি রাণী, আপনার যেরূপ আদেশ, সেইরূপই কার্য্য হইবে।"

রাণী কহিলেন, "যুদ্ধবিগ্রহ আমি পসন্দ করি না, কারণ তাহাতে দেশ ছারেখারে যায়। আমার বিবেচনায়, সোলায়মানের মতলব কি, তাহা বুঝিতে চেষ্টা করা উচিত। বেশ বড় একটা নজর তাঁহাকে পাঠান যাউক, দেখি তিনি কি করেন।"

এই ব্যবস্থাই সকলে অনুমোদন করিলেন। তখন বিল্‌কীস হজরতের খেদমতে পাঠাইবার জন্য এক হাজার সোণার ইট সংগ্রহ করিলেন; ভাণ্ডার হইতে এক সিন্দুক ভরিয়া মণিমুক্তা বাহির করিয়া

আনিলেন, এবং সিন্দুকের যেটুকু খালি রহিল, তাহা মেশ্‌ক্‌, আম্বর্‌ প্রভৃতি দামী দামী সুগন্ধিতে পূর্ণ করিয়া দিলেন ; বড় বড় শিল্পী আনাইয়া একটি বহুমূল্য হীরক-খচিত রাজ-মুকুট প্রস্তুত করাইলেন ; রাজ্য হইতে বাছিয়া বাছিয়া পাঁচ শত পরম সুন্দর গোলাম-বালক ও পাঁচ শত পরমা সুন্দরী বাঁদী-বালিকা আনাইয়া, তাহাদিগকে চমৎকার চমৎকার পোষাক পরাইয়া দিলেন। তাহার পর মঞ্জর নামক তাঁহার একজন সম্ভ্রান্ত সভাসদ ঐ সকল উপঢৌকন সেই গোলাম-বাঁদীদিগের মাথায় সাজাইয়া লইয়া, হজরত সোলায়মান 'আলায়হেস্‌-সালামের দরবারে প্রস্থান করিলেন।

যথাসময়ে মঞ্জর হজরত সোলায়মান 'আলায়হেস্‌-সালামের দরবারে হাজির হইলেন, এবং রাণী বিল্‌কীস প্রেরিত নজর পরম সম্ভ্রমের সহিত বাদশাহের হুজুরে পেশ করিলেন। হজরত তাঁহাকে সমাদর করিয়া নিকটে বসাইলেন, এবং কুশলবার্ত্তা জিজ্ঞাসা করিতে লাগিলেন। মঞ্জ-রের মনে হইল, বাদশাহ্‌ বুঝি নজর কবুল করিলেন।

কিন্তু পরক্ষণেই মঞ্জরের ভুল ভাঙ্গিল! হজরত কহিতে লাগিলেন, "তোমরা কি ধন দিয়া আমাকে ভুলাইতে আসিয়াছ, না আমার সাহায্য করিতে আসিয়াছ? আল্লাহ্‌-তা'লা আমাকে যে ধন দিয়াছেন, তাহা তোমাদের পার্থিব ধন অপেক্ষা অনেক শ্রেষ্ঠ—তাহা অমূল্য! এই পার্থিব ধনকেই তোমরা চরম সার্থকতা বলিয়া মনে কর! তাই এই সকল উপঢৌকন দিয়া আমাকে চরিতার্থ করিতে চাহিতেছ। ভুল! ভুল! এ সকল আমি চাহি না। সমস্ত ফিরাইয়া লইয়া যাও। আর মনে রাখিও, যদি তোমরা আল্লাহ্‌-তা'লার পবিত্র পথ অবলম্বন না কর,

তাঁহা হইলে আমি সৈন্য পাঠাইয়া তোমাদের রাজ্য কাড়িয়া লইব, এবং দেশ ছারখার করিয়া তোমাদিগকে দূর করিয়া দিব।"

মঞ্জর বিষণ্ণমনে নজর-সহ পুনরায় দেশে ফিরিয়া গেলেন।

রাণী বিল্‌কীস যখন শুনিলেন, হজরত সোলায়মান 'আলায়হেস্‌-সালাম নজর কবুল করেন নাই, তখন তাঁহার ধারণা হইল যে, তিনি কখনই সাধারণ বাদশাহ্‌ নহেন। পার্থিব ধনরত্নে যাঁহার স্পৃহা নাই, তিনি একজন ঈশ্বর-প্রেরিত লোক, তাহাতে সন্দেহ নাই।

মনে মনে এইরূপ আলোচনা করিয়া বিল্‌কীস স্বয়ং হজরত সোলায়-মান 'আলায়হেস্‌-সালামের দরবারে হাজির হইবার জন্য পাত্রমিত্র-সহ রওআনা হইলেন।

এদিকে হজরত সোলায়মান 'আলায়হেস্‌ সালাম যখন বিল্‌কীসের রওআনা হইবার সংবাদ পাইলেন, তখন তাঁহার ইচ্ছা হইল যে, বিল্‌কীস কিরূপ বুদ্ধিমতী, একবার পরীক্ষা করিয়া দেখিবেন। তদনুসারে বিল্‌কীসের বিখ্যাত রত্ন সিংহাসনখানি গোপনে জিন্‌-দ্বারা আনাইয়া, তাহাতে কিছু পরিবর্ত্তন করিয়া, দরবারগৃহের এককোণে রাখিয়া দিলেন।

বিল্‌কীস যখন দরবারে উপস্থিত হইলেন, তখন সেই পরিবর্ত্তিত সিংহাসনখানি দেখাইয়া তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করা হইল, "তোমার সিংহাসন কি দেখিতে এইরূপ ?"

একে ত' সিংহাসনখানিতে বিস্তর পরিবর্ত্তন করা হইয়াছিল ; তাহাতে আবার সে সিংহাসন ফস্‌ করিরা এখানে আসিয়া উপস্থিত হইবে, ইহাও তা'জ্জবের কথা বটে ; তথাপি বিল্‌কীসের তাহা চিনিতে বিলম্ব হইল

না। তিনি তৎক্ষণাৎ বলিয়া ফেলিলেন, "এ যেন আমারই সিংহাসন বলিয়া মনে হইতেছে।"

নাঃ,—বুদ্ধিমতী বটে !

অতঃপর হজরতের আহ্বানে বিল্‌কীস সিংহাসনের দিকে অগ্রসর হইলেন। দরবারের মেঝেটি কাচের তৈয়ারি ছিল, এবং সেই কাচের নীচে দিয়া সুন্দর একটি জলের স্রোত বহিয়া যাইত। তাহা দেখিয়া বিল্‌কীসের মনে হইল, বুঝি গৃহতলেই জল আছে। পাছে তাঁহার পরিচ্ছদের অঞ্চল ভিজিয়া যায়, এই আশঙ্কায় তিনি উহা একটু টানিয়া তুলিয়া যেমন পা বাড়াইয়াছেন, অমনি হজরত বলিলেন, 'ভয় নাই, উহা জল নহে, কাচমাত্র !"

বিল্‌কীসের চৈতন্য হইল। বুদ্ধিমতী বলিয়া তাঁহার মনে মনে বড়ই অহঙ্কার ছিল, হজরতের নিকট এরূপভাবে ঠকিয়া আজ সে অহঙ্কার একেবারে চূর্ণ হইয়া গেল। তিনি আবার ইহাও বুঝিতে পারিলেন যে, এই কাচমণ্ডিত গৃহতলদ্বারা হজরত তাঁহাকে আজ এক অপূর্ব্ব শিক্ষা প্রদান করিলেন। সূর্য্যকে ঈশ্বর বলিয়া পূজা করা, আর কাচকে জল বলিয়া ভুল করা, যেন একই কথা ! সূক্ষ্ম দৃষ্টি দ্বারা যেমন কাচের ভিতর দিয়া জলকে, তেমনি সূর্য্য প্রভৃতি সৃষ্টবস্তুর ভিতর দিয়া সৃষ্টিকর্ত্তা আল্লাহ্‌-তা'লাকে চিনিতে পারা যায়।

বিল্‌কীস তৎক্ষণাৎ বলিয়া উঠিলেন, "প্রভু আমার ! আমি এতদিন না বুঝিয়া আমার আত্মার ঘোর অকল্যাণ করিয়াছি। আজ আমি সোলায়মানের সহিত, হে বিশ্বপতি আল্লাহ্‌-তা'লা, তোমারই সেবায় আত্মসমর্পণ করিলাম !"

———

১১

হজরত ইউনুস্

'আলায়হেস্-সালাম

নিনুয়া-দেশে এক সময়ে হজরত ইউনুস্ 'আলায়হেস্ সালাম নামে এক নবি ছিলেন। তাঁহার সঙ্গে দেশের লোকের মোটেই সদ্ভাব ছিল না। তিনি যখন জন-সাধারণকে ধর্ম্মপথে থাকিবার জন্য উপদেশ দিতেন, তখন তাহারা তাঁহার সহিত নানারূপ দুর্ব্যবহার করিত। নিনুয়াবাসিগণের আচরণ এমনই খারাপ হইয়া গিয়াছিল যে, তাহারা হজরতকে মার-পিট পর্য্যন্ত করিতেও কুণ্ঠিত হইত না।

হজরত যখন আর তাহাদের অত্যাচার সহ্য করিতে পারিলেন না, তখন তিনি এই বলিয়া বদ্-দো'আ করিলেন যে, চল্লিশ দিনের মধ্যে খোদার গজবে উহারা ধ্বংস হইয়া যাইবে।

আল্লাহ্-তা'লার দরগায় হজরত নবি সাহেবের এই বদ্-দো'আ প্রথমে কবুল হইয়াছিল। ঠিক চল্লিশ দিনের দিন সমস্ত আকাশ গাঢ় কালো মেঘে ঢাকিয়া গেল ; এবং চতুর্দ্দিকে এমন অন্ধকার ঘনাইয়া আসিল যে, ঠিক অমাবস্যার রাত্রির মত বোধ হইতে লাগিল। আবার সেই গাঢ় মেঘরাশি হইতে যেন আগুনের হল্কা বর্ষিতে আরম্ভ করিল, এবং মনে হইতে লাগিল, এখনই বুঝি সমস্ত আকাশ ভাঙ্গিয়া নিনুয়া শহরের উপর পতিত হইবে।

ভয়ে সমস্ত শহরের লোক স্তম্ভিত হইয়া গেল ! দিগ্বিদিক্ জ্ঞানশূন্য হইয়া সকলে কেবল হায় হায় রবে চীৎকার করিতে লাগিল এবং এদিক্

ওদিক্ ছুটিয়া বেড়াইতে লাগিল। অবশেষে কয়েকজন বৃদ্ধ ও বিচক্ষণ লোকের পরামর্শে, সকলে ঘর ছাড়িয়া ময়দানে আসিয়া জমা হইল, এবং আল্লাহ্-তা'লার দরগায় কাঁদাকাটা করিতে আরম্ভ করিল।

"হে দয়াময় আল্লাহ্-তা'লা! আমাদের পূর্ব্বকৃত অপরাধ মাফ করিয়া দাও। আমরা বড়ই মন্দভাগ্য; তাই তোমার আদেশের অন্যথা-চরণ করিয়াছি। আমরা সর্ব্বান্তঃকরণে তওবা করিতেছি আমরা নিশ্চ-য়ই এখন হইতে সৎপথে চলিব। এ ভীষণ শাস্তি হইতে আমাদিগকে বাঁচাও খোদা!"

আল্লাহ্-তা'লার কি অসীম দয়া! এত পাপ করা সত্ত্বেও ইহারা যখন সরল অন্তরে তওবা করিল, মনে আর কোন পাপচিন্তা রাখিল না, তখন তিনি ইহাদিগকে ক্ষমা করিলেন। হজরত ইউনুস্ 'আলায়হেস্-সালামের বদ্-দো'আ রদ হইয়া গেল। দেখিতে দেখিতে মেঘ কাটিয়া গেল; অন্ধকার সরিয়া গিয়া আবার আকাশ ভরিয়া আলোক আসিল। শাস্তির ভয় আর রহিল না। লোকে ধর্ম্মপথ ধরিল।

এদিকে হজরত ইউনুস্ 'আলায়হেস্-সালাম কি করিতেছেন? তিনি যে বদ্-দো'আ করিয়াছিলেন, তাহা রদ হইয়া গেল দেখিয়া তিনি ভারি চটিয়া গেলেন। আল্লাহ্-তা'লার উপর তাঁহার অভিমান হইল।

"কী! গোনাহ্গারগুলাকে শাস্তি দিবার জন্য বদ্-দো'আ করিলাম, আর খোদা আমার মুখ রাখিলেন না! দূরহোক্!—আর এ দেশে থাকিবই না।" এই বলিয়া তিনি যে দিকে দুই চক্ষু গেল, সেই দিকেই চলিয়া গেলেন।

যাইতে যাইতে এক সমুদ্র-তীরে গিয়া উপনীত হইলেন। সেখানে যাত্রীপূর্ণ এক খানি জাহাজ সমুদ্রে পাড়ি দিবার আয়োজন করিতেছিল, তাহাতেই উঠিয়া পড়িলেন। জাহাজ ছাড়িয়া দিল।

মাঝ-সমুদ্রে গিয়া জাহাজ থামিয়া গেল। আর চলে না! যাত্রীরা বড়ই ভীত হইল। নাবিকেরা চিন্তিত হইল। জাহাজ আর চলে না, ইহার কারণ কি?

অবশেষে সকলে বলাবলি করিতে লাগিল, নিশ্চয়ই এই জাহাজে কোন গোলাম তাহার মনিবকে ছাড়িয়া পলাইয়া আসিয়াছে; তাহারই পাপে জাহাজ আট্‌কাইয়া গিয়াছে।

এই অনুমানই ঠিক্ বলিয়া সকলের ধারণা হইল। তখন কে সেই পলাতক গোলাম, তাহা নির্ণয় করিবার জন্য তাহারা সূরতি খেলিতে লাগিল।

সূরতি-খেলায় কাহার নাম উঠিল? হজরত ইউনুস্ 'আলায়হেস্-সালামের!

তখন হজরতের চৈতন্য হইল। তাইত'! তিনিই যে সেই পলাতক গোলাম—তাঁহার মনিব আল্লাহ্-তা'লার নিকট হইতে পলাইয়া আসিয়াছেন। তবে তাঁহারই জন্য জাহাজ আট্‌কাইয়া রহিয়াছে। এই ভাবিয়া তিনি তৎক্ষণাৎ সমুদ্রে ঝাঁপাইয়া পড়িলেন।

জাহাজ চলিয়া গেল!

সমুদ্রে পড়িবামাত্র এক প্রকাণ্ড তিমিমাছ আসিয়া হজরতকে আস্ত গিলিয়া ফেলিল!

তাঁহার বদ্-দো'আ অনুযায়ী নিনুয়াবাসীরা শাস্তি পাইল না বলিয়া

হজরত রাগ করিয়াছিলেন। আল্লাহ্-তা'লা করুণাময়; পাপীর শাস্তি দেন বটে, কিন্তু পাপী যদি অন্তরের সহিত তওবা করে, এবং পাপপথ পরিত্যাগ করিয়া সদাচরণে প্রবৃত্ত হয়, তাহা হইলে তিনি তাহাকে মাফ করিয়া দেন। একথা হজরত ভুলিয়া গিয়াছিলেন।

তাই আল্লাহ্-তা'লা হজরতকে একটু শিক্ষা দিবার জন্য তাঁহাকে সমুদ্রে ফেলিলেন, এবং তিমি মাছ দিয়া গ্রাস করাইলেন!

কিন্তু সে তিমি তাঁহাকে হজম করিতে পারিল না। পারিবেই বা কেন? হজরতকে প্রাণে মারিবেন, এরূপ ইচ্ছা ত দয়াময় আল্লাহ-তা'লার ছিল না। তাই সে বেচারা তিমি হজরতকে গিলিয়া পেটের ভিতর ভারি অসুখ বোধ করিতে লাগিল। ভয়ানক বদ্হজম হইল। অবশেষে সে আর সহ্য করিতে না পারিয়া এক দ্বীপের উপর তাঁহাকে বমি করিয়া রাখিয়া গেল!

আল্লাহ্-তা'লার মরজিতে হজরত প্রাণে বাঁচিয়াছিলেন। যতক্ষণ তিনি তিমির উদরে ছিলেন, ততক্ষণ তিনি অনুতপ্ত হৃদয়ে কেবল আল্লাহ্-তা'লাকেই স্মরণ করিতেছিলেন। বাহিরে আসিয়া তাঁহার শরীর একে-বারে ভাঙ্গিয়া পড়িল। তিনি আর নড়িতে চড়িতে পারেন না; তিমি তাঁহাকে যেখানে রাখিয়া গিয়াছিল, তিনি সেইখানেই পড়িয়া রহিলেন, এবং আল্লাহ্-তা'লার দরগায় একান্তমনে শোকর করিতে লাগিলেন।

অতঃপর আল্লাহ্-তা'লার অসীম অনুগ্রহে সেই স্থানে একটি সুমিষ্ট ফলের গাছ জন্মিল। হজরত তাহা হইতে ছায়াও পাইলেন, তাহার ফলও খাইতে লাগিলেন। বন হইতে একটি ছাগী আসিয়া তাঁহাকে দুধও যোগাইতে লাগিল।

এইরূপে হজরত পানাহার পাইয়া ক্রমে সুস্থ ও সবল হইলেন, এবং আল্লাহ্-তা'লার আদেশে দেশে ফিরিয়া গিয়া আবার রীতিমত ধর্ম্ম-শিক্ষা দিতে লাগিলেন।

১২

হজরত ঈসা

'আলায়হেস্-সালাম

পৃথিবীতে যে সকল প্রধান প্রধান ধর্ম্ম আছে, খ্রীষ্ট-ধর্ম্ম তাহাদের মধ্যে একটি। এই ধর্ম্ম যাহারা মানে, তাহাদিগকে খ্রীষ্টান বলে। আমরা যেমন সর্ব্বশেষ এবং সর্ব্বশ্রেষ্ঠ নবি হজরত মোহাম্মদ মোস্তফা সাল্লাল্লাহু-'আলায়হে-ওা-সাল্লামের ওম্মত, খ্রীষ্টানগণ তেমনি হজরত ঈসা 'আলায়হেস্-সালামের ওম্মত। খৃষ্টানেরা তাঁহাকে যীশু খ্রীষ্ট বলিয়া থাকে।

হজরত ইসা 'আলায়হেস্-সালাম বনি-ইস্‌রাইল বংশে, বিবি মরিয়ম রাজি-আল্লাহু-আন্‌হার গর্ভে, জন্ম গ্রহণ করেন। বিবি মরিয়ম রাজি-আল্লাহু-আন্‌হা অতীব ধর্ম্মপরায়ণা ছিলেন। তিনি যখন মাতৃগর্ভে, তখনই তাঁহার মাতা হেনা তাঁহাকে আল্লাহ্-তা'লার সেবার জন্য উৎসর্গ করিয়া রাখেন। হেনার ধারণা ছিল, পুত্র সন্তান হইবে। কিন্তু যখন দেখিলেন যে, পুত্র না হইয়া কন্যা হইয়াছে, তখন সেই কন্যাকেই আল্লাহ্-তা'লার নামে উৎসর্গ করিয়া দিলেন। এই কন্যাই বিবি মরিয়ম রাজি-আল্লাহু-আন্‌হা।

আরবের উত্তর-পশ্চিমে জিরুজালেম নামে এক নগর আছে। তথায় হজরত সোলায়মান 'আলায়হেস্-সালাম বনি-ইস্রাইলদিগের উপাসনার জন্য বয়তুল্-মোকাদ্দস্ নামে এক মস্জিদ নির্ম্মাণ করিয়াছিলেন। হেনা সেই বয়তুল্ মোকাদ্দসেই শিশু কন্যাকে রাখিয়া আসিলেন।

বয়তুল্-মোকাদ্দসের একটি কুঠরীতে বিবি মরিয়ম রাজি-আল্লাহু-আন্হা পরম যত্নে লালিতা হইতে লাগিলেন। একদিন মন্দির-রক্ষক হজরত জাকারিয়া সেই কুঠরীতে যাইয়া দেখিলেন, বালিকার সম্মুখে ভাল ভাল খাদ্য সাজান রহিয়াছে। সে গৃহে হজরত জাকারিয়া ভিন্ন অপর কাহারও গতিবিধি ছিল না। অতএব এ সকল খাদ্য কে আনিয়া দিল ? তিনি আশ্চর্য্য হইয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, "মরিয়ম, তুমি এ সকল কোথায় পাইলে ?" বিবি মরিয়ম রাজি-আল্লাহু-আন্হা উত্তর করিলেন, "আল্লাহ্ দিয়াছেন ; তিনি ত সকলেরই আহার দিয়া থাকেন !"

এই পরম বিশ্বাস-পরায়ণা ধার্ম্মিকা নারীর গর্ভে হজরত ঈসা 'আলায়হেস্-সালাম জন্ম গ্রহণ করেন। তাঁহার জন্ম-ব্যাপারটি বড়ই বিস্ময়কর। সর্ব্বশক্তিমান্ আল্লাহ্-তা'লার ইচ্ছাতেই তিনি মাতৃগর্ভে উদয় হইয়াছিলেন ; কিন্তু একথা কেহই জানিত না। প্রসবকাল নিকটবর্ত্তী হইলে বিবি মরিয়ম রাজি-আল্লাহু-আন্হা একা নির্জ্জন স্থানে চলিয়া গিয়াছিলেন। তথায় এক খর্জ্জুর বৃক্ষের ছায়ায় তিনি সন্তান প্রসব করেন। আল্লাহ্-তা'লার অসীম অনুগ্রহে বৃক্ষটি তখন সুপক্ক ফলে ভরিয়া উঠিল, এবং বৃক্ষতলে আপনা হইতেই একটি নির্ম্মল জলের ঝরণা উৎসারিত হইল। চল্লিশ দিন তিনি সেই বৃক্ষের ফল আহার করিয়া এবং ঝরণার জল পান করিয়া জীবন ধারণ করিয়াছিলেন।

আল্লাহ্-তা'লার ইচ্ছা হইলে তিনি কি না করিতে পারেন! বিচিত্র তাঁহার লীলা, এবং চমৎকার তাঁহার কৌশল!

সন্তান-সহ বিবি মরিয়ম রাজি-আল্লাহু-আন্হা যখন গৃহে ফিরিয়া আসিলেন, তখন সকলে বিস্মিত হইয়া জিজ্ঞাসা করিল, "ইহাকে তুমি কোথায় পাইলে?"

তখন তিনি শিশুর দিকে অঙ্গুলি নির্দ্দেশ করিলেন। অর্থাৎ, "তোমরা উহাকেই জিজ্ঞাসা কর।"

সকলে কহিল, "বাঃ, ও ত দুধের ছেলে, উহার সহিত কথা কহিব কি প্রকারে?"

তৎক্ষণাৎ সেই দুধের ছেলেই বলিয়া উঠিল, "আমি আল্লাহ্-তা'লার একজন গোলাম। বনি-ইস্রাইলদিগকে হেদাএত করিবার জন্য তিনি আমাকে পায়গাম্বর করিয়া পাঠাইয়াছেন।"

এ কি অলৌকিক ব্যাপার! দুগ্ধপোষ্য শিশু এমন করিয়া কথা কহিল! আল্লাহ্-তা'লার মহিমা অপার; তাঁহার ইচ্ছা হইলে কি না হইতে পারে!

সকলে বুঝিল, এ শিশু নিশ্চয়ই কালে একজন অসাধারণ ব্যক্তি হইবে।

কিন্তু হজরত ঈসা 'আলায়হেস্-সালাম বড় হইয়া যখন ধর্ম্মপ্রচার করিতে আরম্ভ করিলেন, তখন বহুলোক তাঁহার বিরোধী হইয়া দাঁড়াইল। ইহারা পূর্ব্ব হইতেই আল্লাহ্-তা'লার উপাসনা ত্যাগ করিয়া অধর্ম্মের

পথে চলিতে আরম্ভ করিয়াছিল। হজরত ঈসা 'আলায়হেস্-সালামের পায়গাম্বরী তাহারা গ্রাহ্যই করিল না।

অতঃপর ঐ সকল অবিশ্বাসিগণের বিশ্বাস জন্মাইবার নিমিত্ত আল্লাহ্-তা'লার আদেশে হজরত ঈসা 'আলায়হেস্-সালাম কতকগুলি আলৌকিক কার্য্য করিলেন। একদিন তিনি একটি মাটির পাখী গড়িলেন, এবং আল্লাহ্-তা'লা তাহাতে প্রাণ-সঞ্চার করিয়া দিলেন। পাখিটীও প্রাণ পাইয়া আকাশে উড়িয়া গেল!

আর একদিন কয়েকজন জন্মান্ধ এবং কয়েকটি কুষ্ঠরোগীর জন্য হজরত দো'আ করিলেন। আল্লাহ্-তা'লার দয়ায় তাঁহার দো'আ কবুল হইল; অন্ধেরা তৎক্ষণাৎ দৃষ্টিশক্তি পাইল, এবং কুষ্ঠরোগীরা একেবারে সুস্থ হইয়া গেল!

অপর একদিন কয়েকজন মৃত ব্যক্তি তাঁহার দো'আতে পুনর্জ্জীবিত হইয়া উঠিল। কিন্তু এ সকল অলৌকিক নিদর্শন দেখিয়াও লোকে বিশ্বাস করিতে চাহিল না। এমন কি, কেহ কেহ হজরতকে যাদুকর বলিয়া মনে করিল।

যাহা হউক, অবশেষে অল্প কয়েকজন লোক হজরত ঈসা 'আলায়হেস্-সালামের প্রচারিত নবধর্ম্ম গ্রহণ করিয়া, তাঁহার শিষ্য হইলেন, এবং হজরতকে ধর্ম্মপ্রচার কার্য্যে প্রাণপণে সাহায্য করিতে প্রবৃত্ত হইলেন।

একদিন হজরতের একজন শিষ্য তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করিলেন, "হে ঈসা, আপনার প্রভু আমাদের জন্য এক খাঞ্চা খাদ্য আসমান হইতে নামাইয়া দিতে পারেন কি?"

হজরত অনুযোগ করিয়া কহিলেন, "যদি তোমরা ঈমানদার হও, তবে আল্লাহ্কে ভয় কর; এরূপ ভাবে প্রমাণ চাহিও না।"

শিষ্যেরা কহিলেন, "আমরা বাস্তবিকই ঈমানদার ; কিন্তু আল্লাহ্-তা'লার প্রেরিত খাদ্য আহার করিয়া আমরা অন্তরে শান্তি লাভ করিব, এবং বিশ্বাসও দৃঢ় করিব, এই আমাদের বাসনা।"

তখন হজরত আল্লাহ্-তা'লার দরগায় মোনাজাত করিলেন। তাহার ফলে, আল্লাহ্-তা'লার আদেশে, ফেরেশ্তাগণ খাঞ্চা ভরিয়া রুটি, মৎস্য প্রভৃতি সুখাদ্য লইয়া অবতীর্ণ হইলেন।

অতঃপর সকলে আহার করিয়া তৃপ্তিলাভ করিলেন, এবং সর্ব্বান্তঃকরণে আল্লাহ্-তা'লাকে ধন্যবাদ দিতে লাগিলেন!

কিন্তু বনি-ইস্রাইলদিগের অধিকাংশ লোকই হজরত ঈসা 'আলায়হেস্ সালামের ঘোর শত্রু হইয়া উঠিল এবং তাঁহার বিরুদ্ধে এক গুরুতর ষড়যন্ত্র করিতে প্রবৃত্ত হইল। তাহারা হজরতকে প্রাণে মারিবার জন্য কতকগুলি গুপ্তচর নিযুক্ত করিল।

অবশেষে একদিন তাঁহার একজন শিষ্য বিশ্বাসঘাতকতা করিয়া হজরতকে শত্রুহস্তে ধরাইয়া দিল।

এইরূপে হজরত ঈসা 'আলায়হেস্-সালামের শত্রুরা ষড়যন্ত্র করিয়া তাঁহাকে ধরিয়া আনিল, এবং তাঁহার প্রাণবধ করিবার আয়োজন করিল। কিন্তু আল্লাহ্-তা'লা যে ওদিকে এক বিপরীত ষড়যন্ত্র করিয়া রাখিয়াছিলেন, তাহা কেহই জানিত না। তিনি কখন্ যে হজরতকে শত্রুদলের মধ্য হইতে উঠাইয়া লইয়া গেলেন, তাহা কেহই টের পাইল না। এদিকে ষড়যন্ত্রকারিদিগের মধ্যে একজনের চেহারা অবিকল হজরতের চেহারার মত হইয়া গেল। সকলে মিলিয়া তাহাকেই হত্যা করিয়া বসিল।

আল্লাহ্-তা'লা হজরত ঈসা 'আলায়হেস্-সালামকে নিজের কাছেই তুলিয়া লইয়াছিলেন।

প্রিন্টার—শ্রীশান্তকুমার চট্টোপাধ্যায়—বাণী প্রেস ১২।১ চোরবাগান লেন,
সিমলা, কলিকাতা